মজমুয়া
ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

প্রথম ভাগ—অষ্টম ভাগ একত্রে

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতেউদ্দীন, ইমামুলহুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী আলহাজ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্তৃক অনুমোদিত—

জেলা উত্তর ২৪পরগণা বসিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির মুবাহিছ ও ফকিহ, আলহাজ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা—

মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্র
মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮সাল মূল্য—২৫০.০০ টাকা

মজমুয়া

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠশাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা –

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা –উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী– খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা–

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত।

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা

মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল) মূল্য ২৫ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا
محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

প্রথম ভাগ

১। প্রশ্ন- যদি কোন পিতা পুত্রবধূকে কামভাবে স্পর্শ করে, কিম্বা তাহার সহিত জেনা করে, ইহার সাক্ষী উক্ত পুত্র বধূ বা পুত্র ব্যতীত কেহ না থাকে, তবে কি হইবে?

উত্তর — যদি পুত্র উক্ত কার্য্য বিশ্বাস করিয়া লয়, তবে তাহার স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে, বিশ্বাস না হইলে হারাম হইবে না। আলমগিরি. ১/২৯৪ পৃষ্ঠা।

২। প্রশ্ন — কেহ এক মজলিসে তিন তালাক দিলে, তাহার স্ত্রী তালাক হইবে কিনা?

উত্তর— এক মজলিসে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক হইবে ইহা হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলী ও সমস্ত ছুন্নত অল্‌জামায়াতের মত কেবল বেদয়াত মতাবলম্বী দল উহাতে এক তালাক হওয়ার মত ধারণ করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের বাতীল মত। ইহার দলীল মৎপ্রণীত মছলা খণ্ড ৩য় ভাগের ৮৪—৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে এবং ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকায় ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন — স্ত্রী মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, স্বামী তাহাকে গোছল দিতে পারে কি না? ঐরূপ মৃত্যু প্রাপ্ত স্বামীকে স্ত্রী গোছল দিতে পারে কিনা?

উত্তর — স্ত্রী স্বামীকে গোছল দিতে পারে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে গোছল দিতে পারে না, ইহা মারাকিল-ফালাহ কেতাবের ৩৩২/৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

প্রশ্ন— বৈজ্ঞানিক মতে পৃথিবী২৪ঘণ্টায় স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করিয়া ৩৬৫ দিবসে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসে, তাহাতেই দিবা রাত্র ও বৎসর হয়। এতৎ সম্বন্ধে সত্যমত কি?

উত্তর—ইহা অযৌক্তিক, কারণ গোলাকার পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ পঁচিশ হাজার মাইল, ইহা প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় অপন আবর্ত্তন পথে একবার আবর্ত্তন করে; এক্ষেত্রে ৩৬৫ দিবসে ৯১২৫০০০ একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে তদ্ব্যতীত অধিক পথ উহার অতিক্রম করা অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক গোলাকার বস্তু উহার পরিধির পরিমান ভিন্ন অধিক পথ উহার পরিধির পরিমাণ ভিন্ন অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৭০০০ নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে, তাহার পরিমাণ ৬০ কোটী মাইল, কিন্তু যে পৃথিবী বৎসর মাত্র একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পথ ব্যতীত অতিক্রম করিতে পারে না, উহা কিরূপে ৬০ কোটী মাইল কক্ষপথ অতিক্রম করিবে? ইহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর গতিশীল হওয়া অমূলক মত।

২। আছমানের উত্তর দিকে যে কোতাব (ধ্রুব) নক্ষত্র আছে, উহা সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে, যদি পৃথিবী গতিশীল হইত, তবে আমরা কিছুতেই উক্ত নক্ষত্রটি সকল সময় একই স্থানে দেখিতে পাইতাম না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা মৎপ্রণীত জরুরী মাছয়েল তৃতীয় ভাগের ৬৪/৬৫ পৃষ্ঠায় ও আমপারার বঙ্গানুবাদের ৬-৯ পৃষ্ঠায় ও ইছলাম ও বিজ্ঞান পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

৫। প্রশ্ন — বিচারের দিবস সূর্য্য প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তকের এক মাইল উপরে অবস্থান করিবে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহুগুণে বড়। তাহা হইলে, পৃথিবীতে সূর্য্য আটিবে কিরূপে?

উত্তর — বর্ত্তমানে সূর্য্য আছমানে যেরূপে আছে, একই মাইল দূরেও সেইরূপ থাকিবে, ইহাতে জমিতে নিক্ষিপ্ত হইবে না, কাজেই সঙ্কুলান হওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

৬। প্রশ্ন — কোন মুছল্লি জুমার ছুন্নতের নিয়ত করিল, এমতাবস্থায় এমাম খোৎবা পড়িতে আরম্ভ করিল সে ব্যক্তি কি করিবে?

উত্তর — পুরাতন ছাপা রদ্দোল-মোহতারের ১ম খণ্ডের ৭৪৬/৭৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, অনেক কেতাবে আছে, দুই রাকায়াত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। আরও কেতাবে আছে, চারি রাকায়াত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে, উভয় মতকে বিদ্বান্‌গণ ছহিহ বলিয়াছেন, শারাম্বালালী শেষ মতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য বলিয়াছেন। যদি তৃতীয় রাকয়াতে ১) না দাঁড়াইয়া থাকে, তবে এই মতভেদ হইয়াছে, তৃতীয় রাকয়াতের ছেজদা করিয়া থাকিলে চারি রাকায়াত ২) পড়িবে ছেজদা না করিয়া থাকিলে কেহ বলিয়াছেন চারি রাকায়াত শেষ করিবে, আর কেহ বলিয়াছেন, পুনরায় বসিয়া গিয়া ছালাম ফিরাইবে, উভয় মতের সমর্থন করা হইয়াছে। মূল কথা, এইরূপ মতভেদ জনিত মছলাতে কোন একটির উপর আমল করা জায়েজ হইবে।

৭। প্রশ্ন — জুমার দিবস মুছল্লিগণ মছজেদে প্রবেশ করিয়া অন্য নামাজে ও তছবিহপাঠেরত এবং জেকরকারি লোকদিগকে ছালাম করিতে পারে কিনা?

উত্তর — পুরাতন ছাপা রদ্দোল মোহতারের ১/৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যাহারা নামাজ পড়িতেছে, কোরান পড়িতেছে কিম্বা কোন প্রকার জেকর (তছবিহ, তহলিল ইত্যাদি) করিতেছে, তাহাদিগকে ছালাম করা মকরূহ।

৮। প্রশ্ন — যদি কেহ স্ত্রীকে মাতা বলিয়া ডাকে, তবে কি হইবে?

উত্তর — যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, তবে তাহাই হইবে; জেহারের নিয়তে বলিয়া থাকিলে কাফফারা দিতে হইবে, একটি গোলাম আজাদ করা, অভাবে ধারাবাহিক ভাবে দুই মাস রোজা রাখিবে, অক্ষম হইলে ৬০ জন দরিদ্রকে খাদ্য দান করিবে, প্রত্যেক ফেৎরা পরিমাণ দান করিবে। আর তালাকের নিয়তে বলিয়া থাকিলে, এক তালাক বায়েন হইবে, আর কিছু নিয়ত না করিলে, ফজুল কথা হইবে।

ইহা শরহে বেকায়ার ২/১৩১ —১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

কোরআন-শরিফের ছুরা মোজাদালাতে আছে, স্ত্রীকে মাতা বলা গোনাহ।

প্রশ্ন — স্ত্রীর বর্ত্তমানে তাহার ভগ্নীর কন্যার সহিত নেকাহ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — হারাম, কেননা যে দুইটি স্ত্রীলোকের প্রত্যেককে পুরুষ ধরিয়া লইলে, উভয়ের মধ্যে নেকাহ নাজায়েজ হয়, এইরূপ দুইটি স্ত্রীলোক একজনের নিকাহ করা হারাম, উল্লিখিত ঘটনায় যদি ভগ্নীর কন্যাকে পুরুষ ধরা হয়, তবে

ভগ্নীর পুত্র হইবে, এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীলোকটি ভগ্নীর খালা হইল, আর এতদুভয়ের মধ্যে নিকাহ্ করা হারাম। এইরূপ স্ত্রীকে পুরুষ ধরিলে শালক (শালা) হয়, শালক ও তাহার ভগ্নীর কন্যার সহিত নেকাহ্ হারাম। কাজেই স্ত্রী ও তাহার ভগ্নীকে এক জনের নেকাহ্ করা হারাম হইল। আলমগিরি, ১/২৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১০। প্রশ্ন — "মসজিদ" নির্মাণের জন্য কোনও হিন্দু বা বিধর্মী টাকা বা ইট, চুন, সুড়কী ও কড়ি বর্গা ইত্যাদি দান করিলে মসজিদে নামাজ হইবে কিনা?

উত্তর — মজমুয়া-ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবিতে আছে, উহা মসজিদে জেরারের অন্তর্গত হইবে।

১১। প্রশ্ন — জামাই কর্ত্তৃক শাশুড়ীর গর্ভ হইলে, উক্ত জামাই স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীকে লইতে পারিবে কিনা? (শাশুড়ীর স্বীয় কন্যা)

উত্তর — উক্ত বিবাহিতা কন্যা চিরতরে হারাম হইবে। ইহা পুরাতন ছাপা শামীর ২/৪৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

১২। প্রশ্ন — মসজিদে খোৎবা পাঠ কালীন খোৎবার মধ্যে আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু গজল পদ্য পড়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — উহা ছুন্নতের খেলাফ, উহাতে ফার্সী, উর্দ্দু ও বাংলা পড়া অধিকাংশ আলেমের মতে মকরূহ তহরিমি। মজমুয়া ফাতাওয়া লাক্ষ্ণৌবী দ্রষ্টব্য।

১৩। প্রশ্ন — যে সব ইমাম শরিয়তকে হেয়জ্ঞান করে, অর্থাৎ শরিয়ত মানে না তাহাদের পিছনে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — শরিয়ত অমান্য করিলে, কাফের হইতে হয়, এইরূপ এমামের পশ্চাতে নামাজ জায়েজ নহে।

১৪। প্রশ্ন — পরদা প্রথা সুন্নত কি ফরজ? যদি পরদা হেয়জ্ঞানে উচ্ছেদ করে, তাহাকে কি বলা যেতে পারে। তাহার বিধান কি?

উত্তর — শরয়ি-পর্দা ফরজ, বিনা জরুরত স্ত্রীলোকদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। ইছলাম ও পর্দা কেতাব দ্রষ্টব্য।

১৫। প্রশ্ন — স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রার নৃত্য গীত, থিয়েটার এবং সার্কাস, বায়োস্কোপ ইত্যাদি দেখা জায়েজ কিনা?

উত্তর — হারাম।

১৬। প্রশ্ন — যে স্ত্রী স্বামীকে হেয়জ্ঞান করতঃ যাত্রার নৃত্য গীত শ্রবণ করে, তাহার কি বিধান হয়?

উত্তর — হারামী করিল ও স্বামীর অবাধ্যতাও দ্বিতীয় হারাম।

১৭। প্রশ্ন — এক ব্যক্তি তাহার শ্বশুরকে পত্রে লিখিল যে, যদি তুমি আমার স্ত্রীকে ১০/১৫ দিবসের মধ্যে আমার বাটীতে না রাখিয়া যাও, তবে আমি তোমার কন্যাকে তালাক দিলাম, তালাক তালাক তালাক। কিন্তু তাহার শ্বশুর নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে কন্যাকে তাহার বাটীতে রাখিয়া যায় নাই। ইহাতে কি হইবে?

উত্তর — ইহাতে তিন তালাক হইয়া যাইবে। রদ্দোল-মোহতার (পুরাতন ছাপা) ২/৭০৩/৭০৫ পৃষ্ঠা, আলমগিরি, ১,৩৭৯/৪০৩/৪০৪ পৃষ্ঠা।

১৮। প্রশ্ন— আলেমগণ কোরান ও হাদিছের যেরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ওয়াজ করে কিম্বা তৎসমস্তের রয়াত দিয়া কেতাব লেখেন, উহাতে কোন দোষ হইবে কিনা? যদি কেহ ইহার প্রতি অবজ্ঞা করে, তবে কি হইবে?

উত্তর — উহা জায়েজ হইবে, উহা অবজ্ঞাকারী গোনাহগার হইবে।

১৯। প্রশ্ন — যদি কোন খতিব ফাছেক বেদাতি, শেরেককারী লোকদের জেয়াফত কবুল করেও গান বাদ্যকারিদের সহায়তা করে, তৎপর কেহ তাহাকে বলে, আপনার কোরান ও হাদিছ মত চলা উচিত, ইহাতে সেই খতিব বলে, রাখিয়া দাও তোমার কোরান ও হাদিছ, কোরান হাদিছ মতে কে চলে? কোরান ও হাদিছ, মত চলা কঠিণ, ইহাতে কেহ বলিল, এইরূপ কথাতে কাফের হইতে হয় ও বিবি তালাক হইয়া যায়। তদুত্তরে খতিব বলিল, তবে সংসারের সমস্ত লোক কাফের হইয়া যাইবে ও সকলের বিবি তালাক হইয়া যাইহে, এক্ষেত্রে শরিয়তের ফতওয়া কি?

উত্তর — এইরূপ খতিব কাফের হইয়া যাইবে। তাহার বিবির নেকাহ ফছ্‌ক হইয়া যাইবে। যদি সে ব্যক্তি তওবা করিয়া বিবির নেকাহ দোহরাইয়া না লয়, তবে তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ হইবে। তাহাকে ছালাম করা নাজায়েজ হইবে।

২০। প্রশ্ন— যেরূপ হিন্দুরা হালখাতা করিয়া বৎসরের এক দিবস বকেয়া টাকা আদায় করিতে চেষ্টা করে, মুছলমানদিগের এইরূপ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — ইহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু উক্ত আদায়ি টাকাগুলি দ্বারা বকেয়া দান উসুল করিয়া লইতে হইবে।

২১। প্রশ্ন — নৌকা বাইজ দেওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — যদি উভয় পক্ষ হইতে হারজিতের বাজী রাখা হয়, তবে হারাম হইবে। যদি উহাতে সঙ্গিত করা হয় কিম্বা অপব্যয় করা হয়, তবে নাজায়েজ হইবে। যদি হিন্দুদের কোন উপলক্ষে ইহা করা হয়, তবে তাহাও কোফর হইবে।

২২। প্রশ্ন — জুমার মছজেদে কোন হিন্দু কিম্বা মুচি মিষ্টান্ন, ছাগল ও মুরগী খয়রাত দিলে, উহা মুছলমানদিগের খাওয়া কি?

উত্তর — যে দিরিদ্রেরা অনাহারে মরণাপন্ন হইতেছে তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে, তদ্ব্যতীত অন্যেরা উহা ভক্ষণ করিবে না।

২৩। প্রশ্ন — কলেমাতোল কোফরের ১০ পৃষ্ঠায় আছে, কোন স্থান খোদা হইতে শূন্য নহে বলিলে কাফের হইতে হয়। কিন্তু জোবদাতোল মাছায়েলে খোদাকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ কি?

উত্তর — মুছলমানদিগের আকিদা মতে খোদা স্থান হইতে পাক মৎপ্রনীত জরুরী মাছায়েল ৩য় ভাগে ইহার প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। খোদার সর্ব্বব্যাপী হওয়অর অর্থ — তিনি প্রত্যেক স্থানের অবস্থা জানেন ও প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ইহাতে তাঁহার কোন স্থানে থাকা প্রমাণিত হয় না।

২৪। প্রশ্ন —যদি কোন সধবা কাফের স্ত্রীলোক দারোলইছলামে মুছলমান হয়, কিন্তু তাহার স্বামী কাফের থাকে, তবে শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর — তাহার স্বামীকে মুছলমান হইতে বলা হইবে, যদি মুছলমান হয়, তবে উভয়ের নেকাহ স্থায়ী থাকিবে, আর যদি সে ইছলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা মৌনবলম্বন করিয়া থাকে, তবে কাজীর নিকট এই ঘটনা উপস্থিত করিয়া উভয়ের ভঙ্গ করিয়া লইবে। যতক্ষণ কাজি তফরিক (নেকাহ বন্ধন ছিন্ন) না করিয়া দেন, ততক্ষণ সে উক্ত স্বামীর স্ত্রী থাকিয়া যাইবে রদ্দোল-মোখতার, ২/৬৩৭।

২৫। প্রশ্ন — যদি কোন মুছলমান স্ত্রীলোক বাহির হইয়া যায় তবে অন্য লোকে তাহার সহিত নেকাহ করিতে পারে কিনা?

উত্তর — যতক্ষণ তাহার স্বামী তালাক না দেয়, কিম্বা মরিয়া না যায়। ততক্ষণ অন্য লোকের তাহার সহিত নেকাহ করা হারাম, কোরআন ছুরা নেছাতে ইহার প্রমাণ আছে।

২৬। প্রশ্ন — কোন অলিউল্লার মাজার শরিফের খাদেমের পক্ষে হাট বাজার হইতে তোলা তুলিয়া ভক্ষণ করা কি? কিম্বা পীর ছাহেবের নামে মুষ্টী ভিক্ষা আদায় করা ভক্ষণ করা কি? হিন্দু মুসলমানগণ গোরের নিকট চাষের প্রথম উৎপন্ন বস্তু নজর স্বরূপ দিয়া যায়, উহা ভক্ষণ করা কি?

উত্তর — এইরূপ তোলা সংগ্রহ করা ও মুষ্ঠি-ভিক্ষা আদায় করা শরিয়তে জায়েজ নহে, হাঁ যদি অনাহারে সে কিম্বা তাহার পরিজন মরিতে থাকে, তবে প্রাণ রক্ষা পরিমাণ ভিক্ষা করা জায়েজ হইবে।

পীর বোজর্গদিগের সম্মান লাভ ও নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে যাহা কিছু গোরের নিকট আনায়ন করা হয়, উহার হারাম হওয়া আলমগিরি বাহরোর-রায়েক ও শামী কেতাবে আছে। কিন্তু যদি খাদেমগণের সাহায্য করা উদ্দেশ্যে কিছু আনায়ম করা হয় তবে গ্রহণ করা জায়েজ।

২৭। প্রশ্ন — স্ত্রীর বর্ত্তমানে তাহার বিধবা ভগ্নীর সহিত ব্যভিচার করিলে কি হইবে?

উত্তর — হারাম হইবে, কিন্তু স্ত্রীর নেকাহ নষ্ট হইবে না ইহা দোর্রোল-মোহতারে আছে।

২৮। প্রশ্ন — একামতের সময় হাইআলাচ্ছালাত বলার সময় বসিয়া থাকা কি?

উত্তর — উক্ত সময় পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সকলের দাঁড়াইয়া যাওয়া মোস্তাহাব, ইহা সমস্ত ফেকহের কেতাবে আছে। নামাজের সারি সোজা করা ছুন্নত, ইহা পূর্ব্বেই করিয়া লইবে, কিছু ক্রটি থাকিলে দাঁড়ানোর পরে ঠিক করিয়া লইবে, ইহাতে অন্যান্য ছুন্নত নষ্ট হইবে কেন?

যে ব্যক্তি এইরূপ ফৎওয়াদাতা আলেমের কথা না শুনে, বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি ফেকহরে সহিত শত্রুতা রাখে, যাহার অন্তরে শরিয়তের ভক্তি আছে, সে এইরূপ কার্য্য করিবে না। হাইয়া-আলাছ-ছালাৎ পর্য্যন্ত বসিয়া

থাকিয়া এমামের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাইবে। এমামের ছানা পড়ার সময় তাহার ছানা পড়া হইয়া যাইবে। কাজেই এমামের কেরাত শুনার বিঘ্ন হইবে কেন? আর যদি ছানা পড়িতে একটু দেরী হয়, ইহাতেই বা কি ক্ষতি হইবে? কেরাত শ্রবণ করা ফরজ নহে ফরজ হইলে যে ব্যক্তি এমামের রুকুর সময় উপস্থিত হইয়া নামাজে যোগদান করিয়াছে তাহার নামাজ জায়েজ হয় কিরূপে?

২৯। প্রশ্ন — রাছুল (ছাঃ) এর পাক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ৩/৪ বার ছিনাচাক হওয়ার কারণ কি? যদি কেহ উহা অস্বীকার করে তবে তাহার কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

উত্তর — শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবী (রাঃ) তফছিরে-আজিজিতে লিখিয়াছেন —

ফেরেস্তাগণ চারিবার হজরতের ছিনা চাক করিয়াছিলেন, প্রথম —চারি বৎসর বয়সে, যে সময় হজরত জিবারাইল (আঃ) তাঁহার বক্ষঃদেশ বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া উহা হইতে এক প্রকার গাড় কাল রক্ত বাহির করিয়া বলিয়াছেন, এই রক্ত শয়তানের অধিকার স্থান, এক্ষনে তাহার হৃদয়ে আর শয়তানের কুমন্ত্রনা স্থান পাইবে না। এই ছিনাচাকের কারণ এই যে, বালকের হৃদয়ে বাল্যকালে যে ক্রীড়া কৌতুকের বাসনা উদিত হয়, তাহা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন। দ্বিতীয় দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বক্ষদেশ চাক করা হয়, উদ্দেশ্য এই যে, যেন তাঁহার হৃদয় দয়া ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয় এবং তিনি যৌবনের কুপ্রবৃত্তি হইতে পবিত্র থাকেন। তৃতীয় — অহির জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হওয়ার জন্য নবুয়ত লাভের সময় তাঁহার ছিনাচাক করা হয়।

চতুর্থ — আকাশ, বেহেশত, আর্শ ভ্রমণ ও আত্মিক জ্যোতিঃ দর্শনে সক্ষম হওয়ার জন্য মে'রাজের রাত্রে তাঁহার ছিনাচাক করা হইয়াছিল। ইহাতে দোষ কি হইল? খাঁ ছাহেবের মোস্তফাচরিতের বাতীল মতের প্রতিবাদের জন্য কিছু দিবস ধৈর্য্য ধারন করুন।

কলিকাতা,দিল্লী, দেওবন্দ ও ছাহারানপুরের মুফ্তি ছাহেবগণের ফৎওয়া গত বৎসরের ছুন্নত অল-জামায়াতে প্রকাশিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ছহিহ হাদিছে প্রমাণিত হজরতের ছিনাচাককে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি গোমরাহ ও গোমরাহকারি।

৩০। প্রশ্ন -- স্ত্রীলোকদিগকে চুল বাঁধিয়া নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উত্তর --- জায়েজ চুল বাঁধিয়াই নামাজ পড়িতে হইবে।

৩১। প্রশ্ন -- রোজার সময় রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করা জায়েজ কি না?

উত্তর -- সোবেহ্ সাদেকের পূর্ব্বে জায়েজ।

৩২। প্রশ্ন -- লটারী খেলা জায়েজ কি না?

উত্তর -- হারাম।

৩৩। প্রশ্ন -- প্রভিডেন্টের টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে উহার সুদ লওয়া যায় কিনা?

উত্তর -- না, উহা লওয়া হারাম।

৩৪। প্রশ্ন -- নির্দ্দিষ্ট তারিখে নৌকা বাইজ দেওয়া কি?

উত্তর -- উহাতে কয়েকটি দোষ আছে, প্রথম হিন্দুদিগের পর্ব্ব দিবসে এইরূপ করা হয়, ইহাতে তাহাদের পর্ব্বের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়, ইহা হারাম কাৎয়ি, ইহাতে কোফরীর আশঙ্কা আছে। অন্য সময়ে হইলে, ক্রীড়া কৌতুকের জন্য করা হয়, কাজেই উহা নাজয়েজ। নামাজ নষ্ট করা হয়, ইহা দ্বিতীয় হারাম, অনর্থক অর্থ ব্যয় করা হয়, ইহা হারামে-কাৎয়ি। আরও প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কেহ কেহ ছেহর জাদু করিয়া অন্য পক্ষকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, ইহা কোফর। অনেক সময় বিদ্বেষ বশতঃ এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রহার, জখম ও রক্তপাত করিতে কুণ্ঠীত হয় না, ইহাও হারাম।

৩৫। প্রশ্ন — যে মিছিলের সহিত সঙ্গীত, বাদ্য, বাজী পোড়ান ইত্যাদি থাকে উহার সঙ্গে আলেম কিম্বা উম্মি লোকদের যাওয়া কি?

উত্তর -- নাজায়েজ।

৩৬। প্রশ্ন -- আখেরী জোহর পড়া কি?

উত্তর -- যে স্থানের শহর হওয়ার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হয়, কিম্বা যে স্থানে একাধিক জুমা হইয়া থাকে, তথায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব হইবে, নচেৎ মোস্তাহাব হইবে। ওয়াজেব নামাজ ফরজের নিয়তে পড়া জায়েজ ইহার প্রমাণ ফৎহোল কদীর, রদ্দোল-মোহতার, মেরকাত ফাতাওয়ায় আজিজি ও তফছিরে আহমদীতে আছে। ইহার বিস্তারিত দলীল মৎপ্রনীত "আখেরে জোহর" কেতাবে পাইবেন।

৩৭। প্রশ্ন — নাবালেগা স্ত্রীকে তালাক দিয়া থাকিলে, হিলা করিতে হইবে কিনা?

উত্তর – তিন তালাক দিয়া থাকিলে তাহাকে বিনা তহলিলে লওয়া হারাম।

৩৮। প্রশ্ন – গ্রামোফোন বাড়ীতে রাখা এবং গ্রামোফোনের গান শ্রবণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর – হারাম।

৩৯। প্রশ্ন — কোন মাতব্বর উপযুক্ত এমাম বাদ দিয়া অনুপযুক্ত এমাম স্থির করিল, কিম্বা তিনি নিজে পরহেজগার ও ছহিহ পড়নেওয়ালা লোক উপস্থিত থাকিতে এমামত করিলেন ইহাতে কি হইবে?

উত্তর – যদি অনুপযুক্ত লোক এমাম হয় ও কোরআন শরিফের অক্ষর অশুদ্ধ পড়িতে থাকে, তবে ছহিহ পড়নেওয়ালা কারি মোক্তাদী পাছে থাকার জন্য উক্ত নামাজ ব্যতীল হইয়া যাইবে। আর যদি কেরাতে ভুল না পড়ে কিন্তু মোক্তাদিগণ তাহার উপর নারাজ থাকে, তবে এইরূপ নামাজ কবুল হইবে না মেশকাতের ১০০ পৃষ্ঠায় অনেক হাদিছ ইহার প্রমাণ, কিন্তু মোক্তাদিগের নামাজ জায়েজ হইয়া যাইবে। এমাম ফাছেক হইলেও নামাজ জায়েজ হয় কিন্তু মকরুহ হইবে।

৪০। প্রশ্ন – ফজরের ফরজ নামাজ বেলা উঠার পরে পড়া যায় কিনা? বা কিভাবে পড়িতে হইবে?

উত্তর – ফজরের ফরজ নামাজ বেলা উঠার পরে জামাত সহ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু এমাম উচ্চ আওয়াজে কেরাত করিবে, চুপে চুপে পড়িলে, ছোহ ছেজদা ওয়াজেব হইবে ইহা মিসরি ছাপা আলমগিরির ১/৭৫ পৃষ্ঠায় কাজিখান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৪১। প্রশ্ন – স্বামী কুফ্রী করিলে নিকাহ ভাঙ্গিয়া যায়, ঐ প্রকার স্ত্রী কুফ্রী করিলে নিকাহ ভাঙ্গে কিনা?

উত্তর – হাঁ নেকাহ ফছখ হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে স্ত্রীকে কলেমা রদ্দে-কোফর পড়াইতে ও তওবা করাইতে হইবে, পরে উক্ত স্বামীর সহিত পুনরায় নেকাহ করিতে বাধ্য করাইবে।

৪২। প্রশ্ন – কোন ব্যক্তি মানত করিল আমার ছেলের অসুখ সারিলে

জোড়া খাসী কোরবানী দিব, অভাব হেতু জোড়া খাসী একবার দিতে না পারিলে দুইবারে দেওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — হাঁ জায়েজ হইবে।

৪৩। প্রশ্ন — হিন্দুর টাকায় নামাজগাহ প্রস্তুত হইলে, সেখানে জোমা, ব্যতীত নামাজ জায়েজ কিনা?

উত্তর — মকরুহ তাহরিমি হইবে।

৪৪। প্রশ্ন — সুদখোরের বাড়ীতে খতম পড়িয়া ওজরত লইবার সময় সে একটি দুগ্ধবতী গাভী দিল, ঐ গাভীর দুধ খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — সুদখোরের কোন বস্তু তাহার তওবার পূর্ব্বে গ্রহণ করা জায়েজ নহে, তওবা অন্তে হালাল মালের কিছু দিলে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। সুদখুরি অবস্থায় সে ফাছেক। কাজেই সে হালাল মাল দিতেছে বলিলেও শরিয়তে তাহার কথা গ্রহনীয় হইতে পারে না।

৪৫। প্রশ্ন — একখানা অছিএত নামা জনাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর পক্ষ হইতে প্রচারিত হইতেছে, যাহা রওজা শরিফের খাদেম শেখ আব্দুল্লাহকে স্বপ্নযোগে আদেশ করা হইয়াছে ইহার ব্যবস্থা কি?

উত্তর — মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি সাহেব ফতওয়া এমদাদিয়ার ৩য় খণ্ডের ১৪২/১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

এইরূপ অছিএত নামা বহুবার প্রচারিত হইয়া আসিতেছে সর্ব্বদা এক নাম ও উপাধিতে প্রচারিত হইতেছে, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার যে এক ব্যক্তি এত লম্বা আয়ু প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে, এক ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন খাদেম বা অন্য দেশের বোজর্গ ও অলিগণের নছিবে এই জিয়ারত ও কথা বার্ত্তা সংঘটিত হয় না। তৃতীয় — যদি এই ঘটনা সংঘটিত হইত, তবে মদিনা শরিফ হইতে ইহার সমধিক ঘোষণা প্রচার হইত, অথচ তথাকার যাতায়াতকারীদের দ্বারা বা কোন চিঠি পত্রের দ্বারা এই ব্যাপারগুলির কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, কাজেই এইরূপ বিনা ছনদের কোন কথা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, নচেৎ যাহার মনে যাহা ইচ্ছা হয়, সে তাহাই ঘোষণা করিবে। শরিয়তের ব্যবস্থা এই যে, কোন কথা খুব দন্ত করার পরে বিশ্বাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত উহার মধ্যে কতকগুলি শরিয়ত ও জ্ঞানের বিপরীত কথা আছে, যথা ১৭ লক্ষ কলেমা-গো মুছলমান মরিয়াছে, প্রথমতঃ আল্লাহতায়ালার

রহমত তাহার গজবের চেয়ে সমধিক প্রবল, দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিয়া থাকি যে, বহু মুছলমান তওবা করিতে করিতে ও কলেমা পড়িতে পড়িতে মরিয়া থাকে, ইহা ইমানের সহিত মরার চিহ্ন কাজেই উক্ত কথা ঠিক হইবে কিরূপে? এইরূপ উহা ভ্রান্তিমূলক হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ অনেক কথা আছে। এই হেতু এই অছি এত নামা কোন লোকের জাল কথা। মোহাদ্দেছিন ইহা অপেক্ষা সমধিক লক্ষণ (চিহ্ন) দ্বারা হাদিছকে জাল বলিয়াছেন, আর জাল কথা প্রচার করা ও রেওয়াএত করা হাদিছ ও এজমা অনুসারে হারাম, বরং কতক মোহাদ্দেছ উহা কোফরের নিকট বলিয়াছেন, কখনও উক্ত অছিএত নামার সমস্ত কথা সত্য কথা বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, অবশ্য যে সমস্ত কথা কোরণ হাদিছ ও দীনের কেতাব সমূহে লিখিত আছে, তদনুযায়ী সৎপথে চলিবে ও কু-পথ হইতে পরহেজ করিবে। নবী (ছাঃ) এর দিকে মিথ্যা কথার নেছবত করা বড় গোনাহ, এই হেতু এইরূপ কথার প্রচারকারী গোনাহগার হইবে।

৪৬। প্রশ্ন – মছজেদের চাল খুটি ইত্যাদি আসবাব পত্র মক্তব ও মাদ্রাছাতে কিম্বা অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

উত্তর – উহা জায়েজ হইবে না অবশ্য এমাম আবু ইউছফের এক রেওয়াএত আছে, তৎসমস্ত অন্য মছজেদে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কিম্বা তৎসমস্ত বিক্রয় করিয়া সেই মছজেদে উক্ত মূল্য ব্যয় করা হইবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে, রদ্দোল-মোহ তার অকফের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৭। প্রশ্ন – মছজেদের বারান্দাতে লোকের থাকিবার কামরা করা জায়েজ হইবে কি না? মছজেদের বারান্দা ঘরের ভিতর সমান উচ্চ করিয়া বানাইলে, উহা মছজেদের শামিল হইবে কি না?

উত্তর – আমাদের দেশে মছজেদের বারান্দা ঘরের ভিটার সমান উচ্চ হউক, আর নাই হউক, মছজেদের শামিল হইয়া থাকে। উহা থাকিবার কামরা বানান জায়েজ নহে। অবশ্য যদি মছজেদের নিৰ্ম্মাণকারি বদরান্দাকে খারেজে-মছজেদে হওয়ার নিয়তে নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে, তবে উহা খারিজ হইবে এবং তথায় থাকার কামরা বানান জায়েজ হইবে। আরও এক কথা মহল্লাবাসিদের মছজেদে শয়ন করা মকরুহ। মোছাফেরের ও এ'তেকাফকারির পক্ষে তথায় শয়ন করা মকরুহ নহে। মজমুয়া-ফাতাওয়ায় লক্ষ্ণৌ বি, ১/২৫৫।

৪৮। প্রশ্ন — মছজেদের পশ্চিম দেওয়ালের সহিত লাগাইয়া পোক্তা কবর বানান হইলে, দোষ হইবে না? মছজেদ কাঁচা কবর পোক্তা বানাইলে, দোষ হইবে কি না?

উত্তর — মছজেদের বাহিরে এইরূপ পোক্তা কবর থাকিলে দোষ হইবে না, কিন্তু মছজেদের দেওয়াল ও মছজেদের অক্‌ফ করা জমি হইতে কবরকে পৃথক করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

৪৯। প্রশ্ন — ফেৎরার পয়সা কে কে লইতে পারে?

উত্তর — যাহার উপর ফেৎরা ও কোরবাণী ওয়াজেব নহে, সেই উহা লইতে পারে। উভয় বিষয় কাহার উপর ওয়াজেব, ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "জাকাত ফেৎরা ও জবেহ কোরবাণীর মছলা" এই কেতাবদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে।

৫০। প্রশ্ন — পিতা জাকাতও ফেৎরার ছাহেবে-নেছাব হইলে, তাহার পুত্র কন্যা উহা লইতে পারে কি না? আলেমকে ফেৎরা দেওয়া জায়েজ হইতে পারে কি না?

উত্তর — উক্ত পিতার নাবালেগ পুত্র কন্যা হইলে, জাকাত ফেৎরা লইতে পারিবে না, অবশ্য বালেগ পুত্র কন্যা নিজেরা জাকাত ফেৎরার ছাহেবেনেছাব না হইলে লইতে পারে। যে আলেম ছাহেবে-নেছাব নহেন, তিনি উহা লইতে পারেন।

৫১। প্রশ্ন — মামু নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে, ভাগিনার পক্ষে সেই পরিত্যক্তা মামীর সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — শরিয়ত অনুযায়ী ইহাতে কোন দোষ নাই জায়েজ হইবে।

৫২। প্রশ্ন — একস্থানে জুমাঘর ছিল, পরে কয়েক স্থানে উহা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে অথবা কলহ সূত্রে কোন মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার কি হুকুম।

উত্তর — আল্লাহতায়ালার কোন মছজেদ বিরান করা হারাম ইহাতে দোজখের কঠিন শাস্তি লইতে হইবে, পুনরায় সেই পুরাতন মছজেদ প্রস্তুত করা তথাকার মুছলমানদিগের উপর ফরজ। যদি একটি নুতন মছজেদ করিলে, পুরাতন মছজেদ বিরান হওয়ার কারণ হয়, তবে এইরূপ মছজেদ প্রস্তুত করা নাজায়েজ এইরূপ নুতন মছজেদে নামাজ পড়া গোনাহ। ইহার বিস্তারিত বিবরণ

বাইটকামারি বাহাছে উল্লিখিত হইয়াছে। কলহ সূত্রে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা মছজেদে-জেরারের অন্তর্গত হইবে। নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

৫৩। প্রশ্ন — একজন বয়োবৃদ্ধ হাফেজ, একচক্ষে একটু কম দেখেন, নামাজের মছলা মছায়েল বেশ জানেন, কেতাব পত্র পড়িতে জানেন। আর একজন নিউস্কিম সিনিয়ার মাদ্রাছা পাশ গভর্ণমেন্ট স্কুলে চাকুরি করেন, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমাম হইবেন।

উত্তর — উভয়ে এমাম হইতে পারেন, অবশ্য যিনি নামাজ সংক্রান্ত মছলা মছায়েল, বেশী জানেন তিনি সমধিক উপযুক্ত কিন্তু শর্ত্ত এই যে তিনি ছুন্নত পরিমাণ কেরাত কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন, জাহেরী ফাহেশা কার্য্যকলাপ হইতে পরহেজ করেন এবং দীন সম্বন্ধে দোষান্বিত না হন। যদি কেহ নামাজের মছলা বেশী অবগত থাকেন, তিনি অন্যান্য এলম না জানিলেও এমামতের সমধিক উপযুক্ত হইবেন। ইহাতে তুল্য হইলে, কেরাতের কায়দা যিনি সমধিক বেশী জানেন, তিনি সমধিক উপযুক্ত। ইহাতে তুল্য হইলে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি সমধিক উপযুক্ত হইবে। ইহাতে সমান হইলে, সমধিক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সমধিক উপযুক্ত হইবে। আর, সমস্ত বিষয়ে সমান হইলে, অধিকাংশ মুছল্লি যাহাকে পছন্দ করেন, তিনিই সমধিক উপযুক্ত। শামি ১/৫২১, আলমগিরি, ১/৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫৪। প্রশ্ন — কোন লোকের বিবি শেরেক করে ও গয়রোল্লাহর নামের মানসা আদায় করে, কিন্তু তাহার স্বামী নামাজ, রোজা ও কলেমার পায়বন্দী সেই স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বারম্বার নিষেধ করে, কিন্তু বিবি উহা ত্যাগ করে না, এই অবস্থায় পুরুষ লোকটার মৃত্যু হইলে, তাহার জানাজা, দেওয়া ও খতম করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — উক্ত অবস্থায় উভয়ের নেকাহ ফছখ হইয়া যায়। সেই সময়ে উভয়ের সঙ্গম হারাম হইয়া থাকে, ইহাতে পুরুষ ফাছেক হইয়া যায়। ফাছেকের জন্য জানাজা, দোওয়া ও খতম পড়া জায়েজ আছে, কেহ উহা করিয়া দিবেন, কিন্তু শরিয়তের তাড়োনা উদ্দেশ্যে কোন আলেম দরবেশ ও পরহেজগার ব্যক্তি উপরোক্ত কার্য্যগুলিতে শরিক হইবে না।

৫৫। প্রশ্ন — কোন লোক ঈদের নামাজ পড়িবার জন্য মৌখিক একটি জমি দান করিয়াছে, সেই জমিতে এক বৎসর ঈদের নামাজ পড়ার পরে ১৫/১৬ বৎসর পর্য্যন্ত নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — উক্ত জমি শরিয়তের নিয়ম অনুসারে অক্ফ হইয়া গিয়াছে, মুছলমানগণের পক্ষে উক্ত অক্ফের জমি আইন সঙ্গত ভাবে পুনরায় দখল করিয়া লইয়া উহাতে নামাজ পড়া জরুরি হইবে।

৫৬। প্রশ্ন — একজনের ফেৎরা ৩/৪ জন মিছকিনকে দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — উভয় কার্য্য জায়েজ হইবে, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত 'জাকাত ও ফেৎরা' কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

৫৭। প্রশ্ন — সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ গ্রহণ ও ক্যাশ সার্টি ফিকেট খরিদ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — পোষ্ট অফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক চোর ডাকাতের ভয়ে টাকা জমা করিয়া রাখিলে দোষ হইবে না, কিন্তু পাশ বুকে 'বিনা সুদ' শব্দ লিখিয়া দেওয়া জরুরী। সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ লওয়া জায়েজ নহে। সুদ লওয়ার জন্য গভর্ণমেন্টের ক্যাস সার্টিফিকেট খরিদ করা জায়েজ নহে।

৫৮। প্রশ্ন — চাউলের হিসাবে ফেৎরা দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — একসের সাড়ে নয় ছটাক গম, ময়দা বা উহার মূল্য ফেৎরা দিতে হইবে, আর খোর্ম্মা যব ইত্যাদি উহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। ধান্য চাউল ও কলাই দিতে হইলে, উল্লিখিত গম, ময়দা, যব খোর্ম্মার যে মূল্য হয়, সেই মূল্যের ধান্য, চাউল ও কলাই দিতে হইবে, এক সের সাড়ে নয় ছটাক ধান্য চাউল দিলে, জায়েজ হইবে না, ইহার প্রমাণ জরুরি মছলা প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

৫৯। প্রশ্ন — ধুমপান করা কি?

উত্তর — ধমুপান (তামাক, সিগারেট ও বিড়ি পান) সহিহ মতে মকরুহ তহরিমি। ফাতাওয়ার আজিজি দ্রষ্টব্য।

৬০। প্রশ্ন — বলপূর্ব্বক তালাক হইলে কি হইবে?

উত্তর — যদি প্রাণ হত্যা বা অঙ্গ হানির প্রবল আশঙ্কাতে মৌখিক তালাক দেয়, তবে তালাক হইয়া যাইবে আর যদি মুখে কিছু না বলিয়া লিখিত তালাক দেয়, তবে উক্ত ক্ষেত্রে তালাক হইবে না। আর উক্ত আশঙ্কা না হইলে, যে কোন ভাবে তালাক দিলে, তালাক হইয়া যাইবে। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, অন্যায় ভাবে একজনের নিকট হইতে জবরদস্তির সহিত তালাক লইলে গোনাহ

কবিরা হইবে এই না হক তালাকের জন্য দোজখে জ্বলিতে হইবে।

৬১। প্রশ্ন — পুত্রবধু শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত ও হুকুম বরদারি না করিলে তালাক দেওয়া কি?

উত্তর — শরিয়তের বিরুদ্ধে না হইলে, উভয়ের খেদমত ও হুকুম বরদারী করা পুত্র ও পুত্রবধুর পক্ষে ওয়াজেব, পুত্র বধু উহা করিতে অনিচ্ছুক হইলে যদি উভয়ে তাহাকে তালাক দিতে আদেশ করেন তবে তালাক দেওয়া জরুরী হইবে, নচেৎ জরুরী হইবে না।

৬২। প্রশ্ন — বধু কাল কুশ্রী হইলে, তাহার নামাজ রোজা করা সত্ত্বেও তাহাকে তালাক দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইবে, কিন্তু ঘৃণিত কার্য্য হইবে, ইহা না করা উত্তম।

৬৩। প্রশ্ন — সধবা হিন্দু স্ত্রীলোক মুছলমান হইলে, তাহার সহিত নেকাহ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — ২৪ নং মছলায় ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উক্ত শর্ত্তানুসারে নেকাহ না হইলে উকিল ও সাক্ষীকে তওবা করিতে হইবে।

৬৪। প্রশ্ন — সধবা স্ত্রীলোককে অন্য লোকের সহিত নেকাহ দেওয়ার ব্যবস্থা কি?

উত্তর — ইহা হারাম, এইরূপ নেকাহকারীর সহিত সমাজ করা নাজায়েজ। যে মাতব্বর সাহায্যকারী, সাক্ষী ও উকিল উহা হালাল জানিয়া সম্পাদনা করিয়া দিয়াছে, তাহাদের নেকাহ ফছখ হইয়া গিয়াছে, যত দিবস এই ভাবে উভয়ে জেনা করিতে থাকিবে, তাহারও এই গোনার অংশীদার হইতে থাকিবে। তাহাদের তজদিদে ইমান, তওবা ও নেকাহ দোহরান ওয়াজেব হইবে, উভয়ের মধ্যে তফরিক করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি হারাম জানিয়াও উহা করিয়া দিয়া থাকে তবে জেনার গোনাহর দায়ী হইবে, গোনাহ কবিরা হইবে, তওবা করা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ নেকাহ পড়ানেওয়ালা মোল্লা হালাল জানিয়া করিয়া থাকিলে যত দিবস উল্লেখিত ব্যবস্থা পালন না করে, তত দিবস তাহার পশ্চাতে নামাজ ও জানাজা পড়া ও তাহার দ্বারা কোরবাণী করা জায়েজ নহে। আর হারাম জানিয়া করিয়া থাকিলে তাহার পশ্চাতে, নামাজ না পড়িয়া অন্য জুমা ঘরে নামাজ পড়িলে, কোন গোনাহ হইবে না। এইরূপ জবরদস্তি করিয়া নেকাহ পড়ানেওয়ালাদের কেহ মরিয়া থাকিলে,

দেখিতে হইবে, যদি হালাল জানিয়া করিয়া থাকে, তবে তাহার জানাজা পড়া নাজায়েজ শরিক হইলে গোনাহ্ হইবে না কিন্তু আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিবে না।

৬৫। প্রশ্ন — ওয়াক্তিয়া না পড়িয়া কেবল জুমা পড়ার কোন অপরাধ আছে কি?

উত্তর — কোন অপরাধ নাই, কিন্তু ওয়াক্তিয়া না পড়ার জন্য দোজখে আজাব লইতে হইবে।

৬৬। প্রশ্ন — যদি কেহ সুদ হালাল জানে ও একটি ব্যবসায় বলিয়া মনে করে এবং বিরক্ত হইয়া বলে যে আলেমগণের সুদ নিষেধ করার জন্য মুছলমানগণের উন্নতি হইতেছে না তবে কি হইবে?

উত্তর — আল্লাতায়ালা উহা হারাম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সুদে মাল ধ্বংস করিয়া দেয় এবং পরীক্ষায় ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কাজেই উপরোক্ত প্রকার মতধারী কাফের হইয়া যাইবে, তাহার পক্ষে তওবা, তজদিদে ইমান ও নেকাহ্ দোহরান ওয়াজেব হইবে।

৬৭। প্রশ্ন — পর্দা লইয়া পিতা পুত্রের মধ্যে কলহ হওয়ায় পিতা ছেলের শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিল যে ফলানার মেয়েকে কি করিয়া যাবি যা। তখন ছেলে কয়েক জনের সাক্ষাতে বলিল, ওকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে ১/২/৩ তালাক দিলাম, দিলাম ওকে আমার উপর হারাম করিয়া দিলাম, দিলাম, দিলাম, ইহাতে কি হইবে?

উত্তর — ইহাতে উক্ত স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইবে।

৬৮। প্রশ্ন — তিন তালাক দেওয়ার পরে মেয়ের পিতা তালাকনামা রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মেয়েকে বিবাহ দিয়া দিলে, শরিয়ত অনুসারে পিতার কোন গোনাহ হইবে কিনা?

উত্তর — উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ থাকিলে শরিয়ত অনুসারে কোন গোনাহ হইবে না।

৬৯। প্রশ্ন — তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে প্রথম স্বামী লইতে পারে কিনা?

উত্তর — এদ্দত অন্তে দ্বিতীয় স্বামী নেকাহ করিয়া মরিয়া যাইবে কিম্বা তালাক দিবে, তৎপরে এই মৃত্যু কিম্বা তালাকের এদ্দত গত হইবে, পরে প্রথম স্বামীর পক্ষে উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করা হালাল হইবে। ইহাকে

তহলীল বলা হয়। যদি প্রথম স্বামী দ্বিতীয় স্বামীর সহিত চুক্তি করিয়া এই নেকাহ করিতে ও তালাক দিতে উৎসাহিত করে, তবে ইহা মকরূহ হইবে। হজরত নবি (ছাঃ) এইরূপ তহলীল কারিকে ও যাহার জন্য সে তহলীল করিয়া দেয়, উভয়ের প্রতি লানত দিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে উক্ত স্ত্রীলোক প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইয়া যাইবে।

৭০। প্রশ্ন — যদি দেশেস্থ মোড়ল মাতব্বরগণ কন্যার পিতাকে এইরূপ লানতের যোগ্য কার্য্য করিতে নারাজ হওয়ার জন্য জুলুম করেন তবে, কি হইবে?

উত্তর — এস্থলে জুলুম করিলে, কঠিন গোনাহগার হইবে।

৭১। প্রশ্ন — কেহ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া কোন মৌলবীর নিকট বিবিকে পুনরায় লওয়ার প্রস্তাব করায় তিনি বলেন যে, তুমি বল আমি বলিয়াছি, তিন তালাক দিব, এইরূপ মিথ্যা কথা শিক্ষা দিয়া কিছু টাকার লোভে জইফ রেওয়াএত পেশ করিয়া উক্ত বিবিকে হালাল করিয়া দেন, ইহার ব্যবস্থা কি হইবে?

উত্তর — হজরত নবি (ছঃ) এইরূপ আলেমদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, শেষ যুগে একদল এইরূপ আলেম হইবে যে, তাহারা আছমানের নীচে সবচেয়ে মন্দ জীব হইবে। আল্লাহতায়ালা ইহাদের শানে বলিয়াছেন ইহারা কেতাব বহনকারী গর্দ্দভের তুল্য।

মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাতের ১/২১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"প্রত্যেক ফেরকার ধর্ম্ম ভয় বর্জ্জিত আলেমগণ দীনের দস্যু তাহাদের সংগ হইতে দূরে থাকা ওয়াজেব। দীন ইছলামে যে সমস্ত ফেতনা ফাছাদ প্রকাশিত হয়, তাহা ইহাদের অনিষ্টের ফল। ইহারা দুনইয়ার সামান্য টাকা কড়ির লোভে পরকালকে নষ্ট করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি ইবলিছকে স্বপ্নযোগে শান্তিসহ বসিয়া থাকিতে এবং গোমরাহকারী কার্য্য হইতে হস্ত সঙ্কোচ করিয়া রহিতে দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতে ইবলিছ বলিয়াছিল, এই জামানার মন্দ আলেমগণ আমার ভ্রান্ত করার কার্য্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

৭২। প্রশ্ন — তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোক কোন স্থানে থাকিয়া এদ্দত পালন করিবে?

উত্তর — যে স্থানে সেই স্ত্রীলোকটি থাকিত, তথায় থাকিয়া এদ্দত পালন করিতে হইবে, তাহার পক্ষে তথা হইতে বাহিরে যাওয়া জায়েজ হইবে না। কিন্তু যদি ঘরটি ভাঙ্গিয়া পড়ার ও মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, কিম্বা ভাড়া করা ঘরের ভাড়া সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে বাহিরে যাওয়া জায়েজ হইবে জরুরত ব্যতীত বাহিরে যাওয়া জায়েজ হইবে না, এমন কি যদি বাড়ীর প্রাঙ্গণে বেগানা লোকেরা অবস্থিত করে তবে তাহার পক্ষে প্রাঙ্গনে বাহির হওয়া জায়েজ হইবে না গৃহের বাহির প্রাঙ্গণে যদি বেগানা লোক না থাকে তবে তথায় বাহির হওয়া জায়েজ হইবে। এদ্দত অবস্থায় জিনত ত্যাগ করা জরুরী নিজের আত্মীয়গণের কিম্বা স্বামীর আত্মীয়গণের অন্য লোকেদের বাটীতে শরিয়ত সঙ্গত জরুরত ব্যতীত গমণ করা জায়েজ নহে। ইহা নহরোল-ফায়েক, তবইন ইত্যাদিতে আছে। মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষবি ১/৩২ পৃষ্ঠা যদি নিতান্ত জরুতের জন্য তথায় থাকিতে না পারে তবে উহার নিকটস্থ কোন গৃহে থাকিবে ইহা দোরোল মোখতারে আছে।

রদ্দোল-মোহতারের ৩/ ৬৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, নাবালেগা ও উন্মাদিনী স্ত্রী লোককে তালাক দেওয়া হইলে, তাহাদের গৃহের মধ্যে থাকা জরুরী হইবে না।

জওহারা কেতাবে আছে, যদি এক তালাক রজয়ী দিয়া থাকে, তবে উক্ত প্রকার হুকুম হইবে। আর তালাক বাএন দিয় থাকিলে উক্ত-স্বামী এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের মধ্যে (প্রাচীর বেড়া ইত্যাদির) অন্তরাল থাকা জরুরী কিন্তু যদি স্বামী ফাছেক হয় তবে সেই স্ত্রীলোক সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে (অন্যত্রে থাকিবে)। ইহাতে বুঝা যায় যে, তালাক রজয়ি প্রাপ্তা স্ত্রীলোক গৃহ হইতে বাহির হইবে না। কেননা ইহাতে উভয়ের মধ্যে নেকাহ সম্বন্ধ বাকি থাকে। আরও যদি স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করে তবে রুজু করা হইবে।

আলমগিরি ২/১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক কিম্বা এক তালাক বাএন দেয় এবং তাহার কেবলমাত্র একখানা ঘর থাকে, তবে উভয়েক মধ্যে অন্তরাল স্থাপন করা জরুরী যেন তাহার এবং উক্ত আজনবি স্ত্রীলোকের মধ্যে নির্জ্জনবাস না ঘটে। আর যদি স্বামী ফাছেক হয় এবং তদ্দ্বারা উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত জেনার (ব্যভিচারের) আশঙ্কা থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি তথা হইতে বাহির হইয়া অন্য

গৃহে থাকিবে। আর যদি স্বামী নিজে উক্ত গৃহে ত্যাগ করতঃ অন্যত্রে থাকে, তবে সমধিক উত্তম হইবে। আর যদি শরিয়তের কাজি ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত অন্য এরূপ একটি বিশ্বাসী আজাদ স্ত্রীলোক নিয়োজিত করিবে, যে উভয়কে পৃথক ভাবে রাখিতে সক্ষম হয়, ইহা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, ইহা মুহিতে আছে।" শামীর উক্ত খণ্ডে উক্ত পৃষ্ঠাতে আছে ঃ-

"স্বামী মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, সেই স্ত্রীলোকটি রাত্রিকালে ও দিবসে গৃহের বাহিরে যাইতে পারে, কিন্তু রাত্রির অধিকাংশ সময়ে নিজের অবস্থিতি স্থানে থাকিবে, কেননা তাহার খোরপোষের ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়া থাকে, এইহেতু গৃহ হইতে বাহির হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। এমনকি যদি তাহার খোরপোষের পরিমাণ জিনিষ মওজুত থাকে, তবে সে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবে, তাহার পক্ষে বাহিরে যাওয়া হালাল হইবে না, ইহা ফৎহোল-কাদীরে আছে।

৭৩। প্রশ্ন — গিবতকারী মিথ্যা অপবাদকারী, স্বজাতির মান ইজ্জত খর্ব্বকারী ও মিথ্যাবাদী আলেমের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি হইবে? তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা শরিয়তের আদেশ?

উত্তর — এইরূপ ব্যক্তির পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি ও অন্যান্য ফাছেকদের সহিত যেরূপ মেলামেশা ও ছালাম নিষিদ্ধ, ইহার সহিত সেইরূপ ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে।

৭৪। প্রশ্ন — যাহারা শরিয়ত অমান্য করে চুরি করে সুদ খায় বা এইরূপ কোন হারাম পেশা অবলম্বন করে, হেদায়াত উদ্দেশ্যে তাহাদের বাড়ীতে ওয়াজ করা ও আহার করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — শরিয়ত অমান্যকারী বা উল্লেখিত প্রকার প্রকাষ্য ফাছেকের বাড়ীতে ওয়াজ করা জায়েজ, কিন্তু যত দিবস তাহাদের তওবা খালেছ হওয়ার কথা লোক সমাজে প্রকাশিত না হয় এবং উহার প্রতি লোকদের বিশ্বাস না জন্মে ততদিবস তাহাদের বাটীতে আহার করা নিষিদ্ধ, ইহা তফছিরে-আজিজি ও গায়াতোলআওতারে আছে।

আলমগিরি, ৫/৩৮৩ পৃষ্ঠায় পুরাতন ছাপা শামী, ৫/৩৮২ পৃষ্ঠায় তাহতাবির ৪/১৯৫ পৃষ্ঠায় ও ফাতওয়ার ছেরা জিয়া, ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

"মোলতাকাৎ প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন, জরুরত ব্যতীত প্রসিদ্ধ নেতা ব্যক্তির পক্ষে বাতীল মতবলম্বী ও ফাছেক ব্যক্তির সহিত মিলন (পানাহার বিবাহ শাদী) মকরূহ (তহরিমি) কেননা এই মিলন তাহার (বদ) কার্য্যকে লোকদের মধ্যে প্রবল প্রতিপন্ন করে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, সুদখোর প্রভৃতি ফাছেকের সংশ্রব ত্যাগ করা আলেম, পীর, হাজি ও পরহেজগার প্রভৃতি সমাজের নেতৃগণের পক্ষে ওয়াজেব।

৭৫। প্রশ্ন — কোন গ্রামে একটি কল্পিত পীরের দয়গা ছিল, সেখানে অজ্ঞ নর নারীর মান্নতাদি করিত। উক্ত গ্রামের একজন ধর্ম্মপরায়ণ পরহেজগার লোকের চেষ্টায় উক্ত দূর্গা ভাঙ্গিয়া সেখানে ঈদগাহ নির্মাণ করিয়া সেখানে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুই ঈদের নামাজ পাঠ করা হইত। তারপর সেই দীনদার লোকটি মারা যাওয়ায় পুনরায় সেই ঈদগাহে অজ্ঞ নর-নারীর মান্নতাদী করা শুরু করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা উহা জানিয়াও প্রতিকার করে না, এক্ষণে উক্ত ইদ্‌গাহে ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইবে, কিন্তু তথাকার লোকদিগের পক্ষে উক্ত শেরেক মূলক কার্য্য রহিত করার চেষ্টা করা সাধ্যনুসারে ওয়াজেব হইবে।

৭৬। প্রশ্ন — স্বামীর এমামতে স্ত্রীর নামাজ জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রী পশ্চাতের সারীতে দাঁড়াইবে। যদি স্ত্রী স্বামীর একসারীতে দাঁড়ায় ও স্বামী তাঁহার এমামতে নিয়ত করে তবে স্বামীর নামাজ নষ্ট হইবে।

৭৭। প্রশ্ন — জনাব নবি (ছাঃ) নিজের জীবনে গরুর গোশত ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি? ইহার কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তর — কোরাণ শরীফের ছুরা আনআমে আছে ঃ—

كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان . انه لكم عدو مبين . ثمانية ازوازمن الضان اثنين ومن المعزاثنين .(الى) ومن الابل اثنين ومن البقراثنين الخ

"আল্লাহ যাহা তোমাদিগকে জীবিকা প্রদান করিয়াছেন, তোমরা উহা ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদচিহ্নগুলির অনুসরণ করিওনা নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। উহা আটটি (পশু) ছাগল হইতে দুইটি (পুরুষ ও স্ত্রী) মেষ হইতে দুইটি ঃ–

উষ্ট্র হইতে দুইটি এবং গরু হইতে দুইটি ঃ–

উপরোক্ত আয়েতে আল্লাহ গরুর গোশত ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কোরান শরিফের ছুরা হজ্জে আছে ঃ–

والبدن جعلنها لكم من شعائرالله . لكم فيها خير فاذكرواسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر

"এবং উষ্ট্র ও গরু সকলকে তোমাদের জন্য আল্লাহতয়ালার নিদর্শন সমূহ স্থির করিয়াছি, তোমাদের জন্য উহাতে কল্যাণ আছে। তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ কর, তৎপরে যখন তৎসমস্ত পার্শ্বের উপর পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহার কিছু অংশ ভক্ষণ কর এবং অল্পে তুষ্ট হও ও ভিক্ষুককে ভক্ষণ করাও।"

উপরোক্ত আয়েতে আল্লাহ কোরবানী কৃত উট ও গরুর গোস্ত ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। হজরত নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করিয়া জবাহ করা ও কোরবানী করা গরুর গোশত ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

হজরত (ছাঃ) মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া গরু জবাহ করিয়াছিলেন এবং বকরাঈদে গরু কোরবানী করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উহার গোশ্‌ত ও ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ছহিহ মোছলেমে আছে ঃ–

قالت اتى النبى صلى الله عليه و سلم بلحم بقر فقيل

هذا ما صدق و به على برية فقال حولها صدقة ولنا هدية ⁂

"আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন নবী (ছাঃ) এর নিকট গো-গোশত আনয়ন করা হইয়াছিল ইহাতে বলা হইয়াছিল, ইহা বরিরা (নাম্নী দাসী) -কে ছদকা দেওয়া হইয়াছে। তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেন, উহা তাহার জন্য ছদকা এবং আমাদের জন্য তোহফা।"

ইহাতেই বুঝা যায় যে, হজরত গো-গোশ্ত খাইয়াছিলেন। আরবের সমস্ত খাদ্য সামগ্রী হজরত খাইয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্ট দলীল না থাকিলেও নিশ্চয় উহা খাইয়াছিলেন, যেরূপ বুঝা যায়, গো-গোশ্তের ঐরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

৭৮। প্রশ্ন — যে ব্যক্তি এক সঙ্গে এক মাতার গর্ভজাত ২টি সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করে, তাহার দাওত কবুল করা বা তাহার সঙ্গে মেলা মেশা করা অথবা সমাজ করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — নাজায়েজ হইবে।

৭৯। প্রশ্ন — যদি কোন স্ত্রী লোক জামাতা কর্তৃক গর্ভপতি হয়, তবে উভয়ের প্রতি শরিয়তের কি ব্যবস্থা হইবে? জামাতা তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া শাশুড়িকে নেকাহ করিতে পারে কি না?

উত্তর — উক্ত জামাতার স্ত্রী তাহার উপর হারাম হইয়া যাইবে আর শাশুড়ী চিরকালেই হারাম, তাহার সহিত নেকাহ করা জায়েজ হইবে না।

৮০। প্রশ্ন — শেরেক বেদাতকারী, গান-বাদ্যকারী বা উহা জায়েজকারী বেশ্যার মাল হালাল কারী আলেমের এমামত্বে নামাজ পড়া বা তাহাকে ছালাম করা কি?

উত্তর — যে ব্যক্তি শেরেক করে বা কাৎয়ী হারামকে হালাল জানে তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা জায়েজ নহে। শেরেক কোফর ব্যতীত অন্য প্রকার বেদয়াত করিলে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি। এইরূপ লোককে ছালাম করা নিষিদ্ধ।

৮১। প্রশ্ন — একজন লোক নিজের স্ত্রীকে তালাক দিল, কয়েকজন লোকের সাক্ষাতে সাদা কাগজে তালাক নামা লিখিয়া দিল, এক দুই বৎসর অন্তে একজন মুনশী অন্য লোকের সহিত উক্ত স্ত্রীলোকের নেকাহ পড়াইয়া দিল, ইহাতে অন্য একজন মুনশী ও একজন মাতব্বর তাহার স্বামীকে ফুসলাইয়া কোর্টে কন্যার পিতা, সাক্ষীদ্বয় উকিল ও মোল্লার নামে ফৌজদারীদায়ের করিল শেষোক্ত মুনশী উক্ত মোল্লার নেকাহ ফছক হওয়ায় তাহার পাছে নামাজ নাজায়েজ হওয়ায় ও তাহাকে সমাজতচ্যুত করার ফৎওয়া দিল। এক্ষণে কন্যার পিতা বিপদ বুঝিয়া জামাতাকে ২০০ টাকা দিয়া কোর্ট হইতে তালাক নামা লিখিয়া লইল এক্ষণে ব্যবস্থা কি হইবে।

উত্তর — নেকাহ পড়ানেওয়ালা মুনশীর নেকাহ ভঙ্গ হয় নাই, তাহার পাছে নামাজ পড়া অবাধে জায়েজ হইবে, তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে না, কুমন্ত্রনা দাতা মুনশী ও মাতব্বর গোনাহ কবিরা করিয়াছে, উক্ত কুমন্ত্রনাদাতা মুনশীর পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে। জামাতা ২০০ টাকা লইয়া ঘুষখাওয়ার গোনাহতে লিপ্ত হইয়াছে, উহা লওয়া হারাম হইয়াছে, হজরত (ছাঃ) ঘুযখোরের উপর লা'নাত দিয়াছেন, যতক্ষণ উক্ত ঘুষের টাকা পূর্ব্ব শ্বশুরকে ফেরত না দিবে, তাহার তওবা আল্লাহ তায়ালার নিকট মকবুল হইবে না।

৮২। প্রশ্ন — হিন্দুদের জেয়াফত খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — হিন্দুদের পূজাপর্ব্বের দিবস তাহাদের উপহার গ্রহণ ও জেয়াফত কবুল করা একেবারে নাজেজ, ইহা জখিরা, ফছুল, তাতারখানিয়া ও মুহিতে আছে। (১৫ পৃষ্ঠা)

আর যদি শাদীগমিতে জেয়াফত করে, এক্ষেত্রে যদি দাওতের মজলিশে সঙ্গীত, বাদ্য পুতুল পূজা, মদপান, কোফর শেরেকমূলক কার্য্য ও হারাম কার্য্য হইতে থাকে, তবে তথার উপস্থিত হওয়া জায়জ নহে, উপস্থিত হইলে তওবা করা লাজেম হইবে।

আর যদি উপরোক্ত প্রকার কোন কার্য্য না থাকে, তবে খাজানাতোর রেওয়াতে আছে, মুফিদোল মোস্তাফিদ কেতাবে ওয়াকেয়াত হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জিম্মিকাফেরদের জেয়াফতে গমণ করতে কোন দোষ নাই, এইরূপ

(এমাম) মোহাম্মদ বলিয়াছেন কিন্তু নাওয়াজেলে ইহার বিপরীত রেওয়ায়েত উল্লিখিত হইয়াছে কেননা (এমাম) মোহাম্মদ উহাতে উক্ত জেয়াফত মকরুহ বলিয়াছেন।

মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি, ১/২০৭/২০৮ পৃষ্ঠা।

পাঠক, হেদায়েতে আছে, এমাম মোহাম্মদ নাজায়েজ বিষয়কে মকরুহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

আরও আশবাহ-অন্নাজায়েরে আছে ঃ–

☆ از اختلف في الحلة و الحرمة فا تغبلة لحرمة ☆

"যদি হালাল ও হারামে মতভেদ হয়, তবে হারামের হুকুম বলবৎ হইবে।"

এই হিসোবে হিন্দুদের জেয়াফত কবুল নাজায়েজ হওয়ার মত বলবৎ হইবে।

৮৩। প্রশ্ন – পিতা, কন্যার তালাক নামা তাহার স্বামীর নিকট হইতে লিখিয়া লইল যে, আমার জামাতা অনেক দিবস পূর্ব্বে মৌখিক তালাক দিয়াছে। কন্যার শশুর বলিল, ইহা মিথ্যা কথা আবার বলিল, হাঁ সত্য কথা। গ্রামবাসীরা শ্বশুরের শেষ কথা অবিশ্বাস করিল, কিন্তু পিতা মোল্লাকে ডাকিয়া বিবাহ পড়াইয়া দিল, অবশেষে তাহার স্বামী হলফ করিয়া বলিল, আমি পূর্ব্বে তালাক দেয় নাই, ইহাতে কি হইবে?

উত্তর – উক্ত নেকাহ জায়েজ হয় নাই, সাক্ষী দ্বয়, উকিল মোল্লা ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই মছলায় লিখিয়াছি।

৮৪। প্রশ্ন — মিথ্যাবাদী, গিবতকারি, মিথ্যা অপবাদকারী, হিংসাকারী, অথবা স্বজাতিদিগের মান ইজ্জত খর্ব্বকারিদের এবাদাত বন্দিগী কবুল হইবে কিনা?

উত্তর – এইরূপ লোকেরা এবাদাত বন্দিগী করিলেও উক্ত গোনাহ কবিরা গুলির জন্য আজাব ভোগ করিবে, আজাবের মেয়াদ শেষ হইলে, নাজাৎ পাইবে, কাজেই তাহাদের এবাদত বন্দিগী মকবুল হইল না বলিতে হইবে না।

৮৫। প্রশ্ন – হিন্দু বেশ্যা মুছলমান হইলে, তাহার বেশ্যাবৃত্তির মান ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — মাওলানা আশরাফ আলি খানাবী ছাহেব এমদাদোল ফাতাওয়ায় ২য় খণ্ডের ১৬৪/১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

৮৬। প্রশ্ন — একটি বেশ্যা পুত্র মুছলমান হইয়া চাকরি ও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ছিল, তাহার সে সুদ সারাব ও বেশ্যাবৃত্তির সঞ্চিত টাকা হইতে ঘর-বাড়ী ও জায়েদাদ সঞ্চয় করিয়া ছিলে, তৎসমস্ত মছজেদ, কুয়া মাদ্রাছা, আলেমদিগের খেদমত ও হজ্জ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারে কিনা? নবি (ছাঃ) এর জামানায় তাহার তুল্য লোকেরা মুছলমান হইত, তাহাদের অর্থ হজরত (ছাঃ) কি করিতেন?

উত্তর — দোরোল মোখতারের রেওয়াএতে ও রদ্দোল-মোহতারে কারণ উল্লেখে এই সম্বন্ধে ব্যাপক নিয়ম বুঝা যাইতেছে যে, কাফেরেরা যে কার্য্যকে নিজেদের মোয়াফেক (অনুমোদিত) বুঝিয়া থাকে, তাহার উক্ত কার্য্য দ্বারা অর্জিত টাকা কড়ির স্বত্ত্বাধিকারী হইবে। আর যে কার্য্য তাহাদের ধর্ম্মের বিপরীত হয় উক্ত কার্য্যে সঞ্চিত টাকা কড়ির স্বত্ত্বাধিকারী হইবে না। আর ইহা সতঃসিদ্ধ যে জেনা (ব্যভিচার) ও সুদকে সকলেই মন্দ জানিয়া থাকে, এই হেতু বেশ্যাবৃত্তি ও সুদের উপার্জ্জিত অর্থ প্রত্যেক অবস্থাতে হারাম। দোরোল-মোখতারের দ্বিতীয় রেওয়াএতে বুঝা যায় যে এইরূপ ব্যাপক অর্থগুলি নিজেদের দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মরণাপন্ন দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে, ছওয়াব লাভের নিয়তি ছওয়াবের কার্য্যে উহা ব্যয় করিবে না।

ছহিহ-বোখাবির এত অধ্যায়ে হইয়াছে ঃ—

و كان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم و اخذ اموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم . اما الاسلام فاقبل و اما المال فلست منه شئي ☆

"মগিরা জাহেলীয়াতের জামানাতে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

ইনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি উপস্থিত হইয়া মুছলমান হইয়া গেলেন। ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, ইছলাম কবুল করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তুমি (উক্ত) অর্থ সম্পদের স্বত্বাধিকারী হইতে পার না।

ছহিহ বোখারির উক্ত রেওয়াএতে বুঝা যায়, যে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নব ইছলামধারিদের জন্য উক্ত হারাম অর্থ হালাল স্থির করেন নাই। আরও কোরান শরিফের --

و روا ما بقي من الربوا ☆

" আরও তোমার সুদের যাহা বাকি আছে, ত্যাগ কর"। এই সুদ সংক্রান্ত আয়তে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কেননা এই আয়তের লক্ষ্যস্থল নব ইছলামধারিগণ ছিলেন, তাহাদের সুদের কারবার ইছলামের পূর্ব্বে জাহেলিয়াতের জামানাতে ছিল, ইহা সত্তেও আল্লাহতায়ালা (ইছলামের পরে) উক্ত বকেয়া সুদের মালকে হারাম করিয়াছেন।

আরও তিনি ফাতাওয়ায় এমদাদিয়াতে লিখিয়াছেন বেশ্যা হিন্দু হইলে তাহার মুছলমান হওয়ার পরে বেশ্যাবৃত্তিতে উপার্জ্জিত মালগুলি হারাম হইয়া যাইবে, যেহেতু উহা সকলের মতে হারাম।

৮৭। প্রশ্ন — 'শুভ ইচ্ছা ও সুখ' নামক একখানা বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে ইহাতে লিখিত আছে আট আনা ডাক যোগে লটারি অফিসে পাঠাইলে পাঁচখানা ফর্ম পাইবে, উহা পাঁচজনকে বিলি করিবে, — ইহাতে সাত হাজার আট শত বার টাকা আট আনা পাওয়া সম্ভবপর। এই কার্য্যে জায়েজ কিনা?

উত্তর — এইরূপ কার্য্য জুয়া সুতরাং হারাম উক্ত টাকা পাইলে সুদ হইবে। ইহা বীমার তুল্য। মুছলমানগণ এইরূপ হারাম কার্য্য করিয়া যেন পরকাল নষ্ট না করেন।

৮৮। প্রশ্ন — কট বন্দকের প্রথানুসারে কিছু টাকা দিয়া কিছু জমির উপর উপসত্ত্ব ভোগ করা হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে জমির মালিককে খাজনা দিলে, উক্ত উপসত্ত্ব ভোগ করা হালাল হইবে কি?

উত্তর — জমির খাজনা জমির অধিকারী দিতে বাধ্য, রেহেন গৃহীতা উহা দিলেও উহার উপসত্ত্ব ভোগ করা হালাল হইবে না। ইহার বিস্তারিত বিবরণ

মৎপ্রণীত এবতালোল-বাতেল কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

৮৯। প্রশ্ন — এক ব্যক্তি ৫০ টাকায় কট বন্ধক রাখিল, টাকা আদায় কালে ৪০ টাকা লইলে বন্ধকের উপসত্ত ভোগ হালাল হইবে কি?

উত্তর — না, হালাল হইবে না।

৯০। প্রশ্ন — খাইখালাসী জমি রাখিলে, যদি খাজনা আদায়ের ভার খাইখালাসী গৃহীতার উপর না থাকে, তবে জমিদারের বাকী খাজনাতে জমি নীলাম হওয়ার আশঙ্কা আছে, এক্ষেত্রে কি করিতে হইবে?

উত্তর — যে পরিমাণ টাকার যে কয়েক বৎসরের খাইখালাসি লওয়া হয় সেই মবলগ টাকা হইতে সেই কয়েক বৎসরের খাজনা পরিমাণ টাকা গৃহীতার নেক আমানত থাকিবে, গৃহীতা উহা এককালীন বা সন সন মালিককে দিবে, ইহাতে উক্ত আশঙ্কা তিরোহিত হইবে।

৯১। প্রশ্ন — একজন লোক তিনজন সাক্ষীর সম্মুখে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, কয়েক দিবস পরে স্থানীয় আলেমগণের সাক্ষাতে উক্ত তিন জবানবন্দী গৃহীত হয়, তাহারা তাহার তিন তালাক দেওয়ার কথা প্রকাশ করে। তাহাদের জবানবন্দী লিখিত হয় ও উহাতে তিনজনের নাম স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হয়। আলেমগণ তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া প্রকাশ করেন। পুনরায় অন্য সময় আলেমগণ সেই তিন সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়া তিন তালাক হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। বর্ত্তমানে সাক্ষীত্রয় তালাকদাতার অনুরোধে বলিতেছে যে, আমরা শুনিয়াছিলাম, সে তালাক দিতে চাহিয়াছিল, তালাক দেয় নাই, ইহার কি ব্যবস্থা?

উত্তর — একবার ফৎওয়া দাতাগণের সাক্ষাতে স্বীকার করার জন্য তাঁহারা তিন তালাক হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, পরে সাক্ষিগণ অস্বীকার করিলে, ইহা গ্রহণীয় হইবে না, উপরোক্ত ক্ষেত্রে তিন তালাক হইয়া যাইবে, ইহা রদ্দোল-মোহতার ইত্যাদি কেতাবে আছে।

৯২। প্রশ্ন — যদি গো-মাংসের ঢেরিতে চিলে একটুক্‌রা শূকর মাংস ফেলিয়া দেয়, তবে কি হইবে?

উত্তর — আলমগিরিতে তাতার খানিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে যদি কোন মুসলমান সংবাদ দেয় যে হালাল গোশ্‌তের সহিত শূকরের গোশত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তবে উক্ত গোশত খাওয়া জায়েজ হইবে না।

পাঠক, ইহা উক্ত সময়ের ব্যবস্থা যে ক্ষেত্রে উক্ত শূকরের মাংস পৃথক করিয়া ফেলা না হয়। আর যদি পৃথক করিয়া ফেলা হয়, তবে উহার ব্যবস্থা রদ্দোল-মহতারের ৫ম খণ্ডে (مسائل شتى) এর অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে। হালাল জবেহ্ করায় গোশতের সহিত মৃত পশুর গোশত মিশ্রিত হইয়া গেলে, যদি অধিকাংশ হালাল হয়, তবে অনুমান করিয়া হারাম গোশত বাহির করিয়া ফেলিয়া বাকীগুলি খাওয়া হালাল হইবে। আর যদি অধিকাংশ হারাম গোশত হয়, তবে হালাল ও হারাম গোশতের মধ্যে প্রভেদ করার সুযোগ থাকিলে, প্রভেদ করিয়া ফেলিয়া হালালগুলি ভক্ষণ করিবে, আর প্রভেদ করার সুযোগ না থাকিলে উহা খাওয়া হারাম হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যে মাংস জবেহ্ করা জীবের গোশত পানিতে ডুবিয়া যায়, আর মরা জীবের গোস্ত পানিতে ভাসিতে থাকে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, জবাহ করা পশুর শিরাতে রক্ত থাকে না, আর মরা পশুর শিরাতে জমাট রক্ত থাকে।

উক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে শূকরের গোশত পানিতে ভাসিতে থাকে যেহেতু উহা জবাহ করা হয় না। এইভাবে হালাল ও হারামে প্রভেদ করিয়া লইবে।

৯৩। প্রশ্ন — শুক্রবারে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোনও নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — জোমার দিবস দ্বিপ্রহরের সময় নফল পড়া জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন যে, জায়েজ হইবে। এমাম শাফেয়ীর মছনদে এতৎসম্বন্ধে একটি হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। আশবাহ কেতাবে এই মতটি ছহিহ ও বিশ্বাস যোগ্য বলা হইয়াছে। এবনো আমিরহাজ্জ লিখিয়াছেন, হাবি কেতাবে এই মতটির ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে এবনোল হোমাম এই মতটির ফৎওয়া গ্রাহ্য বলা হইয়াছে এবনোল হোমাম এই মতটির সমর্থন করিয়াছেন।

বাহরোর রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন উক্ত হাদিছটি 'মোনকাতা' (জইফ) আল্লামী শামী লিখিয়াছেন, এবনো হাজার উক্ত হাদিছটি মোনকাতা বলিয়াছেন, সমস্ত মত ও টীকার জোমার দিবস উক্ত সময় নফল পড়িতে নিষেধ করা

হইয়াছে। মলাইরার টীকা ও এমদাদ কেতাবে এবনোল হোমামের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। ছহিহ মোছলেমের হাদিছে যখন উক্ত সময়ে নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে, তখন জইফ হাদিছ উহার সমকক্ষ হইতে পারে না, এইহেতু হানাফি বিদ্বানগণ উক্ত সময়ে তাহাইয়াতোল অজু তাহাইয়াতোল মছজেদ ও তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। 'বাদায়ে' কেতাবে আছে যে, নিষেধের মশহুর হাদিছের বিপরীতে এমাম শাফেয়ির উল্লিখিত জইফ হাদিছ গ্রহণীয় হইতে পারে না। বাহরোর-রায়েক, ১/২৫০ শামি ১/২৭৩' ২৭৪ পৃষ্ঠা ওমারাকিল-ফালাহ ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯৪। প্রশ্ন — কলেরা ইত্যাদি মহামারী কালে ঢাক-ঢোলের উপর কোন আয়তে কোরান অথবা দোয়া লিখিয়া বাজান জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — জায়েজ হইবে না।

৯৫। প্রশ্ন — একজন এমাম ঈদের নামাজ পড়িয়া অন্য ময়দানে উপস্থিত হইয়া কেবল খোৎবা পাঠ করতঃ অন্য এমাম দ্বারা নামাজ পড়ান দোরস্ত হইবে কি না?

উত্তর — খোৎবা পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু জুমার অধ্যায়ে লিখিত আছে বিনা জরুরতে একজনের খোৎবা পাঠ ও অন্যের জুমা পড়া মকরুহ হইবে। এক্ষেত্রে যদি অন্য খোৎবা পাঠকারি এমামের অভাব হয়, তবে তাহার দ্বারা খোৎবা পড়াইবে, আর যদি দ্বিতীয় জামায়াতের এমাম খোৎবা পাঠ করিতে জানে, তবে সেই ব্যক্তিই খোৎবা পড়িয়া এমামত করিবে।

৯৬। প্রশ্ন — কাহারও স্ত্রী বেশ্যা হইয়া যায়, পরে তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দেয়, এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে হইলে, সেই তালাকের এদ্দত পালন করিতে বাধ্য হইবে, না বেশ্যা হওয়ার জন্য নেকাহ ফছখ হইয়া গিয়াছিল নূতন করিয়া তালাকের এদ্দত পালন করিতে হইবে না?

উত্তর — স্ত্রীলোক বেশ্যা হইয়া গেলে, নেকাহ ফছখ হয় না, কাজেই দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে গেলে প্রথম স্বামীর তালাকের এদ্দত পালন করিতে হইবে, এই এদ্দতের মধ্যে নেকাহ করা হারাম।

৯৭। প্রশ্ন — পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের অভিভাবকের ঋণ স্বেচ্ছায় পরিশোধ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করায় পাত্রীপক্ষ বিবাহ দিয়া দিল। এক্ষেত্রে ঐ ঋণ

পরিশোধ করাইয়া লওয়া পণের মধ্যে গণ্য হইবে কিনা?

উত্তর — হাঁ পণ ও হারাম হইবে।

৯৮। প্রশ্ন — এক ব্যক্তি একটি মুছলমান বেশ্যাকে তওবা করাইয়া তাহার সহিত নেকাহ করিয়াছিল, এখন সন্ধানে জানা গেল যে, তাহার পূর্ব্বস্বামী এই নেকাহ করার সময় জীবিত ছিল, উহার এক বৎসর পরে মারা গিয়াছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীর নেকাহ দোরস্ত হইয়াছিল কিনা? কোন সময় হইতে এদ্দত ধরিতে হইবে?

উত্তর — দ্বিতীয় স্বামীর নেকাহ জায়েজ হয় নাই, তাহার প্রথম স্বামীর মৃত্যু অন্তের মাস দশ দিবস এদ্দত হইবে। এদ্দত অন্তে দ্বিতীয় স্বামীর নেকাহ দোহরাতে হইবে।

৯৯। প্রশ্ন — এক ব্যক্তির একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে সে মানশা করিয়াছিল যে এই কন্যাটি বাঁচিয়া থাকিলে, বিবাহ কালে বর পক্ষের নিকট হইতে ২ টি খাসি, ২৫ সের চাউল ও অন্যান্য মসলা ইত্যাদি লইয়া আত্মীয়গণকে খাওয়াইবে। বিবাহ কালে কন্যার পিতা বর পক্ষের নিকট হইতে ঐ পরিমাণ জিনিষের দাম লইয়া খাওয়াইতে চাহে, উক্ত টাকাগুলি গ্রাম্য লোকদের গ্রহণ করা বা মছজেদ মাদ্রাছায় ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — উক্ত টাকাগুলি ঘুষ ও হারাম, পণের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্ত গ্রহণ, মছজেদ ও মাদ্রাছাতে ব্যয় করা নাজায়েজ। উক্ত টাকাগুলি দাতাকে ফেরত দিতে হইবে। তাহার উপর এইরূপ মানশা আদায় করা ওয়াজেব হইবে না।

১০০। প্রশ্ন — মছজিদের স্থানটি উহার জমিনের মালিক ওয়াক্‌ফ দলীল করিয়া না দিলে ওয়াক্‌ফ জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — জমিনের মালিক উহাতে মছজেদ প্রস্তুত করিয়া লোকদিগকে নামাজ পড়ার অনুমতি দিলে, কোন এমামের মতে অক্‌ফ হইয়া যাইবে। কোন এমাম বলেন, উহাতে একজন লোক নামাজ পড়িলে অক্‌ফ হইয়া যাইবে। কেহ বলেন জামায়াতের সহিত নামাজ পড়া হইলে, অক্‌ফ হইয়া যাইবে। অক্‌ফের দলীল রেজিষ্টারী করিয়া দেওয়া বা লিখিয়া দেওয়া কোন এমামের মতে শর্ত্ত নহে। অবশ্য দুনইয়ার হিসাবে দলীল রেজিষ্টারী করিয়া দেওয়া অতি উত্তম কার্য্য।

১০১। প্রশ্ন — কোন এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে কতক লোকের সন্দেহ হওয়ায় উক্ত মছজেদে অন্য এমাম স্থির না করিয়া সেই সব লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেই গ্রামে একটি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিল উহা মছজেদে জেরার হইবে কি না?

উত্তর — দুনইয়াবি কলহ মূলে অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিলে সেই মছজেদ মছজেদ-জেরারের হুকুম দাখিল হইবে। আর যদি এমাম অহাবী, শিয়া বা ফাছেক হয়, তবে সেই এমাম পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করিতে হইবে, যদি পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম হইয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করে, তবে উহা মছজেদে জেরার হইবে না। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে, দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিলে, প্রথম মছজেদ বিরান হইয়া যাইবে, তবে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ফাছেক এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়ে তবে নামাজ মকরুহ তহরিমি হইলেও একেবারে বাতীল হইবে না, ইচ্ছা করিলে সেই মছজেদে দ্বিতীয় পরহেজগারও যোগ্য এমাম স্থির করিয়া দ্বিতীয় জামায়াত করিতে পারিবে, কিন্তু ইহা অস্থায়ী ব্যবস্থা। এমাম পরিবর্ত্তন হইলে বা সংশোধিত হইলে, পুনরায় এক জামায়াতে নামাজ পড়িতে হইবে।

সামান্য সুতা ধরিয়া বা কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করার দুঃসাহস করিবে না ইহাতে পরিণামে মছজেদ বিরাণ করার মহা গোনাহতে লিপ্ত হইয়া দোজখের কীট হইতে হইবে।

১০২। প্রশ্ন — ওয়াকফ করা ঈদগাহে ঈদের নামাজ না পড়িয়া বিনা জরুরত মছজেদ ঈদ পড়া কি?

উত্তর — খেলাফে ছুন্নত ও মকরুহ হইবে।

১০৩। প্রশ্ন — স্ত্রী পুরুষ কয় বৎসর বয়সে বালেগা বালেগ হয়?

উত্তর — পুরুষ লোকের স্বপ্নদোষ (এহতেলাম) হইলে বা বীর্য্য স্খলিত হইলে অথবা তাহা কর্ত্তৃক কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে তাহাকে বালেগ ধরিতে হইবে। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ বা ঋতু অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলে, তাহাকে বালেগা ধরিতে হইবে। পুরুষ লোক ১২ বৎসরের কমে ও স্ত্রীলোক ৯ বৎসরের কমে বালেগ বালেগা হইতে পারে না। হেদায়া ও দোর্রেলি-মোখতার, কাফি কেতাবে লিখিত আছে যদি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রকাশিত না হয়, তবে ১৫ বৎসর বয়সে উভয়কে বালেগ ধরিতে হইবে।

ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। কেফায়া।

১০৪। প্রশ্ন — জমিনের মালিক তাহার অক্ফ করা জমিনে কোন ফলকর বৃক্ষ রোপণ করিয়া সেই বৃক্ষের ফল নিজের দাবি করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে কিনা? বা সেই জমিতে অন্য কোন প্রকার দাবি করিতে পারে কিনা? করিলে, সেই জমিনের মছজেদে জুমার নামাজ জায়েজ হইতে পারে কিনা?

উত্তর — এরূপ ক্ষেত্রে বৃক্ষের ফল অক্ফের শর্তানুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে, সে নিজে মালিক হিসাবে উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না, এইরূপ মালিক হিসাবে অন্য কোন প্রকার দাবি করিতে পারিবে না করিলে গোনাহগার হইবে, কিন্তু তথায় জুমার নামাজ জায়েজ হইবে।

১০৫। প্রশ্ন — কোন এমাম এমামত ইস্তাফা দিলে, যদি মোতাওয়াল্লী বা মুছল্লীগণের অন্য এমাম স্থির করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা শিথিলতা বশতঃ অন্য এমাম স্থির না করে, ইহাতে জুমার নামাজ রহিত হইয়া যায়, তবে উক্ত প্রথম এমাম গোনাহগার হইবে কিনা?

উত্তর — যদি সঙ্গত বা-জরুরি কারণে এমাম এমামত ত্যাগ করিয়া থাকে, আর কর্তৃপক্ষগণ দুই এক জুমা এমাম স্থির করিতে না পারে, তবে প্রথম এমামকে জুমা পড়াইতেই হইবে, কিন্তু যদি তাহারা অবহেলা করিয়া অধিক কাল অন্য এমাম স্থির না করে, অথচ তাহাদের অন্য এমাম স্থির করার ক্ষমতা থাকে, তবে এমাম গোনাহগার হইবে না, বরং কর্তৃপক্ষগণ গোনাহগার হইবে।

১০৬। প্রশ্ন — কোন মছজেদে জনৈক মৌলবি এমামতি করিতেন মোতাওয়াল্লি এমামের ব্যয় বহন করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। এক দিবস মোতাওয়াল্লীর সহিত কোন মুছল্লির এমাম লইয়া বচসা হয়। ইহাতে তাহার চাচা বলেন, গুণী-জ্ঞানী বিদ্বান লোকের নিকট মস্তক নত করিতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কুকুরের ন্যায় যার স্বভাব, আমি তাহার নিকট নত হইতে রাজি নহি। তখন মৌলবি ছাহেব এই কথায় বিকৃত অর্থ করিয়া বলিলেন, মোতায়াল্লি সকল মুছল্লিকে কুকুর ও আমার মছজেদ বলিয়াছে। মুছল্লিগণ তাঁহার কথায় প্রতারিত হইয়া মৌলবি ছাহেবের সঙ্গে এক মাইল দূরের মছজেদে জুমা পড়িতে লাগিলেন পরে উক্ত মছজেদের ১০০ হাত দূরে ঈদগাহ হের একটি খানকাতে পরে ১১৭ হাত দূরে একটি দহলিজে জুমা পড়িতে থাকেন। তৎপরে একজন বিদেশী মৌলবি আসিয়া উভয় দলকে

ডাকাইয়া মোতাওয়াল্লির ত্রুটি স্বীকার করাইয়া উভয় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া যান এখনও সেই মৌলবি আসিয়া উভয় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া যান, এখনও সেই মৌলবি ছাহেব কয়েকজন মুছল্লিকে ফুসলাইয়া সেই দহলিজে নামাজ পড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন এক্ষণে কোন্ মছজেদে নামাজ পড়িতে হইবে?

উত্তর — সকলকে পুরাতন মছজেদে নামাজ পড়িতে হইবে নূতন মছজেদে নামাজ পড়িলে গোনহ্‌গার হইবে ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত জরুরী মাছায়েলের ৩য় ভাগের র৪৫-৫০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে।

১০৭। প্রশ্ন — যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়া তালাক নামায় দস্তখত করিয়া বা-টিপ দিয়া ঐ তালাকনামা তাহার হাতে দিয়া অন্য গ্রামের বেগানা লোকের বাড়ীতে তাড়াইয়া দেয় ও ছয় মাস পরে তাহাকে বাড়ীতে আনে তবে কি হইবে?

উত্তর — যদি দুই তালাক রাজয়ি দিয়া থাকে বা কেবল দুই তালাক লিখিয়া থাকে, তবে এদ্দত অন্তে নেকাহ্ ফছখ হইয়া গিয়াছে। আর দুই তালাক বাএন দিয়া থাকিলে, তালাক দেওয়া মাত্র নেকাহ্ ফছখ হইয়া গিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে নেকাহ দোহরাইয়া তাহাকে লইতে পারিবে। বিনা নেকাহ তাহাকে গ্রহণ করা হারাম হইবে।

১০৯। প্রশ্ন — যদি কেহ নিজ স্ত্রীর বর্ত্তমানে তাহার পূর্ব স্বামীর পক্ষের কন্যার সহিত জেনা করে, তবে কি হইবে?

উত্তর — ইহাতে তাহার স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে।

১১০। প্রশ্ন — যদি মোক্তাদিগণ কোন এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে নারাজ থাকে এবং এমাম জোর করিয়া এমামতী করেন, তবে কি হইবে?

উত্তর — যদি সঙ্গত কারণে অধিকাংশ মোক্তাদী কোন এমামের পশ্চাতে এক্তেদা করিতে নারাজ থাকে তবে তাহার নামাজ কবুল হইবে না, ইহা হজরতের হাদিছে আছে। আর অসঙ্গত কারণে এইরূপ নারাজী হইলে, এমামের নামাজের কোন দোষ হইবে না।

১১১। প্রশ্ন —কোন আলেম বলেন, কোরবানীর তিন দিবস ব্যতীত গরুর গোশ্‌ত খাওয়া নাজায়েজ, ইহা সত্য কিনা?

উত্তর — উহা কোরান ও হাদিছের খেলাফ মত, প্রত্যেক সময় গরুর গোশ্‌ত খাওয়া জায়েজ।

১১২। প্রশ্ন — এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, কয় তালাক হয়?

উত্তর — চারি মজহাব, ছাহাবা, তাবেয়ি ও ছুন্নত-অল্ জামায়াতের মতে উহাতে তিন তালাক হয়, ইহার উপর ছুন্নত-অল্-জামায়াতের এজমা হইয়াছে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে।

১১৩। প্রশ্ন — পিতার বৈমাত্রেয়া ভগ্নীর নাৎনীকে নেকাহ্ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — ফুফাত ভগ্নী ও তাহার কন্যাকে নেকাহ করা জায়েজ।

১১৪। প্রশ্ন — কোন ব্যক্তির বিধবা কন্যা তাহার নাবালেগ পুত্র সহ তাহার বাটী আজীবন থাকিলে। তাহার উপর এতদুভয়ের ফেৎরা ও কোরবাণী দেওয়া-ওয়াজেব হইবে কিনা?

উত্তর — পিতা ছাহেব নেছাব হইলেও বিধবা কন্যা বা নাতীর পক্ষ হইতে ফেৎরা ও কোরবাণী দেওয়া তাহার উপর ওয়াজেব নহে অবশ্য দিলে, ছওয়াবের কার্য্য হইবে। যদি বিধবা কন্যা ছাহেবে নেছাব হয়। তবে তাহার উপর নিজের অর্থ ফেৎরা কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

১১৫। প্রশ্ন — তোষক ও গদী বিশিষ্ট নরম বিছানার উপর জায়নামাজ পাতিয়া নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উত্তর — যদি ছেজদা করা কালে ছেজদা স্থলটী শক্ত বোধ হয় তবে ছেজদা জায়েজ হইবে। আর যদি শক্ত না হইয়া ক্রমশঃ মাথা দাবিয়া যাইতে থাকে, তবে সেই ছেজদা জায়েজ হইবে না।

১১৬। প্রশ্ন — নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া আল্লাহকে ধ্যান করতঃ কেরাত পড়িয়া ছেজদা করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — চক্ষু মুদিয়া নামাজ পড়া মকরুহ, কিন্তু মন ঠিক করিবার জন্য এইরূপ করিলে, মকরুহ হইবে না।

১১৭। প্রশ্ন — চারিপায়া বিশিষ্ট খাটিয়া বা চৌকির উপর নামাজ পড়া জয়েজ কিনা?

উত্তর — জায়েজ।

১১৮। প্রশ্ন — বেশ্যাকে মোছলমান করিলে, তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ, অলঙ্কার ও স্থাবর সম্পত্তি হালাল হইবে কিনা?

উত্তর — হালাল হইবে না, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে ৮৫ নং মছলাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

১১৯। প্রশ্ন — বয়স্থ দেবরের সহিত বয়স্থা বড় ভাই 'বৌ'র হাস্য পরিহাস, কৌতুক ও একত্র বাস জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ নহে।

১২০। প্রশ্ন — যে স্বামী পূর্ব্বক নিজের স্ত্রীকে গান, বাজনা, থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখা ও বয়স্কা দেবরের সহিত বিদেশ বাস করা এইরূপ স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহার সহিত সমাজ করা জায়েজ হইবে কিনা? উক্ত স্বামীকে শরিয়তের আদেশ মত কি বলা যাইতে পারে?

উত্তর — এইরূপ স্বামী ফাছেক ও 'দাইউছ' নামে অভিহিত তাহার সঙ্গে সমাজ করা জায়েজ নহে।

১২১। প্রশ্ন — বিধবার সহিত কেহ জেনা করিলে যদি গর্ভ হওয়া প্রকাশ হয়, তবে সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ঐ জেনাকার পুরুষের সহিত তাহার নেকাহ দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ হইবে। দুইটি পুরুষ লোকের সাক্ষাতে উভয়ের ইজাব ও কবুল হইলে, নেকাহ হইয়া যাইবে।

১২২। প্রশ্ন — রংপুরে একজন বিদেশী আলেম ফৎওয়া দিয়া বেড়াইতেছেন যে, সুদখোর মরিয়া গেলে, তাহার পরিত্যক্ত টাকাকড়ি ও সম্পত্তি তাহার ওয়ারেছগণের পক্ষে হালাল হইবে এবং তিনি অহঙ্কার করিয়া বলেন যে, আমি কেতাব কোরান সবই বুঝি, আর অমুক অমুক আলেম কিছুই বোঝেন না। এক্ষণে আমরা ইহার সত্য মিথ্যা জানিতে চাহি।

উত্তর — উহা ওয়ারেছের পক্ষে হালাল হইবে না, বিদেশী আলেম সাহেব অহঙ্কার করিলে কি হইবে, আমরা দাবী করিয়া বলিতে পারি, এই অহঙ্কারী ছাহেব হয় ফেকাহের এবারত বুঝিতে পারেন নাই, না হয় বুঝিতে পারিয়াও রুটির লোভে এইরূপ বিপরীত মত প্রচার করিতেছেন।

অহঙ্কারী ছাহেব ফেকাহের এবারতের খানিকটা লইয়া হামবড়াই করিতেছেন,

কিন্তু শেষের কথাগুলি বেমালুম হজম করিয়া ফেলিতেছেন এক্ষণে আমি ফেকাহের এবারতগুলি আদ্যন্ত উল্লেখ করিতেছি।

দোরেল-মোখতারের ফাছেদ— ক্রয় বিক্রয়ের অধ্যায়ে আছে ঃ—

فی خطر الا شباه الحر مة تتعدد مع العلم بها الا فی حق الوارث و قیده فی الظهیر یة بان لا یعلم ارباب الا موال و سنحققه ثمه

"আশাহ কেতাবের কারাহিএতের অধ্যায়ে লিখিত আছে, হারাম হওয়ার কথা অবগত হইলে (জ্ঞাতার) পক্ষে হারাম হওয়ার হুকুম বলবৎ থাকিবে, কিন্তু ওয়ারেছের পক্ষে উক্ত হুকুম বলবৎ থাকিবে না, (অর্থাৎ ওয়ারেছ পূৰ্ব্ব পুরুষের উপার্জ্জিত অর্থ সম্পদ হারাম হওয়ার কথা জানিলেও উহা তাহার পক্ষে হারাম হইবে না। জহিরিয়া কেতাবে উহার সহিত এই শর্ত্ত যোগ করা হইয়াছে যে, পূৰ্ব্ব পুরুষ যাহাদের নিকট হইতে সুদ ঘুষ ইত্যাদি লইয়াছে, যদি ওয়ারেছ তাহাদের সন্ধান না জানে, তবে ওয়ারেছের পক্ষে উহা হালাল হইবে। আমি কেতাবোল-কারাহিএতে ইন্‌শাল্লাহ ইহার প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া লিখিব। আল্লামা শামী আশবাহ কেতাবের অর্থ এইভাবে পরিস্কার ক রিয়া লিখিয়াছেনঃ

فانه اذا علم ان کسب سورثه حرام یحل لکن اذا علم الما لك بعینه فلا شك في حرمته و رجوب رده علیه و هذا معنی قوله و قیده في الظهیر یة الخ و کذا لا یحل اذا علم عین الغصب مثلاً و ان لم یعلم ما لکه ☆

"যদি ওয়ারেছ জানে যে, তাহার পূৰ্ব্ব পুরুষের পেশা হারাম তবে উহা

তাহার পক্ষে হালাল হইবে, কিন্তু যাহার নিকট হইতে সুদ, ঘুষ ইত্যাদির টাকা লইয়াছে, ওয়ারেছ তাহার সংবাদ জানিলে নিশ্চয় উহা তাহার পক্ষে হারাম হইবে এবং তাহাকে উহা ফেরত দেওয়া ওয়াজেব হইবে, জহিরিয়া কেতাবে যে শর্ত্তের যোগ করা হইয়াছে, ইহাই তাহার অর্থ। এইরূপ কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু কাড়িয়া লইয়া থাকিলে, (কিম্বা সুদের দরুন কোন বস্তু লইয়া থাকিলে) যদি ওয়ারেছ অবিকল সেই বস্তুর সংবাদ জানে, তবে যাহার নিকট হইতে উহা লওয়া হইয়াছে, তাহার সংবাদ জানিতে না পারিলেও ওয়ারেছের পক্ষে উহা হালাল হইবে না।" রদ্দোল-মোহতার ৪/১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আল্লামা শামী আশবাহ কেতাবের এবারতের মূল মর্ম্ম এই ভাবে উক্ত কেতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

الحاصل انه ان علم رباب الاموال رجب رده عليهم و الا فان علم عين الحرم لا يحل له و ينصدق به بنبة صاحبه و ان كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم اربابه و لا شيا منه بعينه حل له حكما و الا حسن ديانة التنزه عند ☆

মূল মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বপুরুষ যাহাদের নিকট হইতে সুদ, ঘুষ লইয়াছেন কিম্বা কোন বস্তু বা জমি কাড়িয়া লইয়াছে যদি ওয়ারেছ তাহাদের নাম জানিতে পারে, তবে উহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি উহা জানিতে না পারে, কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট সুদের মাল বা জমি ইত্যাদির সংবাদ জানিতে পারে, তবে ওয়ারেছের পক্ষে উহা হালাল হইবে না। মূল মালিক হাশরে উহা প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ নিয়তে উহা ছদকা করিয়া দিবে। আর যদি সেই মাল হালাল ও হারামে মিশ্রিত ও হারাম হইতে সঞ্চিত হয় এবং যাহাদের নিকট হইতে উহা লওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম জানিতে না পারে এবং নির্দ্দিষ্ট ভাবে উক্ত হারাম মাল চিনিতে না পারে তবে ফৎওয়াতে হালাল

হইবে, কিন্তু দিয়ানাতদারির হিসাবে, উহা হইতে পরহেজ করা উত্তম।

আল্লামা শামী এতক্ষণ আশবাহ কেতাবের অর্থ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আশবাহ কেতাবের শেষ মতটি যে জইফ (অগ্রাহ্য ইহা দোর্রোল-মোহতারের ৪/৫৫ পৃষ্ঠায় এইরূপে লিখিত আছে ঃ–

وفى الاشباه الحرمة تنتقل مع العلم الا للوارث الا اذا علم ربه قلت و موفى البيع البيع الفاسد لكن فى المجتبى صاف وكسبه ☆

حرام فالميراث حلال ثم رمز و قال لا ناخذ بهذه الرداية ز هر حرام سطلقا على الورثه فتنبه ☆

'আশবাহ কেতাবে আছে, হারামের সংবাদ জানিতে পারিলে (জ্ঞাতার পক্ষে) হারামের হুকুম বলহং থাকিবে না, অবশ্য তাহার পূর্ব্ব পুরুষ যাহার নিকট হইতে উহা লইয়াছে, তাহার নাম জানিতে পারিলে ওয়ারেছের পক্ষে উহা হারাম হইবে। দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা বলিয়াছেন, ফাছেদ ক্রয় বিক্রয়ের অধ্যায়ে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মোজতাবা কেতাবে আছে এক ব্যক্তি মরিয়া গেল এবং তাহার পেশা হারাম ছিল, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হালাল হইবে। তৎপরে তিনি কেতাবের বরাত দিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আমরা ফকিহ্‌কগণ এই রেওয়াএত গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করি না, উক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রত্যেক অবস্থাতে ওয়ারেছগণের পক্ষে হারাম, তুমি সাবধান হও।"

আল্লাম শামী রদ্দোল-মোহতারে ৫/২৪০ পৃষ্ঠায় উহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেনঃ-

اى سواء علموا اربابه ردره عليهم و الا تصدقو اكما قد مناه انفاعن الزيلعى ☆

'তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহাদের নিকট হইতে উক্ত মাল লইয়াছেন, ওয়ারেছগণ তাহাদের নাম জানিতে পারে তবে তাহাদিগকে উহা ফেরত দিবে। আর তাহাদের নাম জানিতে না পারিলে, উহা ছদকা করিয়া দিবে, যেরূপ

আমি একটু পূর্ব্বে জয়লয়ি হইতে উহা উল্লেখ করিয়াছি।"

আরও আল্লামা শামী উহার উক্ত খণ্ডে ৩৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اشاربه الی ضعف مافی الاشباه ط ☆

" তাহতাবি বলিয়াছেন, দোর্রেল-মোখতার প্রণেতা আশবাহ্ কেতাবের রেওয়াএত জইফ হওয়ার প্রতি ইশারা করিয়াছেন"।

আল্লামা-শামী রদ্দোল-মোহতারের ৪/১৮০/১৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

لو اختلط بحيث لا يتميز بملكه خبيثا لكن لا يحل التصرف فيه مالم يئو د به له كما حققناه قبيل باب زكوة المال

"যদি মাল হালাল ও হারামে মিশ্রিত থাকে, এমন কি উহার মধ্যে প্রভেদ করা না যায়, তবে সেই ওয়ারেছ না পাক স্বত্বের মালিক হইবে, কিন্তু যতক্ষণ উহার বিনিময় (হকদারকে) প্রদান না করে ততক্ষণে উহা কার্য্যে লাগান জায়েজ হইবে না।"

আরও উহার ৫/৩৪০ পৃষ্ঠা ঃ—

بخلاف ماتر که میواثا فانه عین المال الحرام و ان ملکه بالقبض و الخلط عند الا مام فانه لا یحل له التصرف فیه قبل اداء ضمانه و کذا الوارثه ☆

পক্ষান্তরে হারাম মাল সঞ্চয় করিয়া যাহা ত্যাগ করিয়া যায় উহা অবিকল হারাম মাল, যদিও এমাম আজমের মতে কব্জ করার মিশ্রিত করার জন্য সে ব্যক্তি উহার মালিক হইয়া যায়, তবুও উহার ক্ষতি পূরণ প্রদান করার পূর্ব্বে উহা কোন কার্যে লাগান হালাল হইবে না এবং তাহার ওয়ারেছের পক্ষেও হালাল হইবে না।

ইহাতে পরিস্কারভাবে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদি ওয়ারেছ খাতা পত্র দেখিয়া কিম্বা লোকের মুখে শুনিয়া জানিতে পারে যে, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ অমুক অমুক লোকের নিকট হইতে সুদ লইয়াছে, তবে সেই পরিমান টাকা তাহার ওয়ারেছের পক্ষে হালাল হইবে না, ওয়ারেছের পক্ষে উক্ত পরিমাণ টাকা হকদার দিগের ফেরত দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আর যদি ওয়ারেছ জানিতে পারে যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ সুদ বাবদ এই জমিটি এই গরুটি ধান্যগুলি বা এই টাকাগুলি লইয়াছে, তবে কাহার নিকট হইতে লইয়াছে ইহা জানিতে না পারিলেও ওয়ারেছের পক্ষে তৎসমস্ত হারাম হইবে।

আর যদি কাহার নিকট হইতে উহা লওয়া হইয়াছে, কিম্বা নির্দ্দিষ্টভাবে সেই হারাম মাল কি কি জানিতে না পারে এবং হালাল ও হারাম একত্রে মিশ্রিত থাকে, তবে ছহিহ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে তৎসমূদয় ওয়ারেছের পক্ষে হালাল হইবে না, উহা মালিকের জন্য আমানত স্বরূপ দান করিয়া দিতে হইবে। ওয়ারেছের পক্ষে উহা ভক্ষণ করা সাংসারিক কোন কার্য্যে বা মছজেদে ব্যয় করা হইবে না।

রংপুরের অহঙ্কারী বিদেশী আলেম দারেলি- মোখতারের ৬ পৃষ্ঠায় এই এবারত দেখিয়াছেন কি?

و ان الحكم و الفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للاجماع ☆

"জইফ কথার উপর ফৎওয়া দেওয়া ও হুকুম জারি করা জাহেলী (অনভিজ্ঞতা) ও এজমার (খেলাফ)"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ বিদেশী আলেম ফেকাহের কেতাবের আদান্ত কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, আর বাতীল ফতওয়া দিয়া দেশের লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছেন।

তিনি যে এলমের অহঙ্কার করিতেছেন, কিন্তু কোন অহাবি শিয়া, কাদিয়ানি ওবেদয়াতি মৌলবী বা কোন পাদরী দেশে উপস্থিত হইলে, তিনি তলপা তলপি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন কেন? তিনি কয়খানা হাদিছ, তফছির ফেকাহ অছুলে-ফেকাহ, আকায়েদ ও আছমায়োর রেজাল চক্ষে দেখিয়াছেন যে এলমের এত গরিমা করিয়া থাকেন?

১২৩। প্রশ্ন — গভর্ণমেন্ট অফিসে যাহারা চাকুরী করেন, তাহাদের বিশ্রামগার, টিপিন খাওয়ার জন্য অফিসের সংলগ্ন একটি বড় ঘর গভর্ণমেন্ট অফিসারদিগের জন্য ছাড়িয়া দেন, ঐ ঘরের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা? বিধর্ম্মীদের টাকায় তৈয়ারী মছজেদ হইলে উহাতে নামাজ জায়েজ হয় না। সুতরাং তথায় নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিরূপে।

উত্তর — ওয়াক্তিয়া নামাজ দুনইয়ার সমস্ত পাক স্থানে জায়েজ হইয়া থাকে। হাদিছে আছে—আমাদের জন্য জমি ছেজদা স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অবশ্য মছজেদে নামাজ পড়িলে যে ২৭ বা ৫০০ গুণ অধিক ছওয়াব হয়, তাহা হইবে না। যদি গভর্ণমেন্ট মুছলমানদিগের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া দেয় তবে তাহারা উহার মালিক হইবেন, তথায় তাহারা জুমা মছজেদে করিতে পারেন। এইরূপ হিন্দু জমিদার কোন জমি মুছলমানদিগের ছাড়িয়া না দেন কিন্তু মুসলমানেরা তথায় জুমা পড়েন, তবে জুমা পড়ার শর্ত্ত এজ্নে-আ'ম পাওয়া গেলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু মকরূহ হইবে।

১২৪। প্রশ্ন — বাড়ীর ছাদের উপরের গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে হইতে পাইপ সংযোগ কল ফিট করিয়া পান চলাচল করিয়া লইলে উক্ত পানিতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — গঙ্গা প্রবাহিত নদী, উহার পানি পাক, উক্ত পানি পাইপের দ্বারা আনাইলে, উহা পাক থাকিয়া যায় নাপাকির কোন কারন উদ্ভব হয় না, কাজেই উহাতে ওজু গোছল জায়েজ হইবে।

১২৫। প্রশ্ন — যদি কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলে যে আল্লাহ্, এই জালেম হইতে আমাকে নাজাত দাও। তৎশ্রবণে তাহার স্বামী পীড়িতাবস্থায় রাগ বশতঃ বলে যে, বেশ তোমাকে তিন তালাক দিতেছি, কিম্বা বলে যে, এক, দুই, তিন, তালাক দিতেছি যাও নাজাত লাভ কর। এক্ষেত্রে কয় তালাক হইবে? চারি মজহাবের কোন মজহাব মত ঐ তালাকি স্ত্রীকে লইয়া স্ত্রীরূপে রাখিতে পারে কি না। উক্ত ক্ষেত্রে তালাকের নিয়ত না থাকিলে কি হইবে?

উত্তর — উক্ত ক্ষেত্রে তালাকের নিয়ত থাকুক, আর নাই থাকুক তিন তালাক হইবে। চারি মজহাবের কোন মজহাব মতে 'তহলিল ব্যতীত উক্ত

স্ত্রীকে রাখিতে পারে না। তহলিলের অর্থ-উক্ত স্ত্রীলোকটি এদ্দত অন্তে অন্যত্রে নেকাহ করিবে, দ্বিতীয় স্বামী সঙ্গম করিয়া স্বেচ্ছায় তালাক দিবে বা মরিয়া যাইবে, এই তালাক ও মৃত্যুর এদ্দত অন্তে প্রথম স্বামীর সহিত নেকাহ্ করিতে পারিবে, ইহার পূর্ব্বে নেকাহ করিলে, হারাম ও জেনা হইবে।

১২৬। প্রশ্ন — হিন্দুর ছেলের অন্ন প্রাশন উপলক্ষে হিন্দুর বাড়ীতে টাকা দিয়া তথা হইতে চাউল তরি তরকারী লইয়া মুসলমানের বাড়ীতে রন্ধন করিয়া খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — ইহাতে কাফেরদিগের সহিত মিল মহব্বত ও প্রীতি স্থাপন করা বুঝা যায়, কাজেই ইহা নিষিদ্ধ, ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল ইতিপূর্ব্বে ৮২ নং মছলাতে লিখিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপ করিয়া থাকে, তাহাদের তওবা করা উচিত।

১২৭। প্রশ্ন — বেশ্যাকে কিরূপ তওবা পড়াইতে হয়, তাহার মালের ব্যবস্থা কি? তাহার মস্তকের কেশ কর্ত্তন করিতে হইবে কি না?

উত্তর — অন্যান্য স্ত্রীলোককে যেরূপ পর্দ্দার মধ্যে তওবা পড়াইতে হয় সেইরূপ তাহাকেও তওবা পড়াইতে হইবে; হিন্দু বেশ্যা হইলে কলেমা রদ্দে-কোফর ও কলেমা শাহাদাতে পড়াইয়া তওবা পড়াইতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় বেশ্যার মাল হারাম থাকিবে। যে লোকগুলি অনাহারে মারা যাইতেছে, তাহাদের প্রাণ উদ্ধার পরিমাণ মাল তাহাদিগকে দেওয়া জায়েজ হইবে, যেরূপ প্রাণ রক্ষা কল্পে মৃত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া জায়েজ হইয়া থাকে। তাহার মস্তকের কেশ মুণ্ডন করা নাজায়েজ, যেরূপ পুরুষের দাড়ী মুণ্ডন করা নাজায়েজ।

১২৮। প্রশ্ন — ধান্য, কলাই, গুড় ইত্যাদি সস্তার বাজারে অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া ৮/৯ মাস গোলাতে রাখিয়া মহাঘোর সময় বিক্রয় করা কি?

উত্তর — যদি তাহা ব্যতীত অন্য লোকের নিকট তৎসমস্ত বস্তু না থাকে এবং উহা বন্ধ করিয়া রাখিলে দেশের লোকের ক্ষতি হয়। তবে উহা বন্ধ করিয়া রাখা মকরুহ তহরিমি ও গোনাহ হইবে। আর যদি তথায় বহু দোকানদার থাকে এবং উহা বন্ধ রাখিলে, দেশের লোকের কোণ ক্ষতি না হয়, তবে উহাতে দোষ হইবে না।

১২৯। প্রশ্ন — প্রজার নিকট হইতে অনাদায়ে খাজনার সুদ গ্রহণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর — জায়েজ নহে।

১৩০। প্রশ্ন — সুতি মোজার উপর মছহ্ করা জায়েজ হইবে কি?

উত্তর — জায়েজ নহে চামড়া রবার ইত্যাদি মোজাতে মছহ জায়েজ হইবে।

১৩১। প্রশ্ন — দাড়ী ছাঁটা ও কামান কি? থুতনীর চুল ব্যতীত দুই গণ্ডদেশের চুল ছাঁটা বা কামান জায়েজ কি না?

উত্তর — এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ী রাখা ফরজ, ইহা অপেক্ষা কম করিয়া ছাটা কিম্বা একেবারে মুণ্ডন করা হারাম। ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত জরুরী মছলা তৃতীয় ভাবে লেখা হইয়াছে। এক মুষ্টির বেশী হইলে পরিমাণ ছাটিয়া ফেলা নেহায়া কেতাবের মতে জায়েজ ও এবনো মালেকের রেওয়াএতে না ছাটা আফজল। থুতনির চুল না কাটা মোস্তাহাব, দুই গণ্ডদেশের চুল দাড়ীর অন্তর্গত।

১৩২। প্রশ্ন — গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাহ করিতে হইলে, ৪টি শিরা কাটা দরকার, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথায়? হুলকুমকে ধড়ের দিকে রাখিয়া, কিম্বা হুলকুমের মাঝখান হইতে বা উহার এক পার্শ্ব হইতে জবেহ করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — জবাহ করা পশুর চারিটি শিরা আছে, একটি দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সমাধা হয়, ইহাকে শ্বাসনালী বলে। একটি দ্বারা খাদ্য ও পানীয় উদরসাৎ হয় ইহাকে খাদ্যনালী বলা যাইতে পারে। এই দুইটি শিরার দুই পার্শ্বে দুইটি শিরা আছে, এতদুভয় দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয়, এই উভয়টিকে রক্তবাহী নালী বলা হয়। যাহারা জবাহ করিয়া থাকে তাহাদিগকে বলিলে শিরাগুলি দেখাইয়া দিবে। এমাম আজমের মতে এই চারিটি শিরার মধ্যে যে কোন তিনটি কাটিয়া ফেলিলে হালাল হইলে মোজমারাত কেতাবে ইহা ছহিহ্ মত বলা হইয়াছে।

গলার উপরি ভাগে যে গাঁইট আছে, উহাকে গলগ্রন্থি বলা হয়। উক্ত গ্রন্থি হইতে হুলকুম (কণ্ঠনালী) শুরু হয়। উক্ত গাঁইটের উপরে জবাহ করিলে, হালাল হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। আল্লামা শামী ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছে যে, উপরিগ্রন্থির উপরি জবাহ করিলে যদি তিনটি শিরা কাটিয়া যায় তবে হালাল হওয়ার মত সত্য, নচেৎ নাজায়েজ হওয়ার মত সত্য ইহা স্বচক্ষে দর্শনে, কিম্বা চাক্ষুষ দর্শনকারিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। রদ্দোল-মোহতার ৫/২৫৬/২৫৭ পৃষ্ঠা।

১৩৩। প্রশ্ন — হালাল জন্তুর চর্ম্ম উহা জবাহ্ করার পূর্ব্বে বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — জায়েজ নহে, যেরূপ কড়িকাষ্ঠ ছাদ হইতে পৃথক করিয়া লওয়ার পূর্ব্বে ও ভেড়ার লোম খুলিয়া লওয়ার পূর্ব্বে বিক্রয় করা জায়েজ নহে।

১৩৪। প্রশ্ন — ঝিনঝিনিয়া রোগের ভয়ে তামার আংটি ও সোনার আংটি ব্যবহার করা কি?

উত্তর — যদি কোন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ লোকের পরামর্শে উক্ত পীড়ার উপশম উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করে, তবে কোন দোষ হইবে না, নচেৎ ফজুল কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩৫। প্রশ্ন — গোরস্তানের জঙ্গল কাটিয়া সেখানে উর্ব্বর করতঃ কলা কচু ইত্যাদি গাছ লাগান জায়েজ কি না?

উত্তর — গোরস্তানের তৃণলতা কাটিয়া ফেলা মকরুহ, কারণ তৃণলতা যে তছবিহ পড়িয়া থাকে, উহার ছওয়াব মৃতেরা পাইয়া থাকে। এই মকরুহ হওয়ার কথা শামী ইত্যাদি কেতাবে আছে।

কবরস্তানের জমি দ্বারা কোন প্রকার উপস্বত্ব লাভ করা জায়েজ নহে ইহা নেছাবোল-এহতেছাবের ৩৭ পৃষ্ঠায় আছে।

১৩৬। প্রশ্ন — যে কবর ভাঙ্গিয়া যায়, উহা মাটি দ্বারা পুনরায় পূর্ণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — জায়েজ।

১৩৭। প্রশ্ন — বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে মেয়ের ভগিনী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একটি ছোট শামিয়ানার মধ্যে তাহাদের গায়ে তৈল, হলুদ ইত্যাদি মর্দ্দন করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কিনা?

উত্তর — ইহা জরুরি জানিলে, রাছমিয়া বেদয়াত ও মকরুহ হইবে জরুরি না জানিলে দোষ হইবে না।

১৩৮। প্রশ্ন — সুদখোরকে তওবা করাইয়া সেই দিবস বা ২০/২৫ দিবসের পরে তাহার বাড়ীতে কোন পীর বা মৌলবির পক্ষে জেয়াফত খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা? এখন সেই সুদখোরের বদ খেয়াল ত্যাগ হয় নাই।?

উত্তর — যত দিবস লোকদিগের তাহার গোনাহ হইতে বিরত থাকায় বিশ্বাস না জন্মে, ততদিবস তাহার বাটিতে জিয়াফত খাওয়া আলেম

মৌলবিদিগের পক্ষে জায়েজ হইবে না, বিশেষতঃ যে সুদখোর মূলে সুদ ত্যাগ করা উদ্দেশ্য নহে, রবং কার্য্য উদ্ধার উদ্দেশ্য তওবা করে, তাহার তওবা তওবা নহে, তাহার জিয়াফত খওয়া জায়েজ হইতে পারে না।

১৪০। প্রশ্ন — সকলের পক্ষে কবর পাকা করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — যদি সৌন্দর্যের নিয়তে গোরের উপর দালান অট্টালিকা বা গুম্বজ করা হয়, তবে হারাম হইবে আর গোর দৃঢ় করার ধারনায় দফন করার পরে উহা প্রস্তুত করে তবে মকরুহ হইবে।

আর যদি প্রথম হইতে পোক্তা দালান প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, পরে কেহ মরিলে তাহাকে উহাতে দফন করা হয়, তবে মকরুহ হইবে না, ইহা এমদাদ কেতাবে আছে, শারাম্বালী ইহা বোরহান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আহকাম কেতাবে জামেয়োল-ফাতাওয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, যদি মৃত ব্যক্তি পীর বোজর্গ আলেম কিম্বা সৈয়দ হয় তবে উহার উপর দালান বানান জায়েজ হইবে। শামি ও তহতাবী দ্রষ্টব্য। ইহা তগেল কবরের উপর গুম্বজ বা দালান বানানোর মছলা, কিন্তু যদি কেহ হেফাজাতের জন্য কবরের চারিদিকে পোক্তা প্রাচীর বানাইয়া দেয়, তবে ইহাতে দোষ নাই।

১৪১। প্রশ্ন — মৌলুদ শরিফ বা কোরান শরিফ সুর করিয়া পড়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — রাগ রাগিনী করিয়া পড়া না জায়েজ।

১৪২। প্রশ্ন — বোল্‌তা, ছুঁচা প্রভৃতি অনিষ্টকারী কোন জীবকে কোনরূপ ক্ষতি করিবার পূর্ব্বে হত্যা করিলে, গোনাহ হইবে কিনা?

উত্তর — হিংস্র জীবকে হত্যা করা জায়েজ হইবে। তবে আগুনে পোড়াইয়া বা পানিতে ডুবাইয়া মারা জায়েজ নহে।

১৪৩। প্রশ্ন — টিক্‌টিকি জাতীয় এক প্রকার প্রাণী আছে, সাধারণতঃ উহা কাফের বলিয়া কথিত হয়, উহার প্রাণনাশে ছওয়াব হইবে কি না?

উত্তর — গিরগিটী যাহাকে আরবিতে الوزغ বলা হয়, উহা হিংস্রজীব, উহা মারিলে ছওয়াব হয়, প্রথম বারে যে তাহাকে মারিবে, সে একশত নেকী পাইবে, ইহা ছহিহ মোছলেমের হাদিছে আছে। মেশকাত, ৩৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আর এক প্রকার টিকটিকি আছে, যাহাকে জেটী বলা হয়, উহা টিকটিক শব্দ করে, ইহা হিংস্র জীব নহে, উহা হত্যা করিতে নাই।

১৪৪। প্রশ্ন — খোদার ফজলে ও আপনাদের (গুরুজনদিগের) দোয়ায় আমরা ভাল আছি, ইহা বলা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — ইহাতে কোন দোষ নাই।

১৪৫। প্রশ্ন — যদি কেহ বলে, ওহ আল্লাহ, তুমি নিজের অনুগ্রহে ও নবি (ছাঃ) এর তোফাএলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, এইরূপ বলা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — জায়েজ।

১৪৬। প্রশ্ন — কোন ব্যক্তি চতুর্থ রাকায়াত নামাজ পাঠ কালে সন্দেহ করে যে, ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকায়াতে ছুরা ফাতেহার পরে অন্য ছুরা পড়ে নাই, সে ব্যক্তি কি করিবে?

উত্তর — যদি তাহার প্রবল ধারণা তাহাই হয়, তবে ছোহ ছেজ্‌দা করিয়া লইবে।

১৪৭। প্রশ্ন — কোন ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে ৩/৪ বার ওজু ভঙ্গ হয়, তবে সে কিরূপে নামাজ পড়িবে? তাহার পক্ষে কোরাণ স্পর্শ করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — এইরূপ ব্যক্তি মা'জুর প্রত্যেক ওয়াক্তে একবার ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া পড়িতে পারিবে, ওয়াক্ত শেষ হইলে, নামাজ ও কোরাণ স্পর্শ করার জন্য নূতন ওজু করিতে হইবে।

১৪৮। প্রশ্ন — স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কছম করিয়া বলিল, আমাদের যে কেহ অগ্রে মরিবে, সে অন্য বিবাহ করিবে না, বর্ত্তমানে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, স্বামী অন্য নেকাহ করিতে পারিবে কি না?

উত্তর — নেকাহ করিলে, কছম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা স্বরূপ দশজন দরিদ্রকে খাওয়াইবে, কিম্বা কাপড় দান করিবে, অথবা একটি গোলাম আজাদ করিয়া দিবে, অভাব পক্ষে তিনটি রোজা করিবে।

১৪৯। প্রশ্ন — যেহেতু সুদের নিয়মাবলীর সহিত জীবন বীমার নিয়মাবলীর কোন ঐক্য নাই, অধিকন্তু ইহাতে অধিকাংশ লোকই বিশেষ লাভবান হয় এবং অত্যল্প সংখ্যক লোকই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন জীবন বীমায় প্রাপ্ত টাকা কারবারের

মধ্যে গণ্য হইবে কিনা?

উত্তর — উহা সুদ ও জুয়া, এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বৎসরের পত্রিকায় দিল্লী, ছাহারানপুর, দেওবন্দ ও কলিকাতার মুফ্‌তিগণের ও মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেবের ফৎওয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫০। প্রশ্ন — লটারি, সম্বন্ধে ফৎওয়া কি?

উত্তর — উহা জুয়া, কোরাণ শরিফে উহা স্পষ্টভাবে হারাম বলা হইয়াছে। বহু কোটীপতি লোক লটারী খেলিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ফকির সাজিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, সুতরাং ইহা যে হারাম হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি আছে।

১৫১। প্রশ্ন — মুছলমানদিগের কোন লটারি ফণ্ড না থাকায় মুসলমানগণ সহসা ধনী হওয়ার আশায় খ্রীষ্টান ও হিন্দুদিগের লটারি ফণ্ডে টিকিট ক্রয় করিয়া বিপুল অর্থ নষ্ট করিতেছেন, কাজেই মুছলমানদিগের ইছলাম মিশন ও মক্তব মাদ্রাছা ফণ্ডের সাহায্যার্থে লটারিফণ্ড খোলা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — হারাম কার্য্যের দ্বারা কোন ভাল কার্য্যের উন্নতি করা কিরূপে জায়েজ হইবে? চুরি ডাকাতি, সুদ ঘুস ইত্যাদি দ্বারা কি মাদ্রাছা ও মক্তবের ফণ্ড বৃদ্ধি করা সঙ্গত হইবে? চুরি ও ডাকাতি করিয়া কি সহসা ধনী হওয়া জায়েজ হইবে? বোম্বাইর শেঠেরা লক্ষ বা কোটী পতি হইয়াছেন, ইহা হালাল ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা হারাম লটারি দ্বারা তাহাদের এইরূপ উন্নতি হয় নাই। দুনিয়ায় লটারি দ্বারা হঠাৎ লক্ষপতি হইলাম, কিন্তু আখেরাতের আজাবের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য, ইহাই মুসলমানদিগের ঈমান।

১৫২। প্রশ্ন — জ্বলন্ত হ্যারিকেন জুতা শুদ্ধ পদ দিয়া স্থানান্তরিত করিলে গোনাহ হইবে কি না?

উত্তর — অবশ্যই ইহা আদবের খেলাফ হইলেও গোনাহ হইবে না।

১৫৩। প্রশ্ন — ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্র দ্বারা শিশুদিগের মলমূত্র পরিস্কার করা বা তদ্দ্বারা জুতা জড়াইয়া রাখা গোনাহ হইবে কি না?

উত্তর — ইহাতে কাগজের অসম্মান করা হয়, এইরূপ কাগজকে কোরান হাদিছ লেখা হয়, এইহেতু নিষিদ্ধ হইবে।

১৫৪। প্রশ্ন — বিড়ি সিগারেট খাইবার উদ্দেশ্যে কোন লোককে দিয়াশলাই দিলে, গোনাহ হইবে কি না?

উত্তর -- মকরুহ বিষয়ের সহায়তা করা মকরুহ হইবে।

১৫৫। প্রশ্ন -- জয়েদ বকর হইতে র২৫ টাকা কর্জ্জ লইল এবং এক কানি ৯ পাখী জমি বর্গা দিল এই শর্ত্তে যে, যখন আমি টাকা দিব, তখন তুমি আমার জমি ছাড়িয়া দিবা। টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত উক্ত জমি তুমি তোমার হালে লইয়া চাষাবাদ করতঃ অর্দ্ধেক ফসল আমাকে দিবে আর অর্দ্ধেক তুমি লইবা?

উত্তর -- এই স্থলে দুইটি 'আকদ' عقد একটি বন্ধক رهن ও দ্বিতীয়টি مصاره জমি বর্গা দেওয়া, একই ইজাব ও কবুলে দুই অকদ জায়েজ হইবে না। হেদায় -- ৩৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫৬। প্রশ্ন -- এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তাহার মাতার সঙ্গে কলহ করিয়া বলিল তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে চলিয়া যাও, তখন সে যাইতে চাহেনা দেখিয়া বলিল, এক তালাক দিয়া যাই, এই বলিয়া সে তাহার কাপড় লইয়া বিদেশে যাইবার ভাণ করিল। তখন তাহার বাড়ীর নিকটেই ৪/৫ জন লোকে বলিল তুই কি করিয়া যাস্। সে বলিল, তিন তালাক দিয়া যায়। ইহাতে কয় তালাক হইবে?

উত্তর -- যখন সে কয়েক জনের সাক্ষাতে তিন তালাকের একরার করিল, তখন তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইবে।

১৫৭। প্রশ্ন -- এক স্থানে ৩০/৩৫ বৎসর একটি জুমার মছজেদ থাকে, মছজেদের নিকট গোরস্থান ও বাঁশের ঝাড় থাকায় লোকে ভয়ে রাত্রে নামাজ পড়িতে যায় না এইহেতু ৩০ হাত দূরে এই মছজেদ স্থানান্তরিত করা হয়, এক্ষণে কি করিতে হইবে?

উত্তর -- পুরাতন স্থানে মছজেদ কায়েম করিয়া জুমা পড়িতে থাকিবে, দ্বিতীয়টি ওয়াক্তিয়া মছজেদ করিবে। ইহা না করিলে দ্বিতীয় ঘরে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

১৫৮। প্রশ্ন -- যদি কেহ স্ত্রীকে ধমক দিয়া বলে যে, তুমি কছম করে বল যদি আমি আপনার বিনা আদেশে কখন বাপের বাটি যাই, তখনই আল্লাহকে কোরআনকে এনকার করা হইবে। তাহার উত্তরে স্ত্রীলোকটি রাগ বশতঃ বলে, যদি আমি কখনও পিতৃগৃহে যাই, তবে আল্লাহকে ও কোরআনকে এনকার করা হইবে, এক্ষণে সে বাপের বাটিতে যাইতে পারে কিনা?

উত্তর -- বাপের বাটী না যাওয়ার অঙ্গীকার করা গোনাহ, আল্লাহকে

এনকার করার অর্থ খোদার কছম করা। কোরআনকে এনকার করা শব্দে কছম হইবে।

قال العيني و عندی ان المصحف يمين ☆

দোরেল-মোহতারে আছে ঃ-

و عندی لو حلف با لمصحف اروضع يده عليه و قال و حق هذا فهو يمين و لا يمافي هذا الزمان الذی كثرت فيه الا يمان الفاجرة و رغبة العوام فی الحلف بالحلف ☆

গোনাহ কার্য্যে কছম করিলে, উহা ভঙ্গ করা ওয়াজেব, যদি ভঙ্গ না করে; গোনাহগার হইবে। পিতার বাটীতে গিয়া দশজন দরিদ্রকে দুই সন্ধ্যা উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়াইবে, অক্ষম হইলে, ধারাবাহিক তিন দিবস রোজা রাখিবে।

১৫৯। প্রশ্ন — কোন ব্যক্তি গাভী গরুর সহিত সঙ্গম করিলে তাহার কি শাস্তি হইবে এবং গরুটিকে কি করিতে হইবে?

উত্তর — ইহা হারাম, যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করে, তাহাকে তাজির দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে চল্লিশের কম বেত মারা, জুতা মারা, কান, নাক মলা ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

যদি গর্দ্দভ ইত্যাদি হারাম পশুর সহিত ব্যভিচার করে, তবে উক্ত পশুটিকে জবাহ করিয়া জ্বালাইয়া দিবে, আর যদি হালাল পশু হয়, তবে জবাহ করিয়া ফেলিবে, এমাম আজমের মতে উহার গোশত খাওয়া হালাল হইবে। তাহার শিষ্যদ্বয় বলেন, হালার পশুর গোশ জ্বালাইয়া দিবে। এমাম আবু ইউছফের এক রেওয়াতে আছে, উহা জ্বালাইয়া দিবে। এমাম আবু আজমের মতে উহার গোশত খাওয়া হালাল হইবে। তাঁহার শিষ্যদ্বয় বলেন, হালাল পশুর গোশ জ্বালাইয়া দিবে। এমাম ইউছফের এক রেওয়াতে আছে, উহা জ্বালাইয়া ফেলিবে না। এই জবহে করা ও জ্বালাইয়া ফেলা ওয়াজেব নহে, বরং মোস্তাহাব, যদি কেহ উহা না করে, তবে গোনাহ হইবে না। ইহা ঐ সময়ের ব্যবস্থা যে, উক্ত

পশু ব্যভিচারির জিনিষ হয়। আর যদি অন্যের পশু হয়, তবে পশুর মালিকের নিকট হইতে মূল্য দিয়া পশুটি খরিদ করিয়া চাহে তবে তজ্জন্য বল প্রয়োগ করিবে না মোজতাবা কেতাবে বলিয়াছেন, উক্ত পশু সঙ্গমকারির হইলে জবাহ হইবে, কিন্তু উহার গোশত খাওয়াতে হইবে না।

১৬০। প্রশ্ন -- রমজান শরিফের তারাবিহ নামাজের পূর্ণ জামায়াত না পাইলে বেতেরের জামায়াত শরিক হইবে কিনা?

উত্তর -- ইহাতে দুইটি রেওয়াএতে আছে, বেতেরের জামায়েতে শরিক হইবে, পরে অবশিষ্ট তারাবিহ পড়িয়া লইবে। অন্য রেওয়াএতে আছে, তারাবিহ শেষ করিয়া একা বেতের পড়িবে। প্রথম রেওয়াএতের উপর আমল করিলে বেতেরের জামায়াতের ছওয়াব পাইবে।

১৬১। প্রশ্ন -- কেহ নিজের ঔরষজাত কন্যা বা স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামী জাত কন্যা অথবা শাশুড়ীর সহিত জেনা করিলে বা কামভাবে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে, নিজের স্ত্রীর কি হুকুম হইবে?

উত্তর -- এমাম আবুহানিফা (রাঃ) র মতে তাহার স্ত্রী চিরতরে হারাম হইবে। হানাফী মজহাব ধারি হইয়া নিজের অসুবিধা বুঝিয়া অন্য মজহাবের মছলা গ্রহণ করা জায়েজ নহে। অবশ্য হানাফী ফকিহগণ বিশিষ্ট কয়েকটি মছলাতে অন্য মজহাব গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তৎসমস্ত ব্যতীত নিজের মনোক্তি মতে অন্য মজহাবের মছলা গ্রহণ করা নাজায়েজ।

১৬২। প্রশ্ন -- মনে মনে গোনাহ কার্য্যের আলোচনা করিলে, গোনাহ হইবে কি না?

উত্তর -- মনে কোন কুচিন্তা উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ উহা দূর করিতে হইবে, এইরূপ কুচিন্তাতে গোনাহ হইবে না। আর যদি কোন কুকার্য্য করার সঙ্কল্প মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, তবে উহাতে গোনাহ হইবে।

১৬৩। প্রশ্ন -- মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি ছাহেব মজমুয়া ফাতওয়াতে তালাকের অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, এমাম শাফেয়ি ছাহেবের মতে এক মজলিশে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়। সেই এক তালাক কি রাজয়ি হয়, না এক তালাক বাএন হয়। জরুরতের জন্য হানাফি মজহাবের লোক ইহা পালন করিতে পারে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, হানাফী মজহাবের পক্ষে এইরূপ মছলা পালন

সম্বন্ধে আপনার মত কি? ইহাতে দীন ও ইমানের ক্ষতি হইবে কি?

উত্তর — ইহা মজমুয়া ফাতওয়ার ১।৫৩।৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে কিন্তু এই ফৎওয়াটি ভ্রান্তিমূলক কেননা এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, চারি এমামের মতে তিন তালাক হইয়া থাকে; বিনা তহলিলে উক্ত স্ত্রীলোক প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইতে পারে না।

১৬৪। প্রশ্ন — এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে আম মজলিশে তিন তালাক দিয়া নিজের উপর হারাম করিল বিনা তহলিলে উক্ত স্ত্রীলোক তাহার পক্ষে হালাল হইবে কিনা?

উত্তর — মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব এমদাদোল-ফাতোওয়ার ২।৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

هرگاه زوجه را طلاق ثلاثه داد بدون حلاله او را ان زن حلال نباشد ☆ برین اجماع امت درین کسی خلاف فکرده

"যখন কেহ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে, বিনা তহলিলে উক্ত স্ত্রীলোক তাহার পক্ষে হালাল হইবে না। ইহার উপর উম্মতের এজমা হইয়াছে এতৎসম্বন্ধে কেহ মতভেদ করে নাই।

স্বয়ং মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ২।২৮৫ পৃষ্ঠায় ইহা লিখিয়াছেন।

১৬৫। প্রশ্ন — এক মজলিশে তিন তালাক দিলে, কি হইবে?

উত্তর — প্রায় সমস্ত ছাহাবা ও তাবেয়ি ও চারি এমাম ও অধিকাংশ মোজতাহেদ (এমাম) বোখারী ও অধিকাংশ মোহাদ্দেছের মতে উহা তিন তালাক হইবে।

১৬৬। প্রশ্ন — ৪০ দিবস বাণিজ্য দ্রব্য আটকাইয়া রাখার হুকুম কি?

উত্তর — পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মছলাতে ইহার জওয়াব লেখা হইয়াছে।

১৬৭। প্রশ্ন — এক ব্যক্তি সুদ লইত, সে তাহার হালাল ও হারাম মিশ্রিত অর্থের দ্বারা বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, ইহা তাহার পুত্রগণ জানে এক্ষণে

তাহার মৃত্যুর পরে পুত্রগণের পক্ষে হালাল হইবে কি না?

উত্তর -- ১২৭ নম্বর মছলাতে ইহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে।

১৬৮। প্রশ্ন -- বর্তমানে ধানের মণ ২ টাকা, উহা বাকি মূল্যে ৩ টাকা কিম্বা ৩-৫০ পয়সায় বিক্রয় করা যায় কিনা?

উত্তর -- মজমুয়া-ফাতাওয়া-লাক্ষ্ণৌবি, ৩/৯৭/৯৮ পৃষ্ঠা ঃ--

১৬৯। প্রশ্ন -- বাজারে ২০ সের গম এক টাকায় বিক্রয় হইতেছে, এক ব্যক্তি ধারে বিক্রয় করা উদ্দেশ্যে টাকায় ১৮ সের বিক্রয় করিল ইহা জায়েজ কিনা?

উত্তর -- এই বিক্রয় জায়েজ কিন্তু মকরুহ।

কোনইয়া কেতাবে আছে ঃ--

شراء الشئى اليسير بثمن عال اذا كان له حاجة الى القرض يجوز ويكره ☆

"অল্প বস্তু কর্জ্জ উদ্দেশ্যে বেশী মূল্যে ক্রয় কার জায়েজ, কিন্তু মকরুহ।"

ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত হাজী গঞ্জের বাহাছে লিখিত হইয়াছে।

১৭০। প্রশ্ন -- হোক্কা ও তামাকের সাদা পাতা খাওয়া কি?

উত্তর -- হোক্কা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ আলেমের মতে উহা মকরুহ তহরিমি। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবি মজমুয়া-ফাতাওয়ার ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হোকার ন্যায় চুরুট খাওয়া মকরুহ তহরিমি, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি শোরবোদ্দোখান কেতাবে লিখিয়াছেন, যদি উহা মকরুহ তঞ্জিহি বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে বলি গোনাহ ছগিরার উপর এছরার করিলে উহা গোনাহ কবিরা হয়, এই হিসাবে উহা মকরুহ তহরিমি হইয়া যাইবে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়াতে উহা মকরুহ তহরিমি বলিয়াছেন। মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব আনফাছোল- আরেফিনের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

"স্বপ্ন যোগে হজরত নবি (ছাঃ) তামাক খাওয়ার জন্য একজন বড় আলেমকে নিজের মজলিশে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন নাই।"

আর এক জনের গৃহে হুক্কা থাকার জন্য হজরত (ছাঃ) তথায় প্রবেশ করিয়াই ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা স্বপ্নের ঘটনা। আর একজন লোক তামাক খাওয়ার জন্য আজাব ভোগ করিয়াছিল।

তামাকের সাদা পাতা সামান্য পরিমাণ খাইলে, মোবাহ হইবে ইহা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেবের ফাতাওয়াতে আছে।

লেখক বলেন, যদি এই পরিমাণ খায় যে, উহাতে বিযাক্ত ভাবের সৃষ্টি হয়, তবে উহা নাজায়েজ হইবে।

১৭১। প্রশ্ন — জুমার নামাজে দুই বার আজানের কারণ কি?

উত্তর — হজরত নবি (ছাঃ) ও প্রথম দুই খলিফার সময় এক বার আজান হইত কিন্তু হজরত ওছমান (রাঃ) এর সময় মুছলমানদিগের বস্তি বিস্তৃত হওয়ার কারণে এক আজান দিয়া খোৎবা ও নামাজ পড়াতে অনেকের নামাজ ফওত হইয়া যাইত, এই হেতু তিনি দুই আজানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম আজানে দূরের লোকদিগকে সাবধান করা হইবে, দ্বিতীয় আজানে উপস্থিত লোগদিগকে সাবধান করা হইবে।

নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার ছুন্নতকে ও আমার হেদায়েত প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর। এই হিসাবে উভয় আজান ছুন্নত হইল।

১৭২। প্রশ্ন — জওয়ালের সময় কখন এবং ঐ সময় নামাজ পড়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — সূর্য্য মস্তকের উপর আসিলে— অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোন নামাজ পড়া জায়েজ নহে, এমনকি জুমার দিবসেও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোন ছুন্নত ও নফল পড়ার সমধিক ছহিহ মতে জায়েজ নহে, ইহার প্রমাণ ৯৩ নম্বর মছলাতে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্য গড়িয়া গেলে, উক্ত সময়কে জওয়াল বলা হয়, এই সময় যে কোন নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

১৭৩। প্রশ্ন — ছোবহে-ছাদেকের পূর্বে আজানা দেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর — হানাফী মজহাবে উক্ত নামাজ জায়েজ হইবে না।

১৭৪। প্রশ্ন — পাশাপাশি দুইটি দোকানে এতদুভয়ের মধ্যে মাত্র একটি কাষ্ঠের পারটিশন আছে, পৃথক জামায়াতের নামাজ দোরস্ত আছে কিনা? ইহাতে জামায়াতের ছওয়াব পাওয়া যাইবে কিনা?

উত্তর — উভয় জামায়াতের নামাজিগণ এক জামায়াতে নামাজ পড়িতে পারেন, কাষ্ঠের পারটিশনের জন্য এক্তেদা করার ব্যাঘাত জন্মিবেনা। অবশ্য এমামের রুকু, ছেজদা, কেয়াম ইত্যাদির বিষয় জানিতে পারিলে, যথেষ্ট হইবে। যদি দুইটি পৃথক পৃথক জামায়াত করে তাহাও জায়েজ হইবে। জামায়াত যত বড় হয়, ছওয়াব তত বেশী হইবে।

১৭৫। প্রশ্ন — যে অহাবি নহে, অথচ অহাবীর পশ্চাতে নামাজ পড়ে ও অহাবিদিগকে ভাল বলে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া দোরস্ত কি না?

উত্তর — এইরূপ এমামের পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ হইবে।

১৭৬। প্রশ্ন — মৃত স্ত্রীলোকের কাফন ৫ কাপড় ও পুরুষের কাফন ৩ কাপড় হওয়ার কারণ কি?

উত্তর — হজরত আদম ও হাওয়া (আ)। বেহেশতে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করায় উলঙ্গ হইয়া যান, হজরত আদম (আঃ) সেই সময় আঞ্জির বৃক্ষের তিনটি পাতা দ্বারা ও বিবি হাওয়া পাঁচটি পাতার দ্বারা শরীর ঢাকিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহাদের পুরুষ আওলাদের কাফন ৩ কাপড় ও স্ত্রী আওলাদের কাফন ৫ কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা তারিখোল-খমিছে আছে।

১৭৭। প্রশ্ন — আমাদের দেশে কৃষক দ্বারা ধান্য কাটান হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে এইরূপ চুক্তি থাকে যে, দেশের অন্যান্য লোকেরা যে কয় ভাগে ধান্য কাটাইবে, আমিও সেই কয় ভাগে দিব, কিন্তু আমার ধান্য কাটিতে হইলে, এই পরিমাণ মাটি কাটিয়া দিবে কিম্বা ২৫ খান চাল ছাহিয়া দিবে অথবা দুই খাণী জমির নাড়া কাটিয়া দিবে, ইহার কোন মূল্য পাইবে না। শেষে তাহাদের কাটা ধান্যের দশ ভাগের এক ভাগ বা এগার ভাগেরি এক ভাগ দেওয়া হয়, ইহা জায়েজ হইবে কি না? আর যদি কয় ভাগের এক ভাগ পাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর — ইজারার ওজরত (পারিশ্রমিক) নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী এস্থলে ওজরত নির্দ্দিষ্ট না হওয়ার জন্য উহা ফাছেদ (নাজায়েজ) হইবে আর যদি কত ভাগের এক ভাগ দিবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করিলেও উহা ফাছেদ হইবে, কেননা ধান্য কাটিয়া দিয়া ঠিক সেই ধান্যের অংশে উহার বেতন দেওয়া জায়েজ নহে। ইজারা ফাছেদ হইলে, আজরে মেছেল পাইবে অর্থাৎ

উক্ত কার্য্যের যে বেতন সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে আজরে মেছেল উল্লিখিত বেতন অপেক্ষা যেন বেশী না হয়, আর উহা উল্লেখ না করিয়া থাকিলে, যে পরিমাণ হয় দেওয়া জায়েজ হইবে। মাটী কাটিয়া দেওয়া, চাল ছাইয়া দেওয়া ও জমির নাড়া কাটীয়া দেওয়া ফাছেদ শর্ত্ত এইরূপ কার্য্য করানোর জন্য উহা নাজায়েজ হইয়া যাইবে।

১৭৮। প্রশ্ন — বাড়ীর চাকর মালিকের বিনা অনুমতিতে তাহার গাছের ফল খাইতে পারে কিনা?

উত্তর — না।

১৭৯। প্রশ্ন — সুদের টাকা দ্বারা পুস্করিণী কাটাইলে, উহার মাছ ও পানি খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর — পানি খোদার কোদরতি বস্তু, মেঘ হইতে বর্ষণ হয় কিম্বা মাটীর নীচের সংগৃহীত পানি, উহা পান করা জায়েজ, অবশ্য মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব উহা পান না করা তাকওয়া লিখিয়াছেন। হালাল অর্থ দ্বারা মৎস্যক্রয় করিয়া উহাতে ছাড়িয়া দিলে কিম্বা খাল বিলের মৎস্য উহাতে সংগৃহীত হইলে, উহা খাওয়া হালাল হইবে।

১৮০। প্রশ্ন — আমাদের দেশে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে চাকর রাখা হয়, কত মাস থাকিবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়, কিন্তু কথা থাকে যে আমার চাষ কার্য্য সমাধা হওয়া পর্য্যন্ত ১৫ কিম্বা ২০ টাকা বেতন দিব, যদি তুমি ২।১ মাস পরে কোন কার্য্য বশতঃ চলিয়া যাও তবে কোন বেতন পাইবে না, উহা জায়েজ হইবে কি?

উত্তর — ইজারার মোদ্দাৎ (সময়) নির্দ্দিষ্ট হওয়া জরুরী, এস্থলে কত দিবস চাষ করিবে, ইহার সময় নির্দ্দিষ্ট না হওয়ার উহা ফাছেদ (নাজায়েজ) হইবে কিন্তু সে যত দিবস চাষ করিবে, উহার আজরে-মেছেল (প্রচলিত বেতন) দিতে হইবে।

১৮১। প্রশ্ন — বাংলা মকছেদোল মহছেনিন কেতাবে লিখিত আছে যে, মোরকাবা ও মোশাহাদা হাছেল না করিলে পীর হইতে পারে না, যদি সে মুরিদ করে তবে জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর — প্রাচীনকালে কামালাত (পীরত্ব) লাভ করার বহু পথ ছিল, বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ তরিকাগুলির মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করতঃ জেকর আশগাল

শিক্ষা করিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কামালতলাভ হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত কামালাতলাভকরা বহু শ্রম সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ, সহস্রের মধ্যে এক দুই জন সফল মনোরথ হইতে পারেন কি না, তাহাতে সন্দেহ এইহেতু বর্ত্তমানে পীরত্ব লাভ করিতে হইলে, প্রসিদ্ধ তরিকা সমূহের মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া জেকের মোরাকাবা করা জরুরি।

হজরত শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব বয়য়ত করা জন্য পাঁচটি শর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মেধ্যে তরিকতে কামেল হওয়া একটি শর্ত্ত ইহা না হওয়া ব্যতীত মুরিদ করা জায়েজ নহে।

১৮২। প্রশ্ন — পীরের নিকট মুরিদ না হইয়া কেবল শরিয়তের কার্য্য সম্পন্ন করে এইরূপ ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাইবে কি না?

উত্তর — তরকিত ব্যতীত শরিয়ত পূর্ণ হয় না, মনুষ্যের দেহ ও নফছ ইহা ব্যতীত পাক হয় না, কাজেই তরিকত শিক্ষা করা ওয়াজেব, এরশাদোত্তালেবিন কেতাব দ্রষ্টব্য। এমাম মালেক বলিয়াছেন যে, বিনা তাছাওয়ফে শরিয়তধারি ফাছেক থাকিয়া যায়। যাহার অন্তরে দ্বেষ হিংসা, অহঙ্কার, রিয়া ইত্যাদি থাকে এবং নফছের দুষ্টামি হইতে যে পাক না হইয়া থাকে, তাহার শরিয়ত পূর্ণ হইবে কিরূপে? এইরূপ লোক ফাছেক বিনা তওবা মরিলে যদি আল্লাহ মাফ করিয়া দেন তবে ভাল নচেৎ আজাব ভোগ করিয়া বেহেশতে দাখিল হইবে।

১৮৩। প্রশ্ন — যে সমস্ত আলেম ঘুষ অথবা টাকার লোভে বিপরীত ফৎওয়া দিয়া থাকেন, তাহাদের ওয়াজ নছিহত শ্রবণ করা জায়েজ কি না?

উত্তর — এইরূপ লোকের ওয়াজ শ্রবণ করা জায়েজ নহে। তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকা ছহিহ মোছলেমের فايا كم و اياهم এই হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৪। প্রশ্ন — কোন মছজেদের এমাম যদি জানিয়া শুনিয়া শেরেক করে, কিন্তু লোকের ভয়ে অস্বীকার করে, তখন কয়জন সাক্ষীর আবশ্যক, তাহার শাস্তির ব্যবস্থা কি?

উত্তর — দুইজন পুরুষ সাক্ষ্য দিলে, যথেষ্ট হইবে, যতক্ষণ সে কলেমা রদ্দে-কোফর পাঠ করিয়া তওবা না করে ও স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া না লয়, ততক্ষণ পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

১৮৫। প্রশ্ন — কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে মাদার পীর হজরত আলীর পুত্র

এবং পীর ইহা সত্য কি না?

উত্তর — ইহা মিথ্যা কথা, ইহার কোন প্রমাণ নেই।

১৮৬। প্রশ্ন — মোহাম্মদ বেনে হানিফা কে?

উত্তর — ইনি হজরত আলীর পুত্র, ইহার মাতার নাম খাওলা, ইহা হাদিছের কেতাব ও আছমায়োর-রেজাল (চরিত পুস্তক) সমূহে আছে।

১৮৭। প্রশ্ন — অজুদ নামা কেতাবে আছে, মনুষ্য যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার রুহ গোরে নামাইবার সময় রোদন ক্রন্দনে করিতে থাকে, ফকিরগণ উক্ত রুহের দ্বারা দেখা শুনা করে, গণনা করিয়া চিকিৎসা করে, ইহা সত্য কি না?

উত্তর — এমাম গাজ্জালী (রাঃ) রুহের রোদন ক্রন্দনের কথা লিখিয়াছেন কিন্তু তদ্দ্বারা ফকিরদের গণনা করার কথা বাতীল।

১৮৮। প্রশ্ন — শিশু ছেলে মেয়ে, মরিয়া গেলে বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল হইবে কি না? তাহার পিতামাতাকে শাফায়াত করিবে কি না?

উত্তর — হাঁ, বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল হইবে ও তাহার ইমানদার গোনাহগার পিতামাতার শাফায়াত করিবে। ইহা হাদিছে আছে।

১৮৯। প্রশ্ন — বে নামাজিকে কাফের বলা যায় কি না? তাহার জানাজা পড়া যায় কি না?

উত্তর — যদি কোন বেনামাজি এনকার করে তবে কাফের হইবে। আর যদি নামাজ ফরজ হওয়া স্বীকার করে কিন্তু শিথিলতা বশতঃ নামাজ ত্যাগ করে, তবে সে কাফের হইবে না। যে বে নামাজি কোন প্রকার শেরক ও কোফরি করে তাহার জানাজা পড়া জায়েজ হইবে না। আর কোন প্রকার শেরেক ও কোফরি না করিলে তাহার জানাজা পড়া জায়েজ হইবে কিন্তু আলেম ও পরহেজগারগণ তাহার জানাজা পড়িবে না, অন্য কেহ ইহা পড়িয়া দিবে। ইহার দলীল মৎপ্রনীত জরুরি মছলা প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

১৯০। প্রশ্ন — আফিং এর সম্বন্ধে ফৎওয়া কি?

উত্তর — কতকগুলি শুস্ক বস্তু আছে যাহার অধিক পরিমাণ খাইলে, নেশা বা জ্ঞান নষ্ট হয়, যথা আফিং, জাফেরাণ অম্বর কিম্বা জায়ফল ইত্যাদি। এই সমস্ত বস্তু বেশী পরিমাণ খাইলে নেশা বা জ্ঞান লোপ হইয়া থাকে, তৎসমস্তের অল্প পরিমাণ খাইলে নেশা হয় না এবং ক্ষতি করে না, কাজেই ঔষধের জন্য

অল্প পরিমাণ খাওয়া হালাল, ইহা যত দিবস ঔষধের জন্য ব্যবহার করিবে, জায়েজ হইবে। অধিকাংশ লোকেরা যে পরিমাণ খাইলে নেশাকর বা ক্ষতিকর হয়, উক্ত পরিমাণকে নেশাকর বা ক্ষতিকর বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। শামি, ৬/৪০২/৪০৩/৪০৪/৪০৫।

যদি কেহ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে যে আফিং না খাইলে, তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়া যাইবে, তবে তাহার পক্ষে উহা খাওয়া জায়েজ হইবে কিন্তু অল্প অল্প করিয়া উহা কম করিতে থাকিবে, যদি কম করার চেষ্টা না করে তবে গোনাহগার হইবে। এমদাদোল-ফাতাওয়া, ২/১৮২/১৮৩ পৃষ্ঠা।

১৯১। প্রঃ— লাইফইনশিওর করা কি?

উঃ— হারাম।

১৯২। করব স্থানে জঙ্গল কাটা কি?

উঃ— মকরুহ, ১৩৪ নম্বর মছলাতে ইহার প্রমান লেখা হইয়াছে।

১৯৩। প্রঃ— গুল দেনেওয়ালা ব্যক্তি এমাম হইতে পারে কি না?

উঃ— যদি সে মা'জুরের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তবে এমাম হইতে পারিবে না। মা'জুরের অর্থ এই যে অনবরত তাহার জখম হইতে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বাহির হইতে থাকে, এমনকি নামাজের পূর্ণ এক ওয়াক্ত সুস্থ থাকিতে পারে না, এইরূপ ব্যক্তিকে মা'জুর বলা হয়। আর যদি সে ব্যক্তি মা'জুর না হয় তবে এমাম হইতে পারে।

১৯৪। প্রঃ— কোন কোন হাজি বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর দেবতা শিবকে হজরত আলি ধরিয়া লইয়া মক্কা শরিফের দরজায় পাষাণরূপে রাখিয়াছেন, ইহা সত্য কি না?

উঃ— সেনাপতি মোহাম্মদ বেনে কাছেম ও তার সঙ্গী মুছলমানগণ রাজা দাহিরকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া যে সময় সিন্ধু জয় করেন, সেই সময় তাঁহারা তথাকার দেবালয় হইতে একটি শিব মুর্ত্তিকে লইয়া বায়তুল্লাহ শরিফের বেষ্টিত প্রাচীরের এক দ্বারদেশে স্থাপন করেন ইহাই সত্য, হজরত আলির সম্পর্কের কথা সত্য নহে।

১৯৫। প্রঃ— হাবিল মরিয়া যাওয়ার পরে তাহার স্ত্রীর কি অবস্থা হইয়াছিল?

উঃ— এতৎ সম্বন্ধে তওয়াত, ইঞ্জিল, কোরআন বা কোন ইতিহাসে কোন আলোচনা হয় নাই, আর উহা জানা আমাদের কোন জরুরী বিষয় নহে,

কাজেই উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১৯৬। প্রঃ— একখানা টিনের মছজেদকে গুদাম ঘর বানান হইবে উক্ত ঘরের খুঁটি ও বেড়া কি করিতে হইবে?

উঃ— আল্লাহতায়ালার মছজেদকে গুদাম ঘর বানান অকাট্য হারাম, যাহারা এইরূপ কার্য্য করিবে, তাহাদের জন্য খোদার কোরআনে দোজখের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষনা করা হইয়াছে, এইরূপ করিয়া থাকিলে, পুনরায় উহা মছজেদ করিতে হইবে। যদি কোন জালেম এইরূপ করিয়া থাকে, তবে উহার বেড়া ও খুঁটিগুলি অন্য মছজেদে লাগাইয়া দিতে হইবে। ইহার বিস্তারিত জওয়াব ৪৬ নং মছলার জওয়াবে লিখিয়াছি।

১৯৭। প্রঃ— নামাজের মোনাজাত কালে মোহাম্মদ রাসুলল্লাহ বলা জায়েজ কি না?

উঃ— উহাতে নবি (ছাঃ) এর রেছালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয় কোরআনে উহা আছে, কাজেই উহা নামাজ পড়া জায়েজ আছে। আত্তাহিয়াতোর মধ্যে শাহাদত কলেমাতে উহা পড়া হয়, এক্ষেত্রে নামাজের পরে মোনাজাত কালে উহা পড়িলে দোষ হইবে না। অহাবিদের মেছবাহোল ইছলাম কেতাবে উহা শেরেক বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহা বাতিল মত।

১৯৮। প্রঃ— খোৎবার প্রথমে আউজোবিল্লাহ আওয়াজ করিয়া পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ— চুপে চুপে আউজো পড়ার কথা শামী কেতাবের ১;৭৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

১৯৯। প্রঃ— কোন এমাম প্রত্যেক জুমাতে একটি খোৎবা মুখস্থ পড়েন, ইহাতে দোষ হইবে কিনা।

উঃ— দোষ হইবে না।

২০০। প্রঃ— স্ত্রীকে প্রলোভন বা ভয় খাইয়া গোপনে মোহরানা মাফ করাইয়া লইলে মাফ হইবে কিনা?

উঃ— আলমগিরির ৩;৩৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি তোমার মোহর আমাকে মাফ করিয়া দাও, তবে আমি তোমাকে অমূক বস্তু দিব। ইহাতে স্ত্রী বলিল, আমি আপনাকে মাফ করিয়া দিলাম। তৎপরে স্বামী তাহাকে উক্ত প্রতিশ্রুত বস্তু দিতে অস্বীকার করিল, এক্ষেত্রে

সেই মোহর মাফ হইবে না। ইহা প্রলোভনের মছলার জওয়াব হইল।

মাওলানা থানাবী ছাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়াতে লিখিয়াছেন যদি কন্যা পিতাকে বলে, আমি আপনার নিকট গচ্ছিত দেন মোহরের টাকা মাফ করিয়া দিলাম কিন্তু অন্তর রাজি না থাকে তবে মা'ফ হইবে না।

যদি স্বামী প্রহারের ভয় দেখাইয়া স্ত্রীর নিকট মা'ফ করিয়া লয় এবং স্ত্রীর মোহর মাফ করিয়া দেয় তবে এই হেবা বাতীল হইবে মোজমায়োল ফাতাওয়াতে আছে পীড়িত স্ত্রী পিতা মাতার বাটীতে যাইতে চাহে, কিন্তু স্বামী তাহার মোহর মাফ করিয়া দেওয়া ব্যতীত তথায় যাইতে দেওয়াতে রাজি না হয়, এজন্য কতক মোহর মাফ করিয়া দেয়, তবে এই বাতীল।

স্বামী স্ত্রীকে হুকুম করিলে, যদি সে ক্ষতির ভয় করে, তবে জবরদস্তি হইবে।— দোর্রোল-মোখতার ও শামী, ৫/৯১/৯৮ পৃষ্ঠা।

২০১। প্রঃ— হজরত আলি (রাঃ) র পু. মোহাম্মদ বেনে হানিফা কেহ ছিলেন কি না? তিনি এখনও পাহাড়ে জীবিত আছেন কি না? জঙ্গনামা, বিষাদ সিন্ধু ও শহিদে-কারবালায় লিখিত বিষয়গুলি সত্য কি না?

উঃ— আল্লামা এনবো-হাজার আস্কালানি তহজি-বোত্তহাজিব কেতাবের ৯/২৯৪/২৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত আলীর এক পুত্রের নাম ছিল মোহাম্মদ, তিনি বেনেল হানাফিয়া নামে বিখ্যাত, যেহেতু তাঁহার মাতার নাম খাওলা বেন্তে জাফর বেনে কয়েছ, ইনি হানিফা সম্প্রদায়ের ছিলেন এই হেতু তিনি হানিফা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, খওলা বনু-হানিফা সম্প্রদায়ের মুক্তা দাসী ছিলেন, ইয়ামানবাসিগণ মোরতাদ্দ হইয়া যাওয়ার পরে মুছলমানগণ ইমামার বনু হানিফা সম্প্রদায়ের সহিত যে জেহাদ করিয়াছিলেন, উহাতে খাওলা ধৃতা হইয়াছিলেন। শিয়াদের এক সম্প্রদায় উক্ত মোহাম্মদ বেনে হানিফাকে শেষ জামাজার প্রতিশ্রুতি মাহদী বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং তাহাদের ধারণা যে তিনি হজরত আবুবকর কিম্বা ওমরের খেলাফত কালে পয়দা হইয়াছিলেন, তিনি ৭৩ কিম্বা ৮০ সনে এন্তকাল করিয়াছেন।

তারিখে কামেলে আছে, মোখতার তাঁহার হুকুমে হজরত হোছাএনের হত্যাকারীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ বেনে হানিফা নিজে নিজে যুদ্ধে যোগদান করেন নাই।

২০২। প্রঃ— গরু, ছাগল ইত্যাদি কি প্রকারে বর্গা রাখা জায়েজ হইবে?

উঃ— হেদায়া ও দোরোলা- মোখতারে আছে " যদি কেহ ছাগ, ছাগী, মোরগ ও মোরগী একজন লোকের নিকট এই শর্তে অর্পন করে যে তুমি উহার রক্ষনাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিবে এবং শাবক হইলে তুমি অর্দ্ধেকাংশ পাইবে, তবে ইহা জায়েজ নহে।

এস্থলে রক্ষককে রক্ষনাবেক্ষণের বেতন দিতে হইবে ও বাচ্চাগুলি মালিকের প্রাপ্য।

২০৩। প্রঃ—ভূমির ভাগ বা জমি বর্গার মছলা কি?

উঃ— যদি মালিকের জমি ও বীজ হয় এবং কৃষক নিজের গরু দ্বারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

যদি মালিকের কেবল জমি হয়, কৃষকের গরু কর্ষণ ও বীজ হয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

যদি মালিকের জমি ও গরু হয় এবং কৃষকের কর্ষণ ও বীজ হয় তবে ইহা জায়েজ হইবে না।

যদি মালিকের জমি, বীজ, কর্ষণ ও বপন হয় অন্যের কেবল গরু হয়, তবে জায়েজ হইবে।

যদি মালিকের জমি, গরু ও কর্ষণ ও বপন হয় ও অন্যের কেবল বীজ হয়, তবে জায়েজ হইবে না।

যদি মালিকের জমি, কর্ষণ ও বপন হয় এবং অন্যের গরু ও বীজ হয় তবে ইহা জায়েজ হইবে না। হেদায়া, ৪/৪০৭/৪০৯

২০৪। প্রঃ— বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েদিগকে কোন মোল্লা বা মৌলবির দ্বারা কোরআন শিক্ষা দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— যুবক মোল্লা ও মৌলবী দ্বারা যুবতীদিগকে শিক্ষা দেওয়া জায়েজ নহে, ইহাতে প্রায়ই ফাসাদ হইতে দেখা যায়, শিক্ষয়িত্রী দ্বারা তাহাদের শিক্ষা দেওয়ায় ব্যবস্থা করিবে। অভাব পক্ষে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামী কোরআন শিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে।

২০৫। প্রঃ— কৃষক স্ত্রীলোকদের পক্ষে পর্দ্দার বাহির হইয়া নানাবিধ কার্য্যকরা জায়েজ কি না? বৃদ্ধাদের পর্দ্দার ব্যবস্থা কি? পর্দ্দা করা কি? কি প্রকার পর্দ্দা করা আবশ্যক?

উঃ— বিনা জরুরত তাহাদের পর্দ্দার বাহির হওয়া জায়েজ নহে, নিত্যন্ত

জরুরত হইলে, বোরকা ব্যবহার করিয়া হাতের কব্জী ও পায়ের পাতা ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বাহির হইবে, অতি বৃদ্ধদের গৃহের মধ্যে থাকা ভাল, বাহির গেলে দোষ হইবে না, ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত ইসলাম ও পর্দা কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

২০৬। প্রঃ— ব্যায়ামের জন্য বা অন্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতার জন্য ফুটবল খেলা জায়েজ কিনা?

উঃ— ইহা নাজায়েজ, এতৎসম্বন্ধে দিল্লী, বেরেলি, চট্টোগ্রাম, বরিশাল, ফুরফুরার পীর সাহেব, মাওলানা আশরাফ আলি থানবি ও বাংলার অন্যান্য বিশিষ্ট আলেমগণের ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে, জায়েজ কার্য্যের দ্বারা যখন ব্যায়াম করার উপায় আছে, তখন নাজায়েজ কার্য্যের দ্বারা ইহা করা কিরূপে জায়েজ হইবে? বল খেলার প্রতিযোগিতা করিলে কি ফল হইবে? অবশ্য লাঠিখেলা, তীর ছোড়া, তরবারী ভাঁজা, ঘোড় দৌড় ইত্যাদিতে শত্রুদের হস্ত হইতে কতকটা নিষ্কৃতি লাভের উপায় হইতে পারে, পক্ষান্তরে বল খেলাতে এই প্রকার কোন লাভ হয় না, বরং উহা খাটি খেলবাজী ভিন্ন আর কিছুই নহে, কাজেই উহা কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না। কেবল দুনইয়া দার স্বার্থপর আলেম দুই একজন উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহাদের ফৎওয়া কিছুতেই গ্রহণীয় হইতে পারে না।

২০৭। প্রঃ— একরার ভঙ্গ করা কি?

উঃ— বিনা ওজোরে ওয়াদা ও একরার ভঙ্গ করা বড় গোনাহ। কোরআন ও হাদিসে ওয়াদা পূর্ণ করার বড় তাগিদ করা হইয়াছে।

২০৮। প্রঃ— স্ত্রীলোকের চাদর দিয়া শরীর ঢাকিয়া নামাজ পড়া কি?

উঃ— স্ত্রীলোকের পর্দার জন্য চাদর ব্যবহার করার হুকুম কোরআন মজিদে আছে, নামাজে যদি এক কাপড় ব্যবহার করে আর উহাতে সমস্ত শরীর ও মস্তক ঢাকা যায়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে, যদি আর মস্তক কিম্বা চুলগুলি ঝুলিতে থাকে, অথবা কান ইত্যাদি খুলিয়া যায়, তবে এক কাপড়ে নামাজ জায়েজ হইবে না।

তাহার পক্ষে তিন কাপড়ে নামাজ পড়া মোস্তাহাব পিরহান তহবন্দ ও চাদর।

আর যদি দুই কাপড়ে(যাহাতে আবরু ঢাকা যাইতে পারে) নামাজ পড়ে তাহাতেও নামাজ জায়েজ হইতে পারে আলমগিরি ১/৬১/৬২

আমদের দেশে একখানা শাড়ী পরিয়া নামাজ পড়ার রীতি হইয়াছে, ইহাতে মাথার চুল, কান, বাজু খুলিয়া যায়, ইহাতে নামাজ জায়েজ হইতে পারে না। কাজেই মাথার রুমাল ও পিরহান কিম্বা চাদর ব্যবহার করা জরুরী হইবে।

২০৯। প্রঃ— জুমার উভয় আজানের আওয়াজ ছোট বড় হইবে কি না? দ্বিতীয় আজান কোথায় দিবে?

উঃ— উভয় আজান একই প্রকার উচ্চ আওয়াজে দিতে হইবে, দ্বিতীয় আজান এমামের সম্মুখে দিতে হইবে।

২১০। প্রঃ— নামাজে ডাহিন পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্থানচ্যুত হইলে নামাজ নষ্ট হয় কি না?

উঃ— উভয় কদম (পা) ছেজদার সময় জমি হইতে পৃথক রাখিলে নামাজ বাতিল। এক জমিতে থাকিলে এবং অন্য পা জমি হইতে পৃথক রাখিলে, নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে। শামি, ১।৪৬৬ পৃষ্ঠা হইতে বুঝা যায় যে ডাহিন পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি জমি হইতে পৃথক হইলে বা স্থানচ্যুত হইলে নামাজ বাতিল হইবে না।

২১১। প্রঃ— দারোল হরব ও দারোল- ইসলাম কাহাকে বলে?

উঃ— বাংলা হিন্দুস্থান প্রথমে মুছলমানদিগের দেশ ছিল, তখন দারোল-ইছলাম ছিল, এখন কি হইবে তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

খাজানাতোল-মুফতিন কেতাবে আছে, তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে দারোল ইছলাম দারোল হরব হইয়া যায় (১) তথায় শরিয়তের আহকাম নিষিদ্ধ হইয়া গেলে, (২) উহা দারোল হরবের সংলগ্ন হইলে, যেন উহার মধ্যে দারোল-হরবের মধ্যে মুছলমানদিগের জন্য কোন শহর না থাকে। (৩) তথায় কোন মুছলমান এবং কোন আশ্রিত কাফের প্রথম শান্তির সহিত না থাকে। সমস্ত শর্ত্ত না পাওয়া গেলে, দারোল-ইছলাম দারোল হরব হইবে না।

ছিয়ারোল আছলে আছে যে সমস্ত শর্ত্তের দ্বরা দারোল ইছলাম হয়, তৎসমুদয় বাতীল না হইলে, দারোল হরব হইবে না। মনছুরে আছে, যতক্ষন ইছলামের চিহ্নগুলির কোন একটি বজায় থাকে, ততক্ষন দারোল ইসলামের পক্ষ বলবৎ থাকিবে।

বাজ্জাজিয়াতে আছে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত শহর কাফেরদিগের অধিকারে আছে, নিশ্চ তৎসমুদয় এখনও দারোল ইসলাম, যদি তাহারা কাফেরদিগের আহকাম প্রকাশ না করে বরং কাজি সকল মুছলমান। আর যে সমস্ত শহর কাফেরদিগের পক্ষ হইতে হাকিম স্থির করা হইয়াছে তৎসমস্তে জুমা ঈদ, কাজায়ি গ্রহন ও এতিমদিগের বিবাহ দেওয়া জায়েজ হইবে। আর যে সমস্ত শহরে কাফের হাকেম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তথায় জুমা ও ঈদ জায়েজ হইবে এবং মুছলমানদিগের সম্মৃতিতে কাজি স্থির করা হইবে। হোলোওয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, দারোল ইদলাল ঐ সময় দারোল হরব হইবে। যখন তথায় কোফরের আহকাম জারি করা হয় এবং ইছলামের কোন হুকুম জারি করা না হয়, আর উহা দার্রোল-হরবের সংলগ্ন হয় এবং তথায় কোন মুছলমান ও আশ্রিত কাফের পূর্ব্ব শান্তি সহ বাকী থাকে। এই শর্ত্ত পাওয়া বিরোধ হইলে দার্রোল ইছলাম ও ইছলামের হুকুম বলবৎ হইবে। তাহতাবি বলিয়াছেন, যদি তথায় মুছলমানদিগের আহকাম ও কোফরের হুকুম উভয় জারি থাকে, তবে উহা দারোল হরব হইবে না। কাফেরদের পরাক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে মুছলমান দিগের ও আশ্রিত কাফেরদিগের যেরূপ শান্তি ছিল, তাহাদের পরাক্রান্ত হওয়ার পরেও সেইরূপ শান্তি থাকিলে, উহাকে প্রথম শান্তিতে থাকা হইয়াছে। মুজমুয়া ফাতাওয়া-লাক্ষ্নবী ২।২৩৫ ও রদ্দোল- মোহতার, ৩।২৭৭ পৃষ্ঠা। আমাদের বঙ্গ ও হিন্দুস্থানে মুছলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ শান্তি প্রথমে ছিল, এখনও সেইরূপ শান্তি আছে। আর হিন্দুস্থান আফগানিস্থানের সংলগ্ন রহিয়াছে, উহা মুছলমান রাজ্য।

তৃতীয় এই দেশে যেরূপ খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের আহকাম জারি আছে, সেইরূপ মুছলমানদিগের জুমা, ঈদ, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, বিবাহ, তালাক, কাজয়ি, ফৎওয়া ফরাএজ ইত্যাদি জারি আছে। কাজেই যখন শরিয়তের একটি হুকুম জারি থাকিলেও উহা দারোল- ইছলাম থাকে, তখন নিশ্চয় আমাদের দেশ দারোল-ইছলাম, এই স্থানে মুছলমানদিগের পক্ষে খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান কাহারও নিকট হইতে সুদ গ্রহন করা জায়েজ হইবে না। ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে সুদ গ্রহন হালাল হইবে না।

২১০। প্রঃ— গ্রামফোনে গান, কোরআন ও মৌলুদ পাঠ জায়েজ কিনা?

উঃ— হারাম হইবে, বরং শরহে ফেকহে আকবরে ইহাতে কোফরের

আশঙ্কার [illegible] বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহাতে কোরআন ইত্যাদির অপমান করা করা [illegible]

২১২। প্রঃ— লাইফ ইনসিওরেন্স জায়েজ কি না? সুদ না বলিয়া মুনাফা বলিয়া লওয়া জায়েজ কি না?

উঃ— যাহা বলিয়া হউক ইহা নাজায়েজ, হারাম ও সুদ হইবে। ইহার সম্বন্ধে প্রথম বৎসরের ছুন্নত-অল জামায়াতে মাওলানা আশরাফ আলি থানবি ও দিল্লী, দেওবন্ধ ও ছাহারানপুরের মুফতিগণের ও ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেবের ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে।

২১৩। প্রঃ— ফজরের ছুন্নত পড়িয়া এমাম ছাহেব জমায়াতের অপেক্ষায় রহিলেন, এমতাবস্থায় কোরআন পড়িতে জানে না এরূপ একটি লোক আসিয়া ছুন্নত পড়িয়া ফজর শুরু করিল এক্ষনে এমাম ছাহেব কি করিবেন? তখনও সূর্য্য উদয়ের আধ ঘন্টা বাকি আছে।

উঃ— দোর্রোল মোখতারে আছে, মছজেদের নির্দিষ্ট এমাম এমামতের সমাধিক উপযুক্ত, দ্বিতীয় কোরআন নাজানা লোকের পশ্চাতে কারি ব্যক্তির এক্তেদা নাজায়েজ, এই দুই কারণে এমাম জামায়াতের অপেক্ষায় থাকিবেন, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন না।

২১৩। প্রঃ— কোন একটি স্ত্রীলোক বলিতেছে যে, আমার এখন ৭।৮ টি সন্তান হইয়াছে, এখন আর অন্য সন্তান হইলে সহ্য করিতে পারিব না, এক্ষণে আমি কোন ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ খাইয়া গর্ভ বন্ধ করিলে গোনাহ হইবে কি না?

উঃ— জখিরা কেতাবে আছে গর্ভে সন্তানের মধ্যে আত্মা ফুৎকার করার পরে কোন ঔষধ খাইয়া উক্ত গর্ভপাত করান জায়েজ নহে। ১২০ দিবসে দেহে আত্মা ফুৎকার করা হয়। মোদ্দাতের পূর্ব্বে গর্ভপাত করা জায়েজ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজিখানের মনোনিত মতে উহা জায়েজ নহে, কিন্তু প্রাণী হত্যার তুল্য গোনাহ হইবে না।

আর যদি কোন ওজোর হয় যথা কোন স্ত্রীলোক ছেলেকে দুধ পান করাইয়া থাকে তাহার গর্ভ প্রকাশ হইলে, দুধ বন্ধ হইয়া যায়, শিশুর পিতার বেতন দিয়া ধাত্রি রাখার ক্ষমতা না থাকে, এবং সন্তানের জীবন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তাঁহার পক্ষে ঔষধে দ্বারা গর্ভ নষ্ট করা জায়েজ হইবে। যদি উহা

কেবল রক্ত পিণ্ড কিম্বা মাংস পিণ্ড থাকে এবং তখনও কোন অঙ্গ প্রকাশ না হইয়া থাকে, এস্থলে আর একটি মছলা আছে, সন্তান হওয়ার সঙ্গম কালে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর হুকুম লইয়া যোনীর বাহিরে বীর্য্য নিক্ষেপ করা জায়েজ হইবে। গর্ভশয়ের মুখ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর বিনা হুকুমে হারাম হইবে। শামি ৫ । ২৬৪। ৩০৫ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে স্বামীর হুকুম লইয়া ঔষধের দ্বারা গর্ভ বন্ধ করা জায়েজ হইবে, বিশেষতঃ যখন স্ত্রীলোকের পক্ষে অসহনীয় কষ্ট হয় তখন উহা নিশ্চয় জায়েজ হইবে।

২১৪। প্রঃ— যে এমাম দুই এক আঙ্গুল পরিমান দাড়ী রাখে, কিম্বা লম্বা পিরহান পরে না, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা কি? কেহ তাহাকে বলে, আপনি এমাম হইলে, আপানার পাছে নামাজ পড়িব না, তিনি বলিলেন, তবে তুমি বাহির হইয়া যাও। সে ব্যক্তি অন্য মছজেদে নামাজ পড়িতেছে ইহাতে কাহার কতদূর দোষ হইবে?

উঃ— একমুষ্টি পরিমান লম্বা দাড়ী রাখা ফরজ, ইহা তরফ করার জন্য এমাম ফাছেক হইয়াছে, তাহার পাছে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি অপর ব্যক্তির অন্য মছজেদে নামাজ পড়া ঠিক হইয়াছে, কিন্তু ফাছেক এমামের একজন মোক্তাদিকে বাহির হইয়া যাওয়ার আদেশ করা গোনাহ হইয়াছে।

২১৫। প্রঃ— একজন লোক মিথ্যা গল্প ও গান করে সে তওবা করিয়াও পুণরায় উহা করে, ইহার কি ব্যবস্থা?

উঃ— যতক্ষণ সে উহা ত্যাগ না করে, গ্রামবাসিগণ তাহার সহিত সমাজ করিবে না, করিলে গোনাহ হইবে।

২১৬। প্রঃ— যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্তিয়া নামাজ না পড়ে তবে তাহাকে জুমার এমাম বানান কি?

উঃ— এইরূপ লোক ফাছেক, তাহার পাছে এক্তেদা করা মকররহ তহরিমি।

২১৭। প্রঃ— মানসার পশুর বয়স কিরূপ হওয়া উচিত?

উঃ— দোর্রোল মোখতারে এবারতের প্রথমে ঈদের ওয়াজেব কোরবাণী ও নজর মানসার ওয়াজেব কোরবাণীর প্রসঙ্গ লিখিয়া পরে লিখিত আছে, কোরবাণীর পশু উট হইলে ৫ বৎসরের গরু হইলে দুই বৎসরের ও ছাগল হইলে এক বৎসরের হওয়া জরুরি। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঈদের ওয়াজেব

কোরবাণী ও মানসার কোরবাণী পশুর একই প্রকার ব্যবস্থা হইবে।

২১৮। প্রঃ— এদ্দত কাহাকে বলে ও কোন সময় করিতে হইবে।

উঃ— স্বামী মরিয়া গেলে কিম্বা কোন স্ত্রীলোককে তালাক দিলে, যত দিবস অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, নেকাহ জায়েজ হয় না তাহাকে এদ্দত বলে, স্বামী মরিয়া গেলে, স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে যতদিন সন্তান প্রসব না হয়, ততদিবস সেই স্ত্রী লোক অন্য নেকাহ করিতে পারিবে না। আর যদি গর্ভবতী না হয়, স্ত্রীলোক নাবালেগা হউক, আর যুবতী হউক, কিম্বা বৃদ্ধা হউক সকলকে চারিমাস দশদিবস এদ্দত পালন করিতে হইবে, এই সময়ে অন্য নেকাহ করিতে পরিবে না।

যদি স্বামী তালাক দেয়, এক্ষেত্রে যদি বিবাহ অন্তে স্ত্রীলোকের স্বামীর সহিত নির্জ্জন বাস না হইয়া থাকে, তবে এদ্দত পালন করিতে হইবে না, ইহার প্রমান ছুরা আহজাবের আয়ত।

আর স্বামীর সহিত নির্জ্জন বাস হইলে, যদি অল্প বয়সের জন্য ঋতু না হইয়া থাকে কিম্বা বেশী বয়সের জন্য ঋতু রহিত হইয়া গিয়া থাকে, তবে তিন মাস এদ্দত হইবে। আর ঋতুবতী (হায়েজ ওয়ালি) হইলে, তিন হায়েজ এদ্দত হইবে।

২১৯। প্রঃ—যদি কোন বিধবা বলে, আমাকে তোমরা এদ্দতের মধ্যে নেকাহ দাও, নচেৎ আমি কামের জ্বালায় জেনা করিব, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ— এদ্দতের মধ্যে নেকাহ করা হারাম এবং স্পষ্টাক্ষরে নেকাহ প্রস্তাব করাও হারাম, কাজেই তাহার কথা মত নেকাহ দেওয়া যাইতে পারে না। যদি কোন স্ত্রীলোক বলে, আমাকে তালাক দাও কিম্বা তোমার সম্পত্তি আমাকে হেলা করিয়া দাও, নচেৎ আমি জেনা করিব, তবে কি করিতে হইবে? যদি তাহার স্বামী ৩/৪ মাস বিদেশে থাকিত তবে সে কি করিত?

২২০। প্রঃ— যদি কোন জেনাকার গর্ব্ব করিয়া বলে, সমস্ত মুন্‌শী মৌলবী ও হাজী মিথ্যাবাদী ও সমাজের ক্ষতিকারক, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি তাহাদের শরিয়তের কথা ও কার্য্যকে মিথ্যা ও ক্ষতিকারক বলিয়া অবিহিত করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে, নচেৎ গোনাহগার হইবে।

২২১। প্রঃ— একটি গ্রামের লোক স্থানান্তরিত হওয়ায় সেই স্থানে জুমার

মছজেদ প্রস্তুত করিল, কাজেই প্রতম মছজেদটি বিরান হইয়া থাকিলে, ২০/২৫ বৎসর পরে কয়েকজন লোক কোন কলহ উপলক্ষে সেই পুরাতন ভিটাতে ঘর উঠাইয়া নামাজ পড়িতেছে, এক্ষনে কোন ঘরটি নাজায়েজ হইবে?

উঃ— নূতন গ্রামের জুমা মসজেদ সঙ্গত কারণে প্রস্তুত হইয়াছে, কাজেই উহা জায়েজ। অবশ্য যদি সেই গ্রামে আবাদ থাকিতে খামখেয়ালি বশতঃ উহা নষ্ট করিয়া অন্য জুমা করিত, তবে উহা নাজায়েজ হইত। কলহ করা অন্যায়, কিন্তু আল্লাহতায়ালার পুরাতন বিরান মছজেদকে আবাদ করা বড় ছওয়াবের কার্য্য, কাজেই উহাও জায়েজ ঘর, অবশ্য যদি অন্য স্থানে কলহ মূলে কোন মছজেদ করিত তবে নাজায়েজ ঘর হইত।

২২২।প্রঃ— এলম দিনী শিক্ষা করিতে বিদেশ গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, যদি মাতা নিষেধ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি শিক্ষার্থীর পিতা মাতা অর্থশীলা হন ও তাহাদের খোরপোষ ইহার উপর ওয়াজেব না হয়, তবে পিতা মাতার বিনা অনুমতি এলেম-দিনী শিক্ষা করার জন্য বিদেশ যাইতে পারে। আর কেহ বলেন যদি দড়িহীন বালক হয়, তবে দুষ্টদের দ্বারা ফাছাদের আশঙ্কা আছে, এজন্য বিদেশে যাইতে তাহার পিতা নিষেধ করিতে পারে। আর যদি পিতা মাতা দরিদ্র হয় এবং এক মাত্র সেই পুত্রের উপর তাহাদের ভরণ পোষন নির্ভর করে, তবে সে বিদেশে যাইতে পারিবে না। শামী, (পুরাতন ছাপা) ৫/২৮৯ পৃষ্ঠা। কাজিখান, ৪/৩৭৯।

২২৩। প্রঃ— বরপক্ষ হইতে কিছু টাকা লইয়া বিহ কালে উহা দেনমোহরে ওসুল দেওয়া হইল। পরে ঐ টাকা কন্যার নিকট হইতে মাফ লইয়া আলিমা কর্য্য সম্পাদন করা হইল, ইহা জায়েজ হইবে কি?

উঃ— বরপক্ষ হইতে দেন মোহর বাবদ যাহা কিছু লওয়া হইবে, উহা কন্যার প্রাপ্য হইবে। পিতা বা অলির উহা নিজের কার্য্যে ব্যয় করা গচ্ছিত হরণের ন্যায় নাজায়েজ। আর যদি খরচ বলিয়া লয়, তবে উহা পণ ও হারাম হইবে। কন্যা নাবালেকা হইলে, তাহার মোহর ব্যয় করা স্পষ্ট নাজায়েজ। আর বালেগা হইলে, যদি কন্যা মুখে সম্মতি দেয় কিন্তু অন্তরে নারাজ থাকে, তবে উহা অলির পক্ষে ব্যয় করা নাজায়েজ হইবে। অন্তরে রাজি হইলেও যেরূপ অপব্যয় করার প্রথা এদেশে আছে, এ প্রকার ব্যয় করা নাজায়েজ। সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে যে খাওয়ানের নিয়ম আছে , উহাতে ব্যায় করা কিছুতেই

জায়েজ হইবে না ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত জরুরী মাছায়েল দ্বিতীয় ভাগে আছে।

২২৪। প্রঃ— কোন পুরুষ উন্মাদ হইলে, তাহার স্ত্রী কি করিবে?

উঃ— যদি স্বামী উন্মাদ হয়, তবে এমাম মোহাম্মদ (রাঃ) বলেন, যদি নূতন উন্মাদ হয় তবে পুরুষত্বহীন লোকের ন্যায় তাহাকে এক বৎসর অবকাশ দেওয়া হইবে। তৎপর সুস্থ না হইলে এক বৎসর পরে স্ত্রীকে নেকাহ ফছখের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। আর যদি পুরাতন উন্মাদ হয়, তবে লিঙ্গ কাটা ব্যক্তির ন্যায় (তৎক্ষণাৎ) তাহার ফছখের হুকুম দেওয়া হইবে। আমরা এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়া থাকি। এইরূপ হাবি কুদসিতে আছে— আলমগিরি,(মিশ্রি ছাপা) ১/৫৪৯ পৃষ্ঠা।

যদি স্ত্রী স্বামীর লিঙ্গ কাটা অবস্থায় পায়, তবে কাজি (শরিয়তের বিচারক) তৎক্ষণাৎ তাহাকে নেকাহ ফছখের ক্ষমতা দিবে এবং তাহাকে অবকাশ দিবে না ইহা কাজিখানে আছে। আঃ ১/৫৪৮ পৃষ্ঠা। আমাদের দেশে জজের কিম্বা মোনছেফের নিকট হইতে নেকাহ ফছখের অনুমতি লইতে হইবে।

২২৫। প্রঃ— কোন বেশ্যার মাল তাহার জীবিতাবস্থায় কিম্বা মৃত্যুর পরে গভর্ণমেন্টের খাসে যাওয়ার পর মূল্য দিয়া কিম্বা নিলামে খরিদ করা যায় কি না?

উঃ— বেশ্যার মাল হারাম হইয়া থাকে, জানিয়া শুনিয়া উহা মূল্য দিয়া খরিদ করা জায়েজ হইবে না। যেরূপ চুরি করা বস্তু জানিয়া শুনিয়া খরিদ করা জায়েজ হইবে না الحرمة تتعدد مع العلم بها। শামি, ৪/১৪৬?

২২৬। প্রঃ— দাড়ি কাটা ছাটা ও রাখা কি? এক মুষ্টির বেশী হইলে তাহা কাটা কি?

উঃ— হজরত(ছাঃ) আদেশ করিয়াছেন, তোমরা দাড়ি লম্বা কর। ছুরা নেছার ১৮ রুকুতে আছে;—

ولآمرنهم فليغيرن خلق الله

(শয়তান বলিয়াছিল), আর আমি নিশ্চয় উক্ত মনুষ্যদিগকে আদেশ করিব, ইহাতে নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহতালার সৃষ্টির পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবে।"

মাওলানা থানবী ছাহেব বায়ানোল কোরআনে লিখিয়াছেন, দাড়ি কাটিয়া

আকৃতি পরিবর্ত্তন করা শয়তানের প্ররোচনা, উহাও এই আয়তে হারাম সাব্যস্ত হয়।

দোর্রোল-মোখতারের ১৮৯ পৃষ্ঠায় আছে, " যে দাড়ি এক মুষ্টির(কব্জা) কম হয়, উহা কাটা যেরূপ কতক মগরেববাসী ও বহুরূপী পুরষেরা করিয়া থাকে, কোন বিদ্বান উহা হালাল বলেন নাই। সমস্ত দাড়ি কাটিয়া ফেলা ইহুদি আজমবাসি অগ্নি পূজকদিগের কর্য্য।

তাহতাবির৩।৪৬০ পৃষ্ঠায় আছে;— ইহুদী ও অগ্নি পূজকদিগের ভাবাপন্ন হওয়া হারাম।

দোর্রোল মোখতারের ৪।৫৮ পৃষ্ঠায় আছে ," পুরুষদিগের পক্ষে দাড়ি ফরজ কেননা ফরজ ত্যাগ করিলে, হারাম হইয়া থাকে।

দাড়ি এক কব্জার অধিক লম্বা হইলে, মোলতাকার রেওয়াএতে উহা না কাটা উত্তম বলিয়া বুঝা যায়। মুহিতে ছারাখছির রেওয়া এতে উহা কাটার অনুমতি বুঝা যায়। এনাম মোহাম্মদ (রাঃ) ইহা এনাম আজমের রেওয়াএত বলিয়া নিজের গৃহীত মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মাজাহেরে হক, ৩।৫০৭ পৃষ্ঠা;—

" দাড়ি লম্বা করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, এক কব্জীর নীচে দাড়ি কাটিতে দোষ নাই। হাছান কাতান ও অনান্য বিদ্বানগণ উহা মকরুহ স্থির করিয়াছেন, কেননা হজরত (ছাঃ) দাড়ি লম্বা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

তেরমেজির হাশিয়া, ১০০ পৃষ্ঠা;

এনবো- হোমাম বলিয়াছেন এক মুষ্টির কম দাড়ী কাটা যেরূপ কতক মগরেবি ও বহুরূপী পুরুষ করিয়া থাকে কোন বিদ্বান উহা হালাল বলেন নাই।

শেখ লাময়াত কেতাবে বলিয়াছেন, ফকিহগণের কথার স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে এক মুষ্টির কম দাড়ি কাটা হারাম। তাহতাবি নহরোল- ফায়েক ও শারাম্বালালিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নেহায়ার কথার মর্ম্ম এই যে এক মুষ্টির অধিক যাহা হয়, উহা কাটা ভাল।

শেখ মোহাদ্দেছ মাওলানা মোহম্মদ এছহাক ছাহেব বলিয়াছেন, আমার মতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা জায়েজ কিন্তু না কাটা ভাল। কতক রেওয়াএত এই মতের সমর্থন আলি কারি বলিয়াছেন, এনলোল- মালেক

বলিয়াছেন, উহার কোন অংশ না কাটা মনোনীত মত।

২২৭। প্রঃ— কোন ব্যক্তি হালাল চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সঙ্গম করিলে, তাহার এবং পশুর কি ব্যবস্থা?

উঃ— ইহার উত্তর ১৮৫ নং মছলাতে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

২২৮। প্রঃ—কোন হিন্দু স্বেচ্ছায় মছজেদে মেরামত বাবদ টাকা বা আছবাব পত্র দান করিলে তৎসমস্ত মছজেদে লাগান যায় কি না?

উঃ— জায়েজ হইবে না। মজমুয়া-ফাতাওয়ায়-লাক্ষনবী ১।৩৪৩ পৃঃ।

২২৯। প্রঃ— মছজেদে যে সমস্ত মান্নত পয়সা বা ফল মুলাদি আসে, তাহা মছজেদের কার্য্যে লাগান যায় কিনা?

উঃ— মছজেদে মেরামত কার্য্যে উহা ব্যয় করা জায়েজ হইবে না। (বাহরোর রায়েক) যদি এমাম কিম্বা মোয়াজ্জেন দরিদ্র হয়, তবে উহা গ্রহন করিতে পারেন, নচেৎ অন্যান্য দরিদ্রকে দান করিতে হইবে।

২৩০। প্রঃ— যে সমস্ত লোক গায়রুল্লার নামে পশু মান্নত করে এবং যে এমাম সামান্য কিছু বেতন লইয়া উক্ত পশু জবেহ করে, তাহার এমামত জায়েজ কি না?

উঃ— এইরূপ এমাম ফাছেক তাহার পাছে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি।

২৩১। প্রঃ— হিন্দু বা খৃষ্টানের জমিতে নামাজ পড়া কি? তথায় মছজেদ কিম্বা ঈদগাহ করিলে উহার কি হুকুম? কোন স্কুলের মাঠ গর্ভমেন্ট একোয়ার করতঃ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, তথায় গর্ভমেন্টের বিনা অনুমতিতে মাষ্টারের কথা মত ঈদগাহ স্থাপন করা যাইবে কিনা? অনুমতি পাইলেও কি হইবে?

উঃ— হিন্দু কিম্বা খ্রীষ্টান মুছলমান দিগকে কিছু জমির মালিক কিম্বা কোন প্রকার স্বত্ত্বে স্বত্ত্ববান করিয়া দিলে, উহাতে মছজেদ ঈদগাহ বানান জায়েজ হইবে। এইরূপ গভর্ণমেন্ট নিজের একোয়ার করা জমি মুছলমানদিগকে দান করিলে, তাহারা উহাতে ঈদগাহ বানাইতে পারিবেন।

অন্যের জমিতে জোর পূর্ব্বক মছজেদ বানাইলে, উহাতে নামাজ পড়া এক রেওয়াএতে মকরুহ তহরিমি অন্য রেওয়াএতে নাজায়েজ, ইহা জামিয়োল ফাতাওয়ার মর্ম্ম।

ওয়াক্তিয়া নামাজ দুনইয়ার সমস্ত পাক স্থানে জায়েজ হইবে, হাদিছ

جعلت لى الارض مسجدا ইহার দলীল, ইহাতে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহ্তাবি আবু ছউদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যের জমিতে তাহার বিনা অনুমতি নামাজ পড়া মকরুহ, যদি অন্যের জমিতে নামাজ পড়িতে বাধ্য হয়, তবে কাফেরের জমিতে না পড়িয়া মুছলমানের জমিতে পড়িবে কিন্তু যেন উহা ফসল পূর্ণ না হয়, আর মুছলমানের ফসলের কিম্বা কাফেরের জমি হয়, তবে পথে নামাজ পড়িবে, কেননা পথে তাহার হক আছে, ইহা মোখতারোন্নাওয়াজেল কেতাবে আছে। আর যদি অন্যের ফসলের কিম্বা চাষ দেওয়া জমি হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভালবাসা থাকে কিম্বা বুঝিতে পারে যে, জমির মালিক নারাজ হইবে না, তবে ইহাতে দোষ না। শামি১।৩৫৪ ও তাতেম্মায় জেলাছেদনি ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া, ১২৯।

ইহাতে বোঝা যায় যে, গভর্ণমেন্টের বিনা অনুমতি স্কুলের মাঠে ঈদ পড়িলে মকরুহ হইবে।

২৩২। প্রঃ— কোন এমাম পায়ের আর্দ্ধেক অংশ বা কিছু অংশ মেহরাবের মধ্যে রাখিয়া নামাজ পড়িলে, কি হইবে?

উঃ— যদি দুই পা মেহরাবের বাহিরে থাকে এবং শরীর ভিতরে থাকে তবে মকরুহ হইবে, আর দুই পা সম্পূর্ণভাবে কিম্বা আংশিকভাবে মেহরাবের ভিতর গেলে কমরুহ হইবে। আর জনতার জন্য স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় দুই পা মেহরাবের ভিতরে রাখিলে, কোন দোষ হইবে না। —শাঃ ১। ৬০৪।৬০৫

২৩৩। প্রঃ— যদি চাচা ভয় দেখাইয়া ভাতিজার নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়া থাকে যে, যদি অমুকের কন্যা অমুকের সহিত নেকাহ করি, তবে তাহার উপর তিন তালাক হইবে, কিন্তু মুখে কিছু বলে নাই, এক্ষত্রে যদি চাচা রাজি হইয়া যায় এবং সেই নেকাহ করা ভাতিজার প্রতিজ্ঞা হয় তবে কি করিতে হইবে?

উঃ— এক্ষেত্রে কয়েকটি মছলা বুঝিতে হইবে, প্রথমে চাচার পক্ষ হইতে জবরদস্তি হইয়াছে কিনা?

দোর্রোল- মোখতারে আছে;—

امر السلطان اكراه و ان لم يتوعده و امر غيره لا الا ان

بعلم المامور بد لا لة الحال انه لولم يعتثل امره يقتله او يقطع يده او يضربه ضربا يخاف امره يقتله او يقطع يده او يضربه ضربا يخاف على نفسه ار تلف عضوه منية المفتي وبه يفتى☆

বাদশাহ ভয় না দেখাইলে তাঁহার হুকুম, জবরদস্তি হইবে। অন্যের হুকুম ইহা ব্যতীত জবরদস্তি হইবে না যে, আদিষ্ট ব্যক্তি ভাব ভঙ্গিতে জানিতে পারে যে, যদি সে আদেশদাতার আদেশ পালন না করে তবে সে তাহাকে হত্যা করিবে কিম্বা তাহার হাত কাটিয়া দিবে, অথবা তাহাকে এইরূপ প্রহার করিবে যে, প্রাণনাশ কিম্বা অঙ্গ হানীর আশঙ্কা আছে। ইহা মনইয়াতোল মুফতিতে আছে। ইহার উপর ফৎওয়া হইবে।

উল্লিখিত ঘটনায় তাহার চাচা যে ভয় দেখাইয়াছে, উহা প্রকৃত পক্ষে জবরদস্তি হইবে কি না তাহা সাক্ষিগণের দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে।

দোর্রোল মোখতারে আছে:—

فلو قال المراة التى اتزوجها طالق تطلق بتزوجها☆

" যদি কেহ বলে, আমি যে কোন স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করিব সে তালাক হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোককে নেকাহ করিলেই তালাক হইয়া যাইবে।"

রদ্দোল- মোহতার, ২/২৫৭ পৃষ্ঠা:—

فى البحران ان المراد الا كراه على التلفظ با لطلاق فلو اكره على ان يكتب طلاق امراتيه فكتب لا تطلق كذا فى الخانيه

" বাহরোর-রায়েকে আছে উদ্দেশ্য এই যে যদি জবরদস্তিতে তালাক দেওয়ার কথা বলিয়া ফেলে তবে তালাক হইয়া যাইবে। আর যদি তালাকনাম লিখিয়া দেওয়ার জন্য জবরদস্তি করা হয় ইহাতে সে তালাকনামা লিখিয়া দেয়, তবে, তালাক হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।" উল্লিখিত ঘটনাতে যদি প্রকৃতপক্ষে চাচ ভাতিজার উপর উল্লিখিত প্রকার জবরদস্তি করিয়া তালাকনামা লিখিইয়া লইয়া থাকে তবে তাহার ভবিষ্যতের স্ত্রীর উপর তিন তালাক হইবে না। আর যদি উল্লিখিত প্রকার জবরদস্তি না করিয়া থাকে তবে সেই স্ত্রীলোকের

সহিত বিবাহ অন্তে তাহার উপর তিন তালাক হইয়া যাইবে।

অবশ্য জবরদস্তি না হইলে, একটি ছুরত আছে— যাহাতে সেই স্ত্রীলোকের উপর তিন তালাক হইবে না।

শামী, ২/৫৩৭ পৃষ্ঠা;—

ان قال كل امراة اتزوجها طالق و الحيلة فيه مافى البحر من انه يزوجه فضولى و يجيز با لفعل كسوق الواجب اليها ☆

যদি কেহ বলে, যে কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমি নেকাহ করিব সে তালাক হইবে। ইহাতে তালাক না হওয়ার উপায় বাহায়োর-রায়েকে এই ভাবে লিখিত আছে একজন তৃতীয় লোক কোন পক্ষে অনুমতি না লইয়া তাহার সহিত কোন স্ত্রীলোকের নেকাহ করাইয়া দিবে, নওশাহা কার্য্যের দ্বারা অনুমতি দিবে, যথা,— (গহনা, কাপড় কতক মোহর) যাহা তাহার পক্ষে ওয়াজেব উক্ত স্ত্রীলোকের নিকট পাঠাইবে। মূলকথা, এইরূপ করিলে ভবিষ্যতের স্ত্রীর উপর তালাক হইবে না।

২৩৪। প্রঃ— যদি কেহ নিজের স্ত্রী থাকিতে অন্য মেয়ে লোকের সঙ্গে জেনা করে, ইহাতে তাহার প্রতি কি হুকুম? তাহার প্রতি তাহার স্ত্রী কি হইবে?

উঃ— তাহার পক্ষে খাটি তওবা করিয়া জেনা ত্যাগ করা ফরজ, নচেৎ বহুকাল দোজখে জ্বলিতে হইবে। জেনাতে নিজের স্ত্রী হারাম হয় না।

২৩৫। প্রঃ— মোহরাম স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিলে, তাহার সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে কি না? ইহাতে নিজের স্ত্রী তাহার প্রতি হারাম হইবে কি না?

উঃ— খোদা যে স্ত্রীলোকদিগকে হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহাদের সহিত বিবাহ হালাল হইতে পারে না। যদি শাশুড়ীর সহিত জেনা করে, তবে নিজের স্ত্রী চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। আর যদি স্ত্রীর ভগ্নীর (শালীর) সহিত জেনা করে, তবে স্ত্রী হারাম হইবে না।— শাঃ, ৩। ৩০৩-৩০৫।

২৩৬। প্রঃ— একজন স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়ার পরে এদ্দতের মধ্যে নেকাহ করিলে, তাহার বিবাহ পড়ানেওয়ালা, উকিল ও সাক্ষীগণের কি ব্যবস্থা?

উঃ— হারাম, সেই স্ত্রীর সহিত জেনা হইবে। এইরূপ করিয়া থাকিলে, উভয়কে পৃথক স্থানে রাখিবে, যদি লোকটি প্রথম স্বামীর এদ্দত অন্তে তাহার সহিত নেকাহ করিতে চাহে, তবে উভয়কে তওবা পড়াইয়া নেকাহ করিতে চাহে, তবে এই নেকাহ ফাছাদের এদ্দত পালন করিতে হইবে। শরিয়তের কাজি যে সময় উভয়কে পৃথক করিয়া দিবে, কিম্বা সেই স্বামী যে সময় মুখে বলিবে যে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, সেই সময় হইতে এদ্দত পালন করিতে হইবে;— শামী, ২৬৭১/৬৬৪

নেকাহ পড়ানেওয়ালা , উকিল ও সাক্ষীগণ যদি এই হারাম নেকাহ হালাল জানিয়া এই কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহাদের স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাহা দিগকে তওবা পড়া ও নেকাহ দোহরান লাজেম হইবে।

২৩৭। প্রঃ— কেরোসিন তৈল জ্বালাইয়া নামাজ পড়া কি ?

উঃ— ইহাতে দোষ নাই, কিন্তু মছজেদে এইরূপ দুগন্ধময় বস্তু জ্বালান নিষিদ্ধ। হাদিছে কাঁচা পিয়াজ ও রসুন খাইয়া মছজেদে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোরোসিন তৈলের ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে। তামাক খাইয়া দুগন্ধময় মুখ লইয়া মছজেদে যাওয়া নিষিদ্ধ।

২৩৮। প্রঃ— নাবালেক অবস্থায় কোন মেয়েলোকের বিবাহ হয় এবং নাবালক অবস্থায় তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দেয়, সেই মেয়েলোকের এদ্দত পালন করিতে হইবে কিনা?

উঃ— দুই একটি বালেগা প্রায় হৃষ্ট পুষ্ট মেয়ে লোক বালেকা (ঋতুবতী) না হইলেও স্বামী সহবাস করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। যদি এইরূপ নাবালেকাকে সহবাস বা নির্জ্জন বাস অন্তে তালাক দেওয়া হয়, তবে তাহাকে তিন মাস এদ্দত পালন করিতে হইবে না। শামী, ২/৬৫০

২৩৯। প্রঃ— রাত্রে স্ত্রী সহবাস করিয়া উভয়েই দ্বিপ্রহরের সময় গোছল করা কি? সেই স্ত্রীর হাতের পাক খাওয়া কি?

উঃ— ফজরে গোছল করিয়া নামাজ পড়া ফরজ, তাহারা এই ফরজ ত্যাগ করায় ফাছেক হইয়াছে, তওবা করা তাহাদের পক্ষে ফরজ ফাছেক স্ত্রীকে সর্ব্বদা নছিহত করিতে হইবে। এইজন্য তালাক দেওয়া জরুরী নহে। ফাছেকের হাতের পাক খাওয়া নাজায়েজ নহে, পরহেজ করিতে পারিলে ভাল কথা।

শামীর ৫/৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে স্ত্রী গহনা জেওরাত বেশ ভুষা পরিধান

না করিলে, না পাকির গোছল না করিলে, গৃহ হইতে বাহিরে গেলে, স্বামীর শয্যায় শয়ন করিলে ও নামাজ না পড়িলে স্বামী তাহাকে মারিতে পারে, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত। ফাছেক স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর পক্ষে ও ফাছেক স্বামীর ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে ওয়াজেব হইবে না।

নেছাবোল-এহতেছাবে আছে, আশ্রিত কাফেরদের হস্তের প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাওয়া ফৎওয়া মতে জায়েজ, কিন্তু না খাওয়া পরহেজগারী।

২৪০। প্রঃ— একজন রোগগ্রস্থ এই নিয়ত করিয়া কায়েকখানা কাপড় খরিদ করিয়াছে যে যদি কেহ তাহকে সপ্নে বলে যে, তুমি এই কাপড়গুলি অমুকমে দিলে তোমার রোগ আরোগ্য হইবে, তবে সে দান করিবে, কিন্তু এখনও কেহ স্বপ্নে দেখা দেয় নাই ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— ইহাতে কাপড়গুলি দান করা ওয়াজেব হইবে না, অবশ্য দান করিলে, বালারদ হইতে পারে।

২৪১। প্রঃ— গরু ও ছাগল বর্গা (ভাগে) দেওয়ার মছলা কি?

উঃ— ২০০ নম্বর মছলায় ইহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে।

২৪২। প্রঃ— হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করা কি?

উঃ— হারাম, পুনঃপুনঃ এইরূপ করিলে তওবা এস্তেগফার রোদন ক্রন্দন ব্যতীত কোন উপায় নাই। হাদিসে আছে, হায়েজের রং লাল থাকিলে, সঙ্গম করিলে, এক দীনার ও উহার রং জরদ থাকিতে সঙ্গম করিলে অৰ্দ্ধ দীনার ছদকা দিবে।

২৪৩। প্রঃ— বিবাহের সময় অনেকে বরের নিকট হইতে জেহাজের টাকা লইয়া খরচ করে, ইহা কি?

উঃ— মোহরের টাকা কন্যার প্রাপ্য, উহা অলির নিকট আমানত থাকে, উহা ব্যয় করা নাজায়েজ। মোহর ব্যতীত অন্য টাকা পনের মধ্যে গণ্য হইবে।

২৪৪। প্রঃ— কেহ একটি উট কোরবাণী করিবার মানসা করিলে, উট ব্যতীত অন্যপশু দ্বারা উহা আদায় হইবে কি না?

উঃ— সাতটি ছাগল কোরবাণী করিলে, উক্ত মানশা আদায় হইয়া যাইবে। ইহা মজমুয়ো- ন্নাওয়াজেল কেতাবে আছে, গায়াতোল আওতার, ২। ৩৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪৫। প্রঃ— কোন জন্তু কোরবাণী করার মানশা করিলে, কোন সময় উহা কোরবাণী করিতে হইবে?

উঃ— উহা কোরবাণীর তিন দিবসের মধ্যে কোরবাণী করিতে হইবে, অন্য সময় কোরবাণী করিলে উহা জায়েজ হইবে না। শাঃ ৫। ২৩৪।

২৪৬। যে পশুর শৃঙ্গ নাই, তদ্দারা কোরবাণী করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— যে পশুর আদৌশৃঙ্গ হয় নাই, তদ্দারা কোরবাণী করা জায়েজ হইবে। যে শৃঙ্গ ধারী পশুর শৃঙ্গে আঘাত লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তদ্দারা কোরবাণী জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি উহা ভাঙ্গিয়া মগজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, তবে উহা জায়েজ হইবে না, ইহা কাহাস্তানিতে আছে, আলমগিরি ৫। ৫৩০ ও শামী ৫।২২৭ পৃষ্ঠা।

২৪৭। প্রঃ— কোরবাণীর চামড়া বিক্রয় করা কি?

উঃ— যদি উক্ত চামড়া টাকা পয়সা লইয়া এই উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে যে, উহা নিজের বা পরিজনের কার্য্যে ব্যয় করা হইবে, তবে উহা মকরুহ তহরিমি হইবে। ইহাতে কোরবাণী মকবুল না হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হেদায়া।

যদি কেহ নিজের কোরবাণীর চামড়া বিক্রয় করে, তবে উক্ত মূল্য ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

যদি দরিদ্রদিগকে দান করার নিয়তে উহা টাকা পয়সা লইয়া বিক্রয় করে, তবে জায়েজ হইবে, হইা তবইন কেতাবে আছে, আলমগিরি ৫।৩৩৪ পৃঃ ও মাজালেছোল- আরার, ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪৮। প্রঃ— ওয়াজেব ও নফল কোরবাণী, আলিমা ও আকিকা এক সঙ্গে জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— হাঁ জায়েজ হইবে, শামী, ৫।২২৯ ও ২২৭।

২৪৯। প্রঃ— হালাল পশুর কোন কোন্ অংশ খাওয়া নিষিদ্ধ?

উঃ— (১) অণ্ডকোশ, (২) মূত্রনালী (৩) পিত্র (৪) পুরুষ পশুর লিঙ্গ,(৫) স্ত্রী পশুর যোনি, (৬) রক্ত (৭) গদুদ— মাংশের মধ্যস্থিত চর্ব্বি মিশ্রিত গ্রন্থি এবং পেশীর মধ্যস্থিত রক্ত টুকরাকে গদুদ বলা হয়।

এই বস্তুগুলি খাওয়া মকরুহ তহরিমি; শা ৫।৫২৯ মাতা লেবোল-মোমেনিন ও শায়খোল ইছলাম কেতাবে আছে, গরু ছাগলের পিঠের শির দাঁড়ায় সে সাদা মগজ আছে উহাকে হারাম মগজ বলা হয়; ইহা মকরুহ তঞ্জিহি, মকরুহ তহরিমি ও হারাম হওয়াতে মতভেদ হইয়াছে। প্রভাবিত রক্ত হারাম। ওমদাতোল কালাম,।৪।

ভুঁড়ি খাওয়া, হালাল কিম্বা মকরুহ তঞ্জিহি হইবে। মুজমায়ে ফাতাওয়া লাক্ষনবিত/১০৫ও ১/৮০

২৫০। প্রঃ— বন্দুকে শিকার করা পশু হালাল হইবে কি?

উঃ— যদি উক্ত পশু জীবিত থাকে, তবে জবহ করিলে, হালাল হইবে। আর গুলির আঘাতে মরিয়া গেলে, হালাল হইবে না তাহতাবী, ৪।২৩১ পৃষ্ঠা ও শাঃ ৫।৩৩৫

২৫১। প্রঃ— জুমা ঘরের জানালা কিম্বা দরওয়াজা দিয়া নামাজিগণ থুথু ফেলিতে পারে কিনা?

উঃ— পশ্চিম দিক ব্যতীত অন্য দিকে জানালা ও দরওয়াজা দিয়া থুথু ফেলিলে কোন দোষ হইবে না। পশ্চিমে দিকে থুথু ফেলা মকরুহ।

সমাপ্ত